নতুন কারিকুলাম/শিক্ষাক্রম ২০২৩ এর আলোকে
শেখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল হিসেবে 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন'
"সহায়ক তথ্য"

সর্বশেষ আপডেট তারিখ : ৮.৯.২০২৩
সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন কার্যক্রম চলমান।
সহায়ক তথ্য সমৃদ্ধকরণে আপনার মূল্যবান পরামর্শ একান্ত কাম্য।

সংকলনে : ছালেহ উদ্দিন, প্রভাষক, ইংরেজি, নোয়াখালী কারামাতিয়া কামিল মাদরাসা, সদর, নোয়াখালী

Experiential Learning → Continuous Assessment (CA) → Summative Assessment (SA

ক্রমিক	বিষয়বস্তু (Index)	পৃষ্ঠা নং
১	১. ভূমিকা (Preface)	
২	২.১ শিক্ষা (Education)	
	২.২ আধুনিক শিক্ষা (Modern Education)	
৩	৩.১ শিক্ষাক্রম/Curriculum	
	৩.২ শিক্ষাক্রমের উপাদান	
৪	৪.১ নতুন শিক্ষাক্রম / New Curriculum	
	৪.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী যোগ্যতা	
৫	৫.১ নতুন শিক্ষাক্রমে মূল যোগ্যতা / Core Competency	
	৫.২ নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্যবিষয় সমূহ	
	৫.৩ শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল পরিবর্তনসমূহ	
৬	৬. বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা	
৭	৭.১ জীবন	
	৭.২ দক্ষতা	
	৭.৩ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা	
	৭.৪ জীবন দক্ষতার মূল (Core) উপাদান সমূহ	
	৭.৫ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা (Life Skilled Based Education)	
৮	৮.১ পাঠ্য বই (Text)	
	৮.২ পাঠ্যসূচি (Syllabus)	
	৮.৩ শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক নির্দেশিকা (Teacher's Gude-TG)	
	৮.৪ পাঠপরিকল্পনা (Lesson Plan) ও পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ	
৯	৯. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা (Competency Based Education) ও যোগ্যতার চারটি উপাদান	
১০	১০. পারদর্শিতার সূচক/পারদর্শিতার নির্দেশক/ Performance Indicator – PI	
১১	১১. শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী - ইংরেজি (Learning area-based competence statement-English)	
১২	১২. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা বিবরণী - ইংরেজি (Subject-wise competence statement-English)	
১৩	১৩. শ্রেণি ভিত্তিক একক যোগ্যতা - ইংরেজি (Unique Competency-English)	
১৪	১৪. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা (Expereiential Learning Method) পদ্ধতি কী?	
১৫	১৫. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা চক্র বা Experimential Learning Cycle এর চারটি ধাপ	
১৬	১৬. অভিজ্ঞতাভিত্তি শিখনের কিছু পদ্ধতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদাহরণ- বিষয় : ইংরেজি	
১৭	১৭.১ কার্যকর শিখন-শিখানো কার্যক্রম	
	১৭.২ কার্যকর শিখন-শিখানো প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ	
	১৭.৩ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা উপযোগী কয়েকটি শিখন শিখানো পদ্ধতি ও কৌশল	
	১৭.৪ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক পাঠ উপস্থাপনে ব্যবহৃত কয়েকটি উপকরণ; শিখন-শেখানো সামগ্রীর তালিকা	
১৮	১৮. শিখনফলের ধারণা ও শিখনফল বিভাজন (Learning Outcome & Breakdown of Outcome	
১৯	১৯.১ শিখন মূল্যায়ন (Learning Assessment)	
	১৯.২ কেন শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়?	
২০	২০. মূল্যায়নের প্রকারভেদ	
২১	২১.১ ধারাবাহিক মূল্যায়ন/শিখনকালীন মূল্যায়ন (Continuous Assessment–CA/Formative Assessment)	
	২১.২ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ধরণা	
	২২.৩ ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব	
	২১.৪ ধারাবাহিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জ	
	২১.৫ ধারাবাহিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয়	
	২১.৬ মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা	
২২	২২. শিখন মূল্যায়নে শিক্ষকের ভূমিকা : ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সামষ্টিক মূল্যায়ন ও শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নে শিক্ষকের ভূমিকা	
২৩	২৩. শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন মূল্যায়ন	
২৪	২৪.১ আচরণিক মূল্যায়ন ও আচরণিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ	
	২৪.২ মানবিক গুনাবলি পর্যবেক্ষণক্ষেত্র	
২৫	২৫.১ ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন / প্রান্তিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)	

Compiler: Saleh Uddin, BA Hon's & MA (English), NU; PGDIT, IIT, NSTU; Vashaguru Software (English), CSE, BUET
ITEC Course (Pedagogy, Advanced English & ICT), NITTTR, Chennai, India; Cell: 01724924388
Lecturer, English, Noakhali Karamatia Kamil Madrasah

	২৫.২ ষান্মাষিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের পার্থক্য	
	২৫.৩ ষান্মাসিক মূল্যায়ক ছক ও পদ্ধতি	
২৬	২৬. শিখন মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ	
২৭	২৭. পারগ ও অপরাগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করণ ও কৌশল	
২৮	২৮.১ ফলাবর্তনের ধারণা ও ধরণ	
	২৮.২ ফলাবর্তনের প্রদানের সময় চারটি প্রশ্ন সতর্ক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন	
	২৮.৩ ফলাবর্তন প্রদানের গুরুত্ব	
	২৮.৪ কার্যকরী ফলাবর্তন বিবেচ্য বিষয়সমূহ	
	২৮.৫ কার্যকরী/ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদানের কৌশল	
২৯	২৯.১ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ধারণা	
	২৯.২ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের কৌশল	
	২৯.৩ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের সময়	
	২৯.৪ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের স্থান	
	২৯.৫ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন কে?	
	২৯.৬ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান শেষে মূল্যায়ন	
	২৯.৭ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পরেও যাদের শিখন অর্জন হলো না তাদের উন্নয়নে করণীয়	
	২৯.৮ ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পার্থক্য	
৩০	৩০. শ্রেণির কাজ, শ্রেণি কাজের উদ্দেশ্য, শ্রেণি কাজের ধরণ, শ্রেণি কাজ মূল্যায়ন	
৩১	৩১. মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল	
৩২	৩২.১ শ্রেণি পরীক্ষা (Exam)	
	৩২.২ শ্রেণি পরীক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল	
	৩২.৩ শ্রেণি পরীক্ষা মূল্যায়ন কৌশল	
	৩২.৪ শ্রণি অভীক্ষা (Class Test)	
	৩২.৫ শ্রেণি পরীক্ষা ও শ্রেণি অভীক্ষার মধ্যে পার্থক্য	
৩৩	৩৩.১ বাড়ির কাজ	
	৩৩.২ বাড়ির কাজের উদ্দেশ্য	
	৩৩.৩ বাড়ির কাজ দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমূহ	
৩৪	৩৪. প্রজেক্ট পদ্ধতি	
৩৫	৩৫.১ শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণের টপশিট	
	৩৫.২ শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ	
৩৬	৩৬. বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচক (সকল বিষয়)	
৩৭	৩৭. মূল্যায়ন নির্দেশিকা / রুব্রিক্স (Rubrics) : পারদর্শিতার সূচক (PI) ও আচরণিক সূচক (BI)	
৩৮	৩৮. বিষয় ও অধ্যায় ভিত্তিক পারদর্শিতার সূচক (PI) সমূহ	
৩৯	৩৯. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের (শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও বিদ্যালয় প্রধান) করণীয়	

তথ্যসূত্র :

১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (CA), মার্চ ২০১৮
২. জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (LSB) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল, ২০১৭
৩. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০২৩
৪. জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ২০২৩
৫. নতুন কারিকুলামের বিষয়ভিত্তিক ধারাবাহিক মূল্যায়ক নির্দেশিকা, ২০২৩
৬. নতুন কারিকুলামের ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০২৩
৭. অনলাইন জার্নাল ও ইন্টারনেট

১. ভূমিকা

জ্ঞান ও দক্ষতার পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনশীল আমাদের এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। **চতুর্থ শিল্পবিপ্লব** পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে পরিবর্তন নিয়ে আসছে। এতে একদিকে যেমন প্রচলিত কর্মসংস্থান কমে যাচ্ছে, তেমনি নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে এমন অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অন্যদিকে পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও এখনও রয়ে গেছে ক্ষুধা, দারিদ্র, অশিক্ষার মত মৌলিক সমস্যাবলি। যে কারণে জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯-এর মতো মহামারি আর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ আর প্লাস্টিক দূষণের হুমকি তো আছেই। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করাই এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক এবং যোগ্য দেশপ্রেমিক বিশ্ব-নাগরিক। এরকম একটি সময়ে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পন করছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ লক্ষমাত্রা অর্জনের জন্য দক্ষ মানব সম্পদের বিকল্প নেই।

শিক্ষাই হলো ব্যক্তির সর্বজনীন গুণাবলির বিকাশ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের নিয়ামক। তাই জাতীয় উন্নয়নের মূলশক্তিও শিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই প্রতিফলিত হয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ। জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে প্রয়োজন পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থা। এ লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রণীত হয় যেখানে শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পরিকল্পনা বিন্যস্ত করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ আলোকে বিষয়ভিত্তিক বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও শিখন সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়। পরিবর্তিত পরিবেশ-প্রতিবেশ ও ভিন্ন জীবন-জীবিকার সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাও হয়ে উঠেছে ব্যবহারিক ও জীবনমুখী। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনকে। সেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই দেখবে, জানবে, বুঝবে, বিশ্লেষণ করবে এবং সিদ্ধান্ত নেবে। জীবনে চলার পথে যা কিছু বাধা, সমস্যা, চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেবে তা মোকাবেলার জন্য তারা নিজেরাই ভাববে এবং হাতে-কলমে কাজ করতে উদ্যোগী হবে। নিজেদের আয়োজন এবং নিজেদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তারা শিখবে, অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এর মধ্য দিয়েই তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জিত হবে এবং তারা হয়ে উঠবে অভিযোজনসক্ষম, ইতিবাচক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন এবং দূরদর্শী দেশপ্রেমিক নাগরিক। শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিমার্জন ও পরিবর্তন এনে প্রণয়ন করা হয়েছে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা।

উন্নয়নকৃত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম ও এর আলোকে প্রণয়নকৃত পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করে ২০২৩ সাল থেকে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুরু হলো। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের সফল বিস্তরণ এবং শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান উপায় হলো প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন ও কার্যকর প্রশিক্ষণ আয়োজনের জন্য প্রয়োজন মানসম্মত একটি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল। ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রশিক্ষক প্রস্তুত করা হচ্ছে। এ প্রশিক্ষকগণ দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে ও নতুনদের প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদেরকেও ইনহাউজ প্রশিক্ষণের মাধ্যম নতুন কারিকুলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেয়া হচ্ছে। এ ম্যানুয়ালটিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষিত শিক্ষকগণ অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা তাদের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যবহার করবেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকগণ শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকার সফল ব্যবহার আয়ত্ব করবেন এবং শ্রেণিকার্যক্রমে তা যথাযথভাবে প্রয়োগ করবেন– তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।
[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

২.১ শিক্ষা /Education:

শিক্ষা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা একজন মানুষের অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক হিসেবে কাজ করে তাকে সমাজের উৎপাদনশীল সদস্য তথা জনসম্পদে রুপান্তর করে।
শিক্ষা হচ্ছে প্রণালিলব্দ জ্ঞান, দক্ষতা ও তথ্য অর্জন ও প্রদানের প্রক্রিয়া। শিক্ষা মানুষের শরীর মন ও আত্মার সকল প্রচ্ছন্ন শান্তি ও সার্বিক বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়া। শিক্ষা মানুষের শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক গঠন, বিকাশ ও উন্নয়ন সহায়ক উপাদান ও প্রক্রিয়া। শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল।
অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'সুস্থ দেহে সুস্থ মন তৈরির নামই শিক্ষা।'
মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র বলেন, 'শিক্ষা কোনো ব্যক্তিকে পরিবর্তন করে পরীক্ষানিরীক্ষা করে মিথ্যা থেকে সত্য, অবাস্তব থেকে বাস্তব, কল্পনা থেকে প্রকৃতকে আলাদা করতে সক্ষম করে তোলে।'
এফ. জে. ব্রাউন শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, 'শিক্ষা এমন একটি প্রক্রিয়া যা কারো জন্ম থেকে শুরু হয়ে জীবনব্যাপী চলতে থাকে। শিক্ষাই জীবন, পুরো জীবনই শিক্ষা।'
জোহান হেইনরিখ পেস্তালতজির মতে, 'শিক্ষা হলো মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির স্বাভাবিক, সুষম ও গ্রগতিশীল বিকাশ।' [তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]

শিক্ষা হতে - পারে স্তরভিত্তিক (যেমন ও প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চশিক্ষা), বিষয় ও শ্রেণিভিত্তিক (মানবিক, বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা), অভিষ্ট দলভিত্তিক, নারীশিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা), দক্ষতাভিত্তিক (কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা) ইত্যাদি।

২.২ আধুনিক শিক্ষা :

যে প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি বা শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ, প্রবণতা, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করে অগ্রসরমান সমাজ ও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলার উপযোগী করে গড়ে যোগ্য, দক্ষ ও সুনাগরিক জনসম্পদরূপে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়, সে প্রক্রিয়াকে আধুনিক শিক্ষা বলা হয়। আধুনিক শিক্ষা হলো একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক প্রক্রিয়া; এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমে স্বক্রিয় অংশগ্রহণমূলক হয়ে থাকে। **[তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]**

৩.১ শিক্ষাক্রম /Curriculum : [তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

একটি নির্দিষ্ট বয়স ও শ্রেণির শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হবে এর সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল হচ্ছে শিক্ষাক্রম বা কারিকুলাম। কারিকুলাম হচ্ছে সমগ্র শিক্ষাক্রমের রূপরেখা। জাতীয় আদর্শ, দর্শন, রাষ্ট্রীয় নীতি, জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিবেশ ও চাহিদা এবং উপকারভোগী জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তার আলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কারিকুলামের লক্ষ্য প্রণীত হয়। লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য অনেকগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়। উদ্দেশ্য সমূহকে অর্জন করার জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। বিষয়বস্তুর আলোকে নির্ধারণ করা হয় বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য। বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যসমূহকে আবার স্তর ও শ্রেণিভিত্তিক উদ্দেশ্যে বিন্যাস করা হয়। অতপর শ্রেণি ও স্তরের উপর ভিত্তি করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্যকে অর্জন করার জন্য শিখনফল/যোগ্যতার-PI নির্ধারণ করা হয়। শিখনফল/যোগ্যতা নির্ধারণের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা হয়। শিক্ষার প্রতিটি স্তর ও শ্রেণির জন্য কারিকুলাম/শিক্ষাক্রম থাকে। শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কৌশল কারিকুলামে উল্লেখ থাকে। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণি ও স্তরের শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী দক্ষতা অর্জন করতে পারবে তা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। একটি বিষয়ের নির্দিষ্ট পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে তাও শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। শিক্ষাক্রমে উল্লিখিত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করতে হলে শেখানোর কৌশল কী হবে তারও একটি দিকনির্দেশনা কারিকুলামে/শিক্ষাক্রমে বর্ণিত থাকে।

শিক্ষাক্রম পরিবর্তনশীল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও ধারণার পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাক্রমেও পরিবর্তন আনা হয়। আর তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সেকেলে হয়ে পড়ে এবং দক্ষ ও যুগোপযোগী মানবসম্পদ গঠন করা সম্ভব হয় না। সে কারণে দেশ পিছিয়ে পড়ে। আবার শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করলেই হবে না, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নেও যথাযথ পরিবর্তন আনতে হবে।

শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য অংশগ্রহণমূলক শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের টেকসই শিখন এবং যোগ্যতা ও দক্ষাতার বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বিষয়বস্তুর আলোকে তাদের বিভিন্নমুখী কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের শিখন অর্জন সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিভিন্নভাবে মূল্যায়নেরও প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বিকাশে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়নে সমকালীন বৈচিত্র আনা খুবই জরুরী। তারই ধারাবাহিকতায় নতুন কারিকুলাম ২০২১ শুরু হয়েছে।

শিক্ষাক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের সংজ্ঞা :

১৯৫৬ সালে রাফ টাইলার বলেছেন যে, 'শিক্ষাক্রম হলো শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্কুল কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত শিক্ষার্থীর সকল শিখন অভিজ্ঞতা।'

১৯৬২ সালে আমেরিকান শিক্ষাবিদ Hilda Taba বলেছেন যে, 'শিখনের পরিকল্পনা হলো শিক্ষাক্রম'।

১৯৬৮ সালে কার বলেছেন, 'বিদ্যালয় কর্তৃক পরিকল্পিত ও পরিচালিত যাবতীয় শিখন যা বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয়ের বাইরে দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে সম্পন্ন করা হয়, তাই শিক্ষাক্রম।'

১৯৮৮ সালে মার্শ ও স্ট্যাফোর্ড বলেন, 'শিক্ষাক্রম হলো পরিকল্পনা ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একটি সেট যা শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্পন্ন করে।'

৩.২ শিক্ষাক্রমের উপাদান :

বিভিন্ন সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে শিক্ষাক্রমের চারটি মূল উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় :

১. উদ্দেশ্য ২. বিষয়বস্তু ৩. শিখন-শিখানো পদ্ধতি ও কৌশল ৪. মূল্যায়ন

[তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]

৪.১ নতুন শিক্ষাক্রম (New Curriculum) :

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত, দেশপ্রেমিক, উৎপাদনমুখী, অভিযোজনে সক্ষম, মূল্যবোধসম্পন্ন, সুখী ও বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে নতুন শিক্ষাক্রম। পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার টেকসই ও কার্যকর সমাধান জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। এক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার শুধুমাত্র পরিবর্তন নয় প্রয়োজন রূপান্তর। এ উদ্দেশ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালনা করে। গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, স্তরভিত্তিক শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকে দ্বাদশ শ্রেণির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ প্রণয়ন করা হয়।

জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ ও শিখন সামগ্রী প্রণয়ণ করা হয়। প্রণীত এ শিক্ষাক্রমে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরো আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। রূপরেখার আলোকে প্রণীত শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়ন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলবে এ আশা করা যায়। প্রণীত এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক; যেখানে জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিখন সামগ্রী প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাগুলোকে এক বা একাধিক শিখন অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করা হয়েছে। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীরা এ শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ হবে। যেখানে মূল্যায়নের ভিত্তি হবে যোগ্যতা (Competency) অর্জন। আর এ দিকটি অধিক গুরুত্ব প্রদান করে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম কী এবং এ শিক্ষাক্রমের আলোকে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন করতে হবে তা প্রণীত ম্যানুয়েলগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা ২০২১ ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ প্রণয়ের পটভূমি বিস্তারিতভাবে শিক্ষক প্রশিক্ষণম্যানুয়েলে দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের পূর্বে ২০২২ সালে ৬২টি নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষষ্ঠ শ্রেণিতে জাতীয় রূপরেখা ২০২১ অনুযায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং ২০২৩ সাল থেকে সারাদেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল ও মাদরাসার) ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণিতে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হয়। ২০২৪ সালে ৮ম ও ৯ম শ্রেণিতেও বিস্তরণ করা হবে। ধাপে ধাপে ২০২৫ সালে এ শিক্ষাক্রম একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতেও বিস্তরণ করা হবে। ২০২১ সালে অনুমোদিত এ শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষার নতুন রূপরেখা হিসেবে বিবেচিত।

শিক্ষক শ্রেণিতে শুধু বক্তব্য প্রদান করলে এবং কেবল কাগজে কলমে পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হলে কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। মূলত শিক্ষকগণকে কারিকুলাম এবং এ সংক্রান্ত ডকুমেন্ট সংগ্রহ ও অনুধাবনে যত্নশীল হতে হবে। নতুন কারিকুলাম প্রণয়নের পর সরকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিকুলাম প্রেরণ ও বিস্তরণ করে থাকে।

[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

নতুন কারিকুলাম এ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পৃষ্ঠা-১ এর 'ভূমিকার' আলোকে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে,

১। ২০২৩ সাল থেকে শুরু হওয়া নতুন কারিকুলাম/শিক্ষাক্রমে গতানুগতিক পরীক্ষা থাকছে না, বরং সম্পূর্ণ নতুন ধরণের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে।

২। নতুন শিক্ষাক্রম বিষয়বস্তু ভিত্তিক নয়, বরং যোগ্যতা ভিত্তিক। এখানে শিক্ষার্থীর শিখনের উদ্দেশ্য হলো কিছু সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জন। কাজেই শিক্ষার্থী বিষয়গত জ্ঞান কতটা মনে রাখতে পারছে তা এখন আর মূল্যায়নের মূল বিবেচ্য নয়, বরং যোগ্যতার সবকয়টি উপাদান - **জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের** সমন্বয়ে সে কতটা **পারদর্শিতা** অর্জন করতে পারছে তার ভিত্তিতে তাকে **মূল্যায়ন** করা হবে।

৩। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক। অর্থাৎ শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পথে এগিয়ে যাবে। আর এই অভিজ্ঞতা চলাকালে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে শিক্ষক মূল্যায়নের উপাত্ত সংগ্রহ করবেন।

৪। নম্বরভিত্তিক ফলাফলের পরিবর্তে এই মূল্যায়নের ফলাফল হিসেবে শিক্ষার্থীর অর্জিত যোগ্যতা (জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধ) বর্ণনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

৪.২ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা অনুযায়ী যোগ্যতা (Competency) :

জাতীয় শিক্ষাক্রমের মূল ভিত্তি :

(ক) মুক্তিযুদ্ধকালীন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে উল্লিখিত চেতনা
- মানবিক মর্যাদা
  সামাজিক ন্যায়বিচার
- সাম্য

(খ) স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি
- জাতীয়তাবাদ
- সামাজতন্ত্র
- গণতন্ত্র ও
- ধর্মনিরপেক্ষতা

যোগ্যতা নির্ধারণের প্রেরণা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

যোগ্যতা : জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ

যোগ্যতা (Competency) : প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটিয়ে যেকোন পরিস্থিতিতে কার্য সম্পাদন করার ক্ষমতাকে যোগ্যতা বলে।

জ্ঞান (Knowledge) : জ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Knowledge। যার অর্থ হলো জানা, কোনো বিষয় সম্পর্কে যখন আমাদের মনে স্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল ধারণা জন্ম হয়, তখন তাকে আমরা জ্ঞান বলি।

দক্ষতা (Skil) : দক্ষতা হলো সময়, শক্তি বা উভয় ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফলাফলসহ কাজ সম্পাদন করার সক্ষমতা। কারো জ্ঞান কার্যকরভাবে এবং সহজে কর্মসম্পাদন করার ক্ষমতাই হলো দক্ষতা।

দৃষ্টিভঙ্গি (Attitude) : দৃষ্টিভঙ্গি কথাটার মানে হচ্ছে জীবনকে/ আমি কিভাবে দেখছি। দৃষ্টিভঙ্গি অর্থ হচ্ছে মনোভাব, মানসিকতা বা চিন্তার ধরণ। অর্থাৎ একটি বিষয়কে কে, কিভাবে দেখছে বা কিভাবে নিচ্ছে সেটিকে বলা যায় তার দৃষ্টিভঙ্গি। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে মানুষের এক মনোজাগতিক আদর্শ, যার মাধ্যমে মানুষ কোনো বিষয়কে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ বা বিচার করে এবং সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

মূল্যবোধ (Value) : মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ডকে মূল্যবোধ বলে। ডেভিড পোপেনো (David Popenoe) বলেছেন, "ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্খিত-অনাকাঙ্খিত সমাজের সদস্যদের যে ধারণা, তার নামই হলো মূল্যবোধ। এডওয়ার্ড স্প্রেঞ্জারের মতে, 'মূল্যবোধ হল দৃষ্টিভঙ্গি, কুসংস্কার, অভ্যন্তরীণ প্রবণতা, পছন্দ ও অপছন্দ, যৌক্তিক এবং অযৌক্তিক বিচার এবং বিশ্ব সম্পর্কে একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি নির্ধারণ করে এমন সংস্থার ধরণগুলির একটি নক্ষত্রপুঞ্জ।"

মূল্যবোধের উদাহরণ হল :

ব্যক্তিগত : স্বতন্ত্র মূল্যবোধের মধ্যে সহানুভূতি, সততা, দয়া বা উদারতা অন্তর্ভুক্ত।
সম্পর্ক : আন্তঃব্যক্তিক মূল্যবোধের মধ্যে আস্থা, বন্ধুত্ব, আনুগত্য বা অন্তরঙ্গতা অন্তর্ভুক্ত।
কাজ : কর্মজীবনের মূল্যবোধর মধ্যে পেশাদারিত্ব, নেতৃত্ব বা দলগত কাজ অন্তর্ভুক্ত।
সমাজ : বৃহত্তর সমাজের সাথে সম্পর্কিত মূল্যবোধের মধ্যে পরিবেশবাদ, সামাজিক ন্যায়বিচার অন্তর্ভুক্ত।

মূল্যবোধের প্রকারভেদ :

- সামাজিক মূল্যবোধ
- রাজনৈতিক মূল্যবোধ
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ
- ধর্মীয় মূল্যবোধ
- সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ
- নৈতিক মূল্যবোধ
- অর্থনৈতিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধের বৈশিষ্ট্য :

- পরিবর্তনশীলতা
- আপেক্ষিকতা
- বিভিন্নতা
- সামাজিক মাপকাঠি
- সমষ্টির প্রভাব

৫.১ নতুন শিক্ষাক্রমে মূল যোগ্যতা (Core Competency) ১০টি :

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত একজন শিক্ষার্থী কোন যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে, তার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ দশটি মূল যোগ্যতা সকল শ্রেণির সকল বইয়ের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী অর্জন করবে। নির্দিষ্ট শ্রেণিতে অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য নির্ধারিত নির্দিষ্ট যোগত্য সমূহ অর্জন করতে সক্ষম হবে।

১. অন্যের মতামত ও অবস্থানকে সম্মান ও অনুধাবন করে, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের ভাব, মতামত যথাযথ মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে প্রকাশ করতে পারা।
২. যেকোনো ইস্যুতে সূক্ষ্ম চিন্তার মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়সমূহ বিবেচনা করে সকলের জন্য যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে পারা।
৩. ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে সম্মান করে নিজস্ব কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয়ে নিজ দেশের প্রতিভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শনপূর্বক বিশ্ব নাগরিকের যোগ্যতা অর্জন করা।
৪. সমস্যার প্রক্ষেপণ, দ্রুত অনুধাবন, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং ভবিষ্যৎ তাৎপর্য বিবেচনা করে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে যৌক্তিক ও সর্বোচ্চ কল্যাণকর সিদ্ধান্ত নিতে ও সমাধান করতে পারা।
৫. পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্মান ও সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিরাপদ বাসযোগ্য পৃথিবী তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারা।
৬. নতুন দৃষ্টিকোণ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগের মাধ্যমে নতুনপথ, কৌশল ও সম্ভাবনা সৃষ্টি করে শৈল্পিকভাবে তা উপস্থাপন এবং জাতীয় ও বিশ্বকল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারা।
৭. নিজের শারীরিক-মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়ে নিজ অবস্থান ও ভূমিকা জেনে ঝুঁকিহীন নিরাপদ ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, বৈশ্বিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ তৈরি করতে ও বজায় রাখতে পারা।
৮. প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে ঝুঁকি মোকাবেলা এবং মানবিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন ও জীবিকার জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে পারা।
৯. পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে দৈনন্দিন উদ্ভূত সমস্যা গাণিতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে সমাধান করতে পারা।
১০. ধর্মীয় অনুশাসন, সততা ও নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং শুদ্ধাচার অনুশীলনের মাধ্যমে প্রকৃতি ও মানব- কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারা।

[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

৫.২ নতুন শিক্ষাক্রমে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ও আনন্দময় পড়াশোনার পরিবেশ সৃষ্টি
- বিষয় এবং পাঠ্যপুস্তকের বোঝা ও চাপ কমিয়ে দক্ষতা ও যোগ্যতায় গুরুত্ব আরোপ
- গভীর শিখন (Deep learning) ও তার প্রয়োগে গুরুত্ব প্রদান
- মুখস্থ নির্ভরতার পরিবর্তে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমভিত্তিক শিখনে অগ্রাধিকার প্রদান
- খেলাধুলা ও সৃজনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব প্রদান
- নির্দিষ্ট দিনের শিখনকাজ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শেষ হয় সে ধরনের শিখন কার্যক্রম পরিচালনা এবং আনন্দময় কাজে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে হোম ওয়ার্কের চাপ কমানো
- নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত পারদর্শিতার মূল্যায়ন ও সনদ প্রাপ্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ
- জীবন ও জীবিকার সাথে সম্পর্কিত শিক্ষা **[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]**

৫.৩ শিক্ষাক্রম রূপরেখায় মূল পরিবর্তনসমূহ

- ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত সকলের জন্য ১০টি বিষয় (প্রচলিত মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ থাকবে না);
- পরীক্ষা ও মুখস্থনির্ভর পড়াশোনার পরিবর্তে, পারদর্শিতাকে গুরুত্ব দিয়ে দশম শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পরীক্ষার চাপ কমানোর জন্য একাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে একাদশ শ্রেণি শেষে এবং দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে দ্বাদশ শ্রেণি শেষে পাবলিক পরীক্ষা;
- পারদর্শিতা অর্জন নিশ্চিত করা ও মুখস্থনির্ভরতা কমানোর জন্য শিখনকালীন মূল্যায়ন
- ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য কৃষি, সেবা বা শিল্প খাতের একটি Ocupation /পেশার ওপর পেশাদারি দক্ষতা অর্জন বাধ্যতামূলক
- সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন প্রবর্তন;

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম বিদ্যালয়, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে অনুশীলন;
- শিক্ষার্থীর অভিন্ন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য স্তরভিত্তিক নির্বাচিত বিষয়ের পাশাপাশি মাদরাসা ও কারিগরি শাখার বিশেষায়িত বিষয়সমূহের যৌক্তিক সমন্বয়। **[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]**

৬. বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Subject Based Assessment Instructions):

বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা হচ্ছে ধারাবাহিক মূল্যায়নের (CA-Continuous Assessment) গাইডলাইন। এই নির্দেশিকায় একটি বিষয়ের অধ্যায় সমূহের পারদর্শিতার (PI) সূচকসমূহ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত রয়েছে। প্রত্যেক পারদর্শিতার সূচক (PI) মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রুব্রিক্স ও পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর সহ প্রয়োজনীয় এক্টিভিটিজ দেয়া আছে। পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার সমন্বয়ে পাঠদান ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। নতুবা নতুন কারিকুলামের উদ্দেশ্য বাস্তাবায়ন করা মোটেও সম্ভব হবে না।

শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতা/দক্ষতা যথাযথভাবে যাচাই/মূল্যায়ন করতে হলে প্রত্যেকটা বিষয়ের পারদর্শিতার সূচকসমূহ সঠিকভাবে আয়ত্ত করতে হবে। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে কিভাবে মূল্যায়ন করতে হবে সে বিষয়ে সঠিক ধারণা অর্জন হয়ে যাবে। আর শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার অগ্রগতি তখনই বৃদ্ধি হবে যখন একজন শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা হবে। তাই শিক্ষক হিসেবে একজন শিক্ষক যদি সঠিকভাবে এই নিয়মগুলো অনুসরণ করেন, তাহলে প্রত্যেকটি অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীর যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক যথাযথভাবে সনাক্ত করা যাবে। https://nctb-muktopaath-gov-bd এই লিংকে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ও ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকার কোর্স সম্পন্ন করে এই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান অর্জন করা যাবে।

শিক্ষার্থীর শিখনযোগত্যাসমূহ (Learning Competency) মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) সমূহ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ১ (পৃষ্ঠা-৪ ও পৃষ্ঠা-৫) এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে এবং শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) সমূহ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ২ (পৃষ্ঠা-৬ থেক পৃষ্ঠা-২৭) এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। শিখন কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে, এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর **পরিশিষ্ট-৩** (পৃষ্ঠা-২৮) এ দেয়া শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন তথ্য/রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করতে হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যাপসে তথ্য ইনপুট দিতে হবে।

৭. জীবন, দক্ষতা ও জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life, Skills and Life Skilled Based Education - LBSE)

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতাসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। নতুন কারিকুলামেও এই দক্ষতাসমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

৭.১ জীবন (Life) : জীবন একটি অসীম ও বহুমাত্রিক বিষয়। একে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। মাতৃগর্ভে প্রাণ সঞ্চারের সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সময়কাল হচ্ছে জীবন। কিন্তু জীবন বলতে শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়কালকেই বুঝায় না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষেকে বিভিন্ন ভালো লাগা-মন্দ লাগা, দুঃখ-কষ্ট, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, সমস্যা ও তার সমাধান ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা বা পরিস্থিতির বা ঘটনার মধ্য দিয়েও অতিবাহিত হতে হয়। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাবতীয় অবস্থা/পরিস্থিতি/ঘটনার সমষ্টিই হচ্ছে জীবন।

৭.২ দক্ষতা (Skill)

দক্ষতা হচ্ছে লব্ধ জ্ঞানকে জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা (Abilities)। মানুষ তখনই কিছু করতে পারে যখন সে বিষয়টি সম্পর্কে জানে, কী করতে হবে এবং কেমন করে করতে হবে তা জানে (জ্ঞান) এবং সেগুলো অনুশীলনও করে (Practice)।
মানুষ যখন বিষয়টি সম্পর্কে উতিবাচক মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে তখনই সে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করেও দক্ষতা অর্জন করে। অর্থাৎ জ্ঞান, অনুশীলন, ইতিবাচক মানসিকতা - এই তিনটির সম্মিলন ঘটলে দক্ষতা অর্জন করা যায়, যা ব্যক্তির আচরণে প্রকাশ পায়।

৭.৩ জীবন দক্ষতা (Life Skill)

জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনো-সামাজিক দক্ষতা (psycho-social), যা আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে ও সমস্যা/চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, Life skills are abilities for adapting and positive behavior that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everydlife.
জীবন দক্ষতা কখনো কখনো ব্যক্তিগত দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, মানসিক দক্ষতা বা আবেগিত দক্ষতা নামেও অভিহিত করা হয়। যেভাবেই বলা হোক না কেন, জীবন দক্ষতা হচ্ছে অপরাপর ব্যক্তি ও সমাজের সাথে ব্যক্তির জীবন সম্পৃক্ত কাজ ও সমস্যা সুচারুভাবে সম্পাদন ও নিষ্পত্তির দক্ষতা। জীবনদক্ষতা শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নিতে সক্ষম করে। এ দক্ষতাগুলো তাকে ইতিবাচক আচরণে সমর্থ করে, নিজের ও অপরের সকল রকম অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে, নিজের, পরিবারের ও সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখার মতো আত্মবিশ্বাসী, দায়িত্বশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।

দক্ষতা ২ প্রকার :

১. বৃত্তিমূলক দক্ষতা ২. কারিগরি দক্ষতা

আরো কিছু দক্ষতা আছে, যেমন : ব্যবসায় দক্ষতা (Business Skills), উদ্যোগ গ্রহণের দক্ষতা (Enterpreneurial Skills), তথ্যপ্রযুক্তিগত দক্ষতা (Information Technology Skills), ভাষা দক্ষতা (Language Skill)।

বৃত্তিমূলক দক্ষতা : বৃত্তিমূলক দক্ষতা বলতে কর্মক্ষেত্রের বিশেষ দক্ষতাকে বুঝায়। জীবিকা অর্জনের জন্য বিশেষ করে এই দক্ষতাগুলো অর্জন করা হয়। যেমন : মাছ ধরার, কাপড় বোনার, মৃৎপাত্র তৈরির, লৌহপাত্র তৈরির দক্ষতা।

কারিগরি দক্ষতা : কারিগরি দক্ষতা বলতে বিজ্ঞানসম্মত.প্রযুক্তিগত প্রায়োগিক বিদ্যা ও এ সম্পর্কিত দক্ষতাকে বোঝায়। এগুলোর মধ্যে যন্ত্রপাতি প্রস্তুত-উন্নয়ন - মেরামত সংক্রান্ত দক্ষতা, বিদ্যুত সামগ্রী সংক্রান্ত, নির্মাণ সংক্রান্ত দক্ষতা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এসব দক্ষতাও সরাসরি জীবিকা অর্জনের জন্যই আয়ত্ব করা হয়।

৭.৪ জীবন দক্ষতার মূল (Core) উপাদান সমূহ : [তথ্যসূত্র : LBS শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

জীবন সংগ্রামময়। এ সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য দক্ষতার প্রয়োজন। অসংখ্য জীবন দক্ষতা থেকে দশটি দক্ষতা সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে একাধিক দক্ষতা সমজাতীয় বা একে অন্যের পরিপূরক। আবার কোনো কোনো দক্ষতার মধ্যে বেশ কিছু উপদক্ষতা রয়েছে। এ দক্ষতাসমূহ পরিমাপের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন অপরিহার্য। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে বিভিন্ন ধরনের কাজ দিয়ে থাকনে, যেমন - বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিনয়, গল্প বলা, সৃজনশীল কাজ ইত্যাদি। প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক জীবন দক্ষতা অর্জিত হয়। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ, শ্রেণি অভিক্ষা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন পরিমাপ করেন।

আমাদের জীবন যেমন অসীম ও ব্যাপক, জীবনের দক্ষতাও তেমনি অসংখ্য। কিন্তু দক্ষতার মৌলিকত্ব বিবেচনায় যে ১০টি জীবন দক্ষতা সনাক্ত করা হয়েছে সেগুলো অন্যান্য বহু দক্ষতার ভিত্তি গড়ে দেয়।

বাচাইকৃত দশটি জীবন দক্ষতা হচ্ছে -

১. আত্মসচেতনতা মূলক দক্ষতা (Self-awarness Skill)
২. সহমর্মিতার দক্ষতা (Empathy Skill)
৩. অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Intrapersonal Skill)
৪. আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা (Interpersonal Skill)
৫. যোগাযোগ দক্ষতা (Communication Skill)
৬. চিন্তন দক্ষতা (Thinking Skill)
৭. সমস্যা সমাধান দক্ষতা (Problem Solving Skill)
৮. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা (Decision Making Skill)
৯. চাপ মোকাবেলার দক্ষতা (Skill to cope with stress)
১০. আবেগ নিয়ন্ত্রনের দক্ষতা (Skill to cope with emotion)

১০টি জীবন দক্ষতা ও এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুদক্ষতা/সামর্থ্য [তথ্যসূত্র : LBS শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

জীবন দক্ষতা	শিক্ষার্থীদের যেসব অনুদক্ষতা/সামর্থ প্রয়োজন
১. আত্মসচেতনতা	নিজের শারীরিক ও মানসিক সবলতা ও দুর্বলতা, গুণাবলি ও ত্রুটিসমূহ, দায়িত্ব ও কর্তব্য, অধিকার, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা, মানসিকতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সঠিক ধারণা সৃষ্টির সামর্থ। নিজ গুণাবলি উন্নয়ন ও ত্রুটিসমূহ দূরীকরণের সচেতনতা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ সৃষ্টির সামর্থ্য।
২. সহমর্মিতা	ভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অবস্থায় আছে, এমন ব্যক্তির অবস্থা ও চাহিদা ঐ ব্যক্তির অবস্থান থেকে নিজেকে কল্পনা করে যথাযথভাবে বোঝা, তার কথা মন দিয়ে শোনার সক্ষমতা অর্জন এবং তার সংকটে সহযোগী হওয়া।
৩. অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	নিজের আবেগ ও চাহিদা বুঝতে পারার দক্ষতা। এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে সচেতনতা, সত্যবাদিতা, বিনয়, ন্যায়পরায়নতা, সমায়ানুবর্তিতা, নেতৃত্ব, সহনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নিজের মতামতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন, নিজের ও অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা, প্রকাশমখিনতা ইত্যাদি।
৪. আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	অন্যের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার সামর্থ। সম্পর্ক ছেদ করতে হলে গঠনমূলকভাবে তা করার সক্ষমতা। নিজের যুক্তিগত মত প্রতিষ্ঠায় অটল থাকা, অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনাকাঙ্খিত চাপ প্রত্যাখার করা, অন্যের কাজ ও অবদানকে সম্মান প্রদর্শন করা, অন্যকে ভালো কাজ করায় প্রভাবিত করার সামর্থ্য।
৫. যোগাযোগ দক্ষতা	নিজেকে সঠিকভাবে প্রকবাশ (মৌখিক ও শরীরি ভাষার মাধ্যমে এবং লিখিতভাবে) করার সামর্থ, অন্যের কথা গুরুত্ব দিয়ে শোনার দক্ষতা, অন্যকে দোষারোপ না করে কথা বলার দক্ষতা, অনুভূতি সঠিকভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা।
৬. চিন্তন দক্ষতা	**সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা (Creative Thinking Skills) :** কোনো পরিস্থিতি বা বিষয়ে নিজের মতামত প্রদানের সামর্থ ও নতুন ধারণা সৃষ্টির সামর্থ। কর্ম সম্পাদনের নতুন নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের সক্ষমতা। কোনো সমস্যার এক বা একাধিক সমাধান দেওয়ার সক্ষমতা। **বিশ্লেষণমূলক গভীর চিন্তন দক্ষতা (Critical Thinking Skills) :** তথ্য ও পরিস্থিতি, বিজ্ঞান, ছবি, বিবৃতি, মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করার সক্ষমতা। প্রাসঙ্গিক তথ্য চিহ্নিত করা, তথ্যের উৎস অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের দক্ষতা। সংগৃহীত তথ্য

	প্রণালিবদ্ধভাবে বিশ্লেষণের দক্ষতা।
৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	যথাযথভাবে কোনো পরিস্থিতি অনুধাবনের দক্ষতা, বিষয় সংশ্লিষ্ট তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা।
৮. সমস্যা সমাধান দক্ষতা	সহজ ও গঠনমূলকভাবে সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য।
৯. আবেগ সামলানোর দক্ষতা	মানসিক অবস্থাকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে সহজ ও ইতিবাচক সমাধানে পৌছানোর সামর্থ্য।
১০. চাপ মোকাবিলার দক্ষতা	মানসিক চাপের (Mental Stress) উৎস শনাক্ত করার দক্ষতা এবং চাপের তীব্রতা হ্রাস করার সামর্থ্য।

বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে এই দক্ষতার সূচক পরিমাপ করা যায় :

১. বিতর্ক, অভিনয়, উপস্থিত বক্তৃতা ইত্যাদি শ্রেণি কার্যক্রম। এর মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক, যোগাযোগ, সহমর্মিতা, আত্মসচেতনতা, চিন্তন দক্ষতা ইত্যাদি অর্জিত হতে পারে।

২. যৌতুকের বিরুদ্ধে একটি করে শ্লোগান তৈরি করা একটি বাড়ির কাজ। এ কাজের মাধ্যমে চিন্তন দক্ষতা, অআত্মসচেতনতা, সমায়ানুবর্তিতা ইত্যাদি অর্জিত হয়।

৩. মাদকাসক্তির পরিণতি জরিপ করা একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ। এর মাধ্যমে সমস্যা সমাধান দক্ষতা, চিন্তন দক্ষতা, বিশ্লেষণ করার দক্ষতা ইত্যাদি অর্জিত হয়।

৪. শ্রেণি অভিক্ষা শ্রেণিতে অনুষ্ঠিত স্বল্প সময়ের জন্য একটি পরীক্ষা। বিষয়ের চাহিদা অনুযায়ী শ্রেণি অভিক্ষা লিখিত ও ব্যবহারিক হতে পারে। কখনো কখনো শ্রেণি অভিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ সৃজনশীল প্রশ্নের মাধ্যমেও নেওয়া হয়। শ্রেণি অভিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা, সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা, বিশ্লেষণমূলক দক্ষতা, সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা ইত্যাদি অর্জিত হয়।

৫. আবেগীয় ক্ষেত্রের অগ্রগতি দেখার জন্য শিক্ষার্থীকে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়। এ মূল্যায়নের মাধ্যমে সহমর্মিতা, আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা, চাপ মোকাবেলার দক্ষতা, আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা, আন্তঃব্যক্তিক ও অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। শিক্ষার্থীর এ দক্ষতাসমূহ উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা অপিরহার্য।

৭.৫ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life Skills Based education - LSBE) : [তথ্যসূত্র : LBS শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা এমন একটি শিখন-শেখানো অভিজ্ঞতা বা অ্যাপ্রোচ (Approach) যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করে। জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীকে আত্মসচেতন ও আত্মবিশ্বাসী হতে, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে, সূক্ষ্ম ও সৃজনশীল চিন্তনে, কার্যকর যোগাযোগ সৃষ্টিতে, সুস্থ সম্পর্ক গড়তে, অন্যের প্রতি সহমর্মী হতে এবং চাপ ও আবেগ মোকাবিলায় সমর্থ করে তোলে। এর ফলে শিক্ষার্থী ইতিবাচক আচরণ আত্যস্থ করার মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে পারে।

যে কোনো শিক্ষা প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের আচরণিক পরিবর্তন ঘটানো। আচরণিক পরিবর্তন ঘটে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি/মানসিকতা এগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে। সুতরাং যে কোনো শিক্ষা কর্মসূচীর মধ্যে বিষয় সংশ্লিষ্ট জ্ঞান, জ্ঞানকে প্রয়োগের জন্য দক্ষতার অনুশীলন এবং দক্ষতাকে কাজে লাগানোর মানসিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকা আবশ্যক।

এই উপলব্ধি থেকেই বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রমকে দক্ষতাভিত্তিক করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতাসহ বিভিন্ন দক্ষতা অর্জনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নতুন কারিকুলাম ২০২৩ এ যোগ্যতা অর্জনের উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

এই কারণে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম পরিমার্জনকালে শিক্ষাক্রম দক্ষতাভিত্তিক (Competency Based Curriculum বা Skilled Based Curriculum) করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীদেরকে জীবন দক্ষতাসমূহ আয়ত্ত ও আত্মস্থ করানোর উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি শিক্ষা। এটি শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা কার্যক্রমে এমনভাবে পরিকল্পিত ও প্রণীত হয় যে পাঠসমূহ ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মধ্যেই দক্ষতাসমূহ অর্জন করার একটি অন্তর্লীন (in-built) ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।

৮.১ পাঠ্যবই /Text Book :

শিক্ষাক্ষেত্রে নির্ধারিত শ্রেণির নির্ধারিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী রচিত পড়ার পুস্তকই পাঠ্যপুস্তক বলা হয়। শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি সহায়ক সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক।

শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে পরিচিত এবং বহুল ব্যবহৃত একটি সহায়ক সামগ্রী হচ্ছে পাঠ্যপুস্তক। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রেণিকক্ষে যেখানে অন্যান্য শিখন সামগ্রী পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠ সহায়ক উপকরণেরও যথেষট অভাব রয়েছে, সেখানে পাঠ্যপুস্তকই একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাঠ্য পুস্তকের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, "A textbook is a book designed for classroom use, carefully prepared by experts in the field and equipped with the usual teaching devices."

৮.২ পাঠ্যসূচি /Syllabus :

ইংরেজি Syllabus এর বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে পাঠ্যসূচি। শিক্ষাক্রমের অংশ, সংক্ষিপ্তসার, অধ্যয়নসূচির তালিকা ইত্যাদি। সুতরাং সহজভাবে বলা যায়, সিলেবাস হলো শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর তালিকা বা সূচি। অর্থাৎ নির্দিষ্ট শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয়ের সূচিবদ্ধ সংক্ষিপ্ত রূপরেখাকেই পাঠ্যসূচি বা Syllabus বলে।

পাঠ্যসূচি হচ্ছে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোনো শ্রেণির নির্দিষ্ট বিষয়ের নির্দিষ্ট সময়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তু ও নম্বর বন্টন সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত দলিল। পাঠ্যসূচি হচ্ছে শিক্ষাক্রমের সাবসেট (Subset)। সাধারণত শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষাক্রম পৌঁছায় না। কোনো কোর্সের শুরুতে পাঠ্যসূচি শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছাতে হবে।

সিলেবাস শ্রেণিভিত্তিক হয়। পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে শ্রেণিশিক্ষক বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করেন। আমাদের দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক ও বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচি বা সিলেবাস পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও জাতীয় শিক্ষাক্রম কর্তৃক প্রণীত হয়।

৮.৩ শিক্ষক সংস্করণ ও শিক্ষক নির্দেশিকার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিক্ষকদের শ্রেণি কার্যক্রমে সহায়তা দানের জন্য কিছু সহায়ক পুস্তক প্রণয়েন করা হয়। এ ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ এবং যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোন পাঠ্যপুস্তক ইেন সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষক সংস্করণের বৈশিষ্ট্য :

১. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু দেয়া আছে।
২. প্রতিটি বিষয়বস্তুও জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে।
৩. পাঠ সংশ্লিষ্ট শিখনফল দেয়া আছে।
৪. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ উল্লেখ আছে।
৫. পাঠের আলোচ্য বিষয় দেয়া আছে।
৬. শিখন শেখানো কার্যাবলী দেয়া আছে।
৭. ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্দেশনা দেয়া আছে।
৮. পাঠের সার সংক্ষেপ দেয়া আছে।
৯. সামষ্টিক ও সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে সংযোজিত হয়েছে।
১০. এছাড়া শিক্ষক সংস্করের শুরুতে শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা রয়েছে।
১১. যেসব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেসব বিষয়ের জন্য শিক্ষক সংস্করণ প্রণয়ন করা হয়েছে।

শিক্ষক নির্দেশিকার বৈশিষ্ট্য :

১. প্রতিটি অধ্যায়ের পাঠের বিষয়বস্তু দেয়া আছে।
২. প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা রয়েছে।'
৩. পাঠ সংশ্লিষ্চট শিখন ফল দেয়া আছে।
৪. প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ উল্লেখ আছে।
৫. শিখন শেখানে কার্যাবলী দেয়া আছে।
৬. ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্দেশরা দেয়া আছে।
৭. পাঠের সার সংক্ষেপ দেয়া আছে।
৮. পরিকল্পিত কাজ ও সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নমুনা প্রশ্ন সংযোজিত হয়েছে।
৯. এছাড়া শিক্ষক নির্দেশিকার শুরুতে শিক্ষকদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা রয়েছে।
১০. যেসব বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক নেই, সে সব বিষয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৮.৪ পাঠ পরিকল্পনা

কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুচিন্তিত ধারাবাহিক প্রক্রিয়াসমূহের রূপরেখাই হলো পরিকল্পনা। যেকোনো কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে তা অবশ্যই পূর্ব পরিকল্পিত হতে হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদেও সামনে একটি বিশেষ পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত লিখিত রূপটি হলো দৈনন্দিন পাঠ পরিকল্পনা। পরিকল্পিত শিখনশেখানো কার্যক্রম হচ্ছে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পাঠ পরিকল্পনা একজন দক্ষ শিক্ষককে তাঁর পূর্ববর্তী পাঠের ভালো-মন্দ বিশ্লেষণ করার জন্য তথ্য সরবরাহ করে যা তাঁর পরবর্তী পাঠকে উন্নত করতে সাহায্য করে।

পাঠ পরিকল্পনার সম্ভাব্য উপকারিতা :

- পাঠ কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রিত, সংঘটিত ও ধারাবাহিক করা যায়
- উপস্থাপন পর্যায়ের সবকয়টি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়
- শিখন শেখানো কার্যক্রম আকর্ষণীয় হয়
- শিক্ষার্থীর শিখন সহজ ও স্থায়ী হয়
- হতাশা এবং অনাকাঙ্খিত অবস্থা এড়ানো যায়
- শিখন বিষয়বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে
- উপকরণের সঠিক ব্যবহার করা যায়
- শিক্ষকের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়

পাঠ পরিকল্পনার উপাদানসমূহ :

সাধারণ তথ্য : শ্রেণি, শাখা, বিষয়, অধ্যায়, পাঠের শিরোনাম এই অংশে উল্লেখ থাকবে।

- **শিখনফল/শিখনযোগ্যতা**
  পাঠ কার্যক্রম শেষে শিক্ষার্থীরা কী অর্জন করবে তা এই অংশৈ সুনির্দিষ্ট থাকে। শিখনফন নির্দিষ্ট থাকলে শিক্ষক কোন পথে যাবেন, কতটুকু যাবেন, কীভাবে গেলে ছাত্র-শিক্ষক সহজে আনন্দময় পরিবেশে সহজে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন তা ঠিক করে নেওয়া যায়। প্রয়োজনে শিখনফ/শিখনযোগ্যতা বিভাজন করে নিলে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা সহজ হয়।
- **শিখন-শেখানো কার্যাবলী**
  - **নতুন পাঠের সূচনা :**
    কোনো ক্লাস ওয়ার্মআপ দিয়ে আবার কোনো ক্লাস রিভিউ দিয়ে শুরু হয়। এসবই নির্ভর করে ক্লাসের পরিস্থিতির উপর। পূর্ববর্তী পাঠের কিছু পয়েন্ট উল্লেখ বা আলোচনা করে বর্তমান পাঠের সাথে সংযোগ স্থাপনের পন্থাই হলো রিভিউ। ওয়ার্মআপ এর উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে ক্লাসের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করা। নতুন পাঠের সূছনা অর্থাৎ নতুন পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এ পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যাচাই করা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর যাচাই করবেন প্রশ্ন বা আলোচনার মাধ্যমে। অনেক সময় চিত্র, মডেল, বাস্তব নমুনা, ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমেও পাঠের পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

  - **উপস্থাপনা :**
    উপস্থাপনা শিক্ষক কর্তৃক হলেও শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে এবং তা মিথস্ক্রিয়ামূলক হয়। একজন শিক্ষককে উপস্থাপনের ধাপে অবশ্যই যে বিষয়গুলো খেয়অল রাখতে হয় - উপস্থাপিত নতুন উপাদানের সাথে পুরনো জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপন, শিক্ষার্থী বুঝলো কিনা সেটা যাচাই করা, অনুশীলন ধাপে ব্যবহার করতে পারে এমন মডেলের উদাহরণ দেওয়া।

  - **অনুশীলন :**
    অনুশীলন নানাভাবে সম্ভব। শিক্ষার্থীর আগ্রহকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিয়ে অনুশীলন পদ্ধতি নির্বাচন করতে হয়। একই রকম অনুশীলনের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক করে এবং তা তাদেও আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

  - **মূল্যায়ন ও ফলাবর্তন (Feedback) :**
    শিখন-শেখানো কার্যক্রম চালাকালীন শিক্ষার্থীর সকল কাজকে শিক্ষক মূল্যায়ন করবেন। এ মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক কিংবা অনানুষ্ঠানিক হতে পারে। ক্লাস শুরুতে, ক্লাস চালাকালীন ও ক্লাস শেষে মূল্যায়ন সম্ভব এবং তা হওয়া উচিত। মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল এবং শিখন কাঙ্খিত মানের হয়েছে কিনা তা জানা যায়। শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করে এর উপর নিয়মিত শিখন সহায়তা দেওয়াই হচ্ছে ফিডব্যাক। পাঠ শেষে শিক্ষক ফলোআপ হিসেবে সমাপ্তি বক্তব্য দিতে পারেন।

  - **শিক্ষা উপকরণ (Teaching Aids) :**
    পাঠ কার্যক্রম সহজ ও আকর্ষণীয় করার জন্য কী কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তার তালিকা থাকে উপকরণ অংশে। যেমন - পাঠ্যবই, শিক্ষক সহায়িকা, ধারাবাহিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ষান্মাসিক মূল্যায়রন নির্দেশিকা, চক, ডাস্টার, মার্কার, পোস্টার পেপার, পাঠ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদানসমূহ।

  - **স্ব-মূল্যায়ন (Self-Assessment) :**
    স্ব-মূল্যায়নকে আত্মসমালোচনাও বলা যেতে পারে। স্ব-মূল্যায়নের মাধ্যমেই শিক্ষক শ্রেণিতে কোনো সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল কিনা এবং কেন? শিখন কাঙ্খিত মানের হয়েছিল কিনা? ইা হয়ে থাকলে, কেন হয় নি? ভিন্নভাবে কিছু করা যেতো কিনা? নতুন কোনো অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল কিনা যা ভবিষ্যতে সাহায্য করবে - এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে পারেন।

৯. যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা (Competency Based Education) :

নতুন শিক্ষাক্রমের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা (Competency Based Education)। আর **যোগ্যতা হলো পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে অর্জিত সক্ষমতা।** এই শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা অভিন্ন যোগ্যতা অর্জন করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে, যেগুলো শিখন যোগ্যতা বা মূল যোগ্যতা হিসেবে চিহ্নিত। ৬ষ্ঠ শ্রেণি ও ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের যে দশটি বিষয় পড়তে হবে সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে এই যোগ্যতাসমূহ অর্জনের লক্ষেই বিশেষভাবে প্রণীত।

১০. পারদর্শিতার সূচক/ নির্দেশক/ Performance Indicator – PI :

শিক্ষার্থীর শিখনযোগত্যাসমূহ (Learning Competency) মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) সমূহ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ১ (পৃষ্ঠা-৪ ও পৃষ্ঠা-৫) এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে এবং শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI) সমূহ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর **পরিশিষ্ট ২** (পৃষ্ঠা-৬ থেক পৃষ্ঠা-২৭) এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। শিখন কোন অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে, এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তাও ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর **পরিশিষ্ট-৩** (পৃষ্ঠা-২৮) এ দেয়া শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের ছক অনুযায়ী প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন তথ্য/রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা সংরক্ষণ করতে হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী অ্যাপসে তথ্য ইনপুট দিতে হবে।

নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য মোট দশটি মূল যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ যোগ্যতাগুলোকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এক একটি বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা থেকে শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত) নির্ধারণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতার বিবরণী থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক একক যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মূল্যায়নের জন্য এই একক যোগ্যতাসমূহই গুরুত্বপূর্ণ। কোনো একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিতে, নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনো শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি বা অবস্থান জানতে ঐ বিষয়ের একক যোগ্যতাসমূহ অর্জনে সে কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন।

প্রতিটি শ্রেণিতে প্রতিটি বিষয়ের জন্য যে কয়টি একক যোগ্যতা আছে, সেগুলোকে প্রত্যেকটি আলাদা আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক স্পষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য নির্দেশক তৈরি করা হয়েছে যেগুলোকে পারদর্শিতার নির্দেশক বলা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী কী করলে বোঝা যাবে যে সে একটি যোগ্যতা কী মাত্রায় অর্জন করেছে, তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। পারদর্শিতার নির্দেশক /Performance Indicator, PI হলো যোগ্যতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পরিমাপযোগ্য আচরণ যা সরাসরি একটি নির্দিষ্ট একক যোগ্যতার অর্জনের মাত্রাকে প্রকাশ করবে।

কোনো একটি পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থী বিভিন্ন মাত্রায় থাকতে পারে। তা পরিমাপের জন্য পারদর্শিতার নির্দেশক এ শিক্ষার্থীর অবস্থানের তিনটি মাত্রা (Label) নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লেবেল/মাত্রাসমূহ মূলত পারদর্শিতার পর্যায়ক্রমিক গুণগত বিবরণী যা বিভিন্ন ছক, টুল, রুব্রিক্স, দিয়ে পরিমাপ করা হবে। শিক্ষক বা মূল্যায়নকারী শিক্ষার্থীর কার্যক্রম এবং তার পারদর্শিতার পর্যবেক্ষণ ও প্রমাণের ভিত্তিতে যাচাই করে পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করবেন। কোন একটি একক যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রার সমন্বয়ে ঐ একক যোগ্যতা অর্জনে সে কোন মাত্রায় আছে তা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ কোনো একটি একক যোগ্যতার পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহের সমন্বিত অবস্থান ঐ যোগ্যতায় শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্দেশ করে।

মূল্যায়নের এ নতুন পদ্ধতিতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে একজনকে আরেকজনের সাথে তুলনা করা হবে না এবং গ্রেড বা স্কোরের বাড়তি চাপ শিক্ষার্থীদের ওপর আরোপ করা হবে না। একজন শিক্ষার্থীকে আরো সামনে এগিয়ে নেয়ার জন্য তার ক্রমঅগ্রসরমান পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করে নিজের পূর্বের অবস্থান থেকে পরবর্তী অবস্থানের তুলনা করা হবে।

[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

১১. শিখনক্ষেত্রভিত্তিক যোগ্যতার বর্ণনা -ইংরেজি (Learning area-based competence statement-English) :

- To be able to receive and express by acquiring basic skills (listening, speaking, reading, writing, observing, and feeling) of languages;
- To be able to appreciate the beauty of literature;
- To be able to express oneself creatively and artistically using different media;
- To be able to communicate effectively with tolerance and empathy at the individual, family, social, national and global contexts.

[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল - ইংরেজি]

১২. বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতার বর্ণনা-ইংরেজি (Subject-wise competence statement-English) :

- To be able to communicate effectively using basic skills of the English language for day-to-day purposes, academic purposes and other specific purposes;
- To be able to exert creative as well as critical insights to express aesthetically, and
- To appreciate English literary text;
- To be able to uphold democratic practice in communication at the individual, social, national and global contexts.

[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল - ইংরেজি]

১৩. শ্রেণিভিত্তিক একক যোগ্যতা-ইংরেজি (Unique Competency-English) :

The competencies of grade six are:

1. Ability to communicate with relevance to a given context.
2. Ability to use appropriate vocabulary/ expression (in form of synonyms, antonyms, phrases, etc.) in accordance with the context.
3. Ability to appreciate a democratic atmosphere in communication, and participate accordingly.
4. Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues.

Competencies of grade seven are:

1. Ability to repair communication breakdown relating to the contexts
2. Ability to recognize and transform different sentence structures
3. Ability to practice democratic norms by relevant social practices
4. Ability to connect emotionally with a literary text and express personal feelings about it

[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম বিস্তরণ ২০২২ : শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল - ইংরেজি]

নতুন কারিকুলামের আলোকে 'পড়ানোর প্রক্রিয়া/Teaching Method' (Pedagogical Approach)

১৪. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Expereiential Learning-EL) পদ্ধতি কী?

শিক্ষাক্রমের আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণ করার জন্য পড়ানোর প্রক্রিয়া হিসেবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি (**Expereiential Learning**) গ্রহণ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি হলো একটি নমনীয় শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি যা শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী হতে সাহায্য করে। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কোনো কিছু করার মাধ্যমে শিখে এবং তাদের কর্মে সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখায়। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষ হলো একটি ল্যাবরেটরির মতো যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিষয়ে হাতেকলমে জ্ঞানার্জন করে। তারা প্রদত্ত কিছু নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নতুন কিছু তৈরি করে।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি হলো একটি চলমান শিক্ষা প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করে, যাচাই বা পরীক্ষা করে, কৌতুহলী হয়ে উঠে এবং সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করার মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করে থাকে। এতে করে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করতে শিখে, সৃজনশীল হয় এবং বিভিন্ন যোগ্যতা অর্জনের প্রতিফলন তাদের কর্মে দেখাতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শিখতে এবং ফলাফলের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল করে তুলতে হয়।

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি। সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করি, আর এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সাথে পরিচিত হই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল দিক হলো শিক্ষার্থীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনের বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটানো, যাতে শিখন সহজ হয়, আনন্দময় ও অর্থবহ হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাদের জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে পারে।
অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং চারপাশের সাথে নিজেকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করতে সক্ষম হয়।

১৫. অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র বা Experimential Learning Cycle-ELC :

বর্তমান শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র (**Expereiential Learning Cycle**) প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখন কিভাবে কাজ করে বোঝার জন্য David Kilb এর অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রটি লক্ষ্যণীয়। জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় এই চক্রটি বিভিন্ন শিখন কার্যক্রম এবং সামগ্রী পরিকল্পনা, প্রস্তুত এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার জন্য নেওয়া হয়েছে। শিখন কার্যক্রম মানসম্ভ ও ফলপ্রসূ করতে হলে একজন শিক্ষককে প্রথমে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে-শিখন চক্রের ৪টি ধাপ। এই শিখন পূর্বের মতো মুখস্থ পদ্ধতি নয়। একটি শিট দিয়ে দিল বাসা/বাড়িতে। ছাত্র-ছাত্রী মুখস্থ কওে পরদনি পড়া দিল। এখনকার পদ্ধতি হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে শিখন। ফলে তার শিখন হবে স্থায়ী, বাস্তব এবং জীবনের সাথে সম্পর্কিত। মোট চারটি ধাপে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের কার্যক্রম অনুশীলন করা হয় :

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি বা Experimential Learning-EL এর চারটি ধাপ রয়েছে :

১। প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা বা বাস্তব অভিজ্ঞতা (Concrete Experience)
২। প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation)
৩। বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization)
৪। সক্রিয় পরীক্ষণঅংশগ্রহণ (Active Experimentation)

এ ধাপগুলোর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে সহযোগিতামূলক এবং প্রতিফলনমূলক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তাদের নতুন নতুন দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শেখা হলো অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অভিজ্ঞতার প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করার সময় শিক্ষার্থীরা যা যা শিখে থাকে তা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে থাকে। এ পদ্ধতিকে শিখন চক্র (Learning Cycle) বলা হয়। কোনো একটি যোগ্যতা না হওয়া পর্যন্ত এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনচক্র (Experimential Learning Cycle) চলবে।

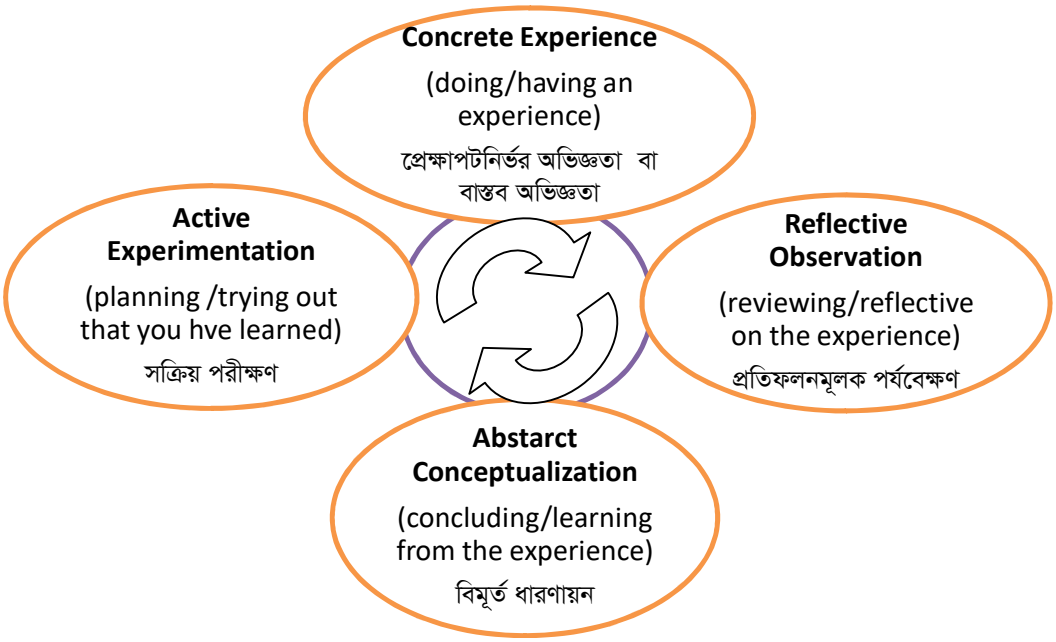

১ম ধাপ - প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা বা বাস্তব অভিজ্ঞতা (Concrete Experience) :

[শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে]

এটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। শিক্ষার্থীর সকল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থ তার সকল ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট বাস্তব ও অর্থপূর্ণ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে, যা তাদের পরবর্তী সময়ে বিমূর্ত শিখনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এই অভিজ্ঞতা হতে পারে বাস্তব কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ, কোনো কিছু বানানো, কোনো মডেল প্রস্তুত করণ, ভূমিকাভিনয়, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এবং এমন আরো অনেক কিছু।

শিক্ষক যা শিখাবে তার উপর একা প্রেক্ষাপট (Situation) উপস্থাপন করতে হবে। কোনো ভিডিও প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বা অডিও ডিভাইস ব্যবহার করে বা কোনো ছবি দেখিয়ে বা বোর্ডে কোনো ছবি এঁকে বা সরাসরি বাস্তব কোনো প্রেক্ষাপটে নিয়ে গিয়ে। পাঠের উপর ভিত্তি করে শিক্ষক নিজের আই.কিউ ব্যবহার করে প্রেক্ষাপট তৈরি করবেন। যার কিছু ধারণা GT (শিক্ষক সহায়িকা) তে দেওয়া হয়েছে। ঐ প্রেক্ষাপট থেকে শিক্ষার্থী কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করবে।

এই ধাপে শিক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন প্রশ্ন, উদ্দীপক, ছবি বা প্রেক্ষাপট (Context) উপস্থাপন করে তাদের সেইসব পর্ব অভিজ্ঞতাসমূহ বের করে আনতে হয় (Elicitation)। এগুলোর মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীদের সেইসব পূর্ব অভিজ্ঞতা সমূহ বের করে আনতে হবে যা তাদের পূর্বের জ্ঞান এবং দক্ষতা, মূল্যবোধ, একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মনোভাব নির্দেশ করে। অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদেরকে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা।

২য় ধাপ - প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ (Reflective Observation) :

[পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থী আগের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে]

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা আগের পর্যায়ের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটাতে পারে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার পূর্বজ্ঞানের সাথে সেই অভিজ্ঞতার সংযোগ স্থাপন করতে পারে অন্যের সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা এবং তুলনা করতে পাওে, অভিজ্ঞতাটি সম্পকে্ গভীরভাবে ভাবতে পারে এবং একটি পর্যবেক্ষণ বা প্রতিফলন সামগ্রী (tools) তৈরি করতে পারে। কোনো একটি বিষয়ে বিমূর্ত ধারণা তৈরির পূর্বে এই প্রতিফলমূলক পর্যবেক্ষণটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

এই ধাপে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক সমালোচনাধর্মী চিন্তাধারা এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা ব্যবহার করতে উৎসাহিত করে যা প্রাথমিকভাবে তাদের নিজেদের মধ্যকার অভিজ্ঞতাগুলো উন্মোচিত করতে সাহায্য করবে। যাতে তারা বুঝতে সক্ষম হবে যে, প্রয়োজনীয় দক্ষতাটি অর্জন করা প্রয়াসে ইতোমধ্যে তারা কিছু প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং দক্ষতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, অর্জন করতে চলেছে।

শিক্ষার্থী প্রেক্ষাপট থেকে যা ধারণা অর্জন করলো তা খাতায় লিখে বা মৌখিক বর্ণনা দিয়ে বা ছবি এঁকে বা পোস্টার পেপার ব্যবহার করে গ্রুপে বা জোড়ায় জোড়ায় কাজের মাধ্যমে বা এককভাবে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে ফলাফল, প্রতিক্রিয়া এবং পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি শেয়ার করে। তারা তাদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ প্রতিক্রিয়া, সৃষ্ট অনুভূতি ইত্যাদি সম্পর্কে একে অপরকে বলে। তারা তাদের নতুন কাজে অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখায় এবং সেটিকে অতীতের অভিজ্ঞতার সাথে তুলনা করে। কোনো কিছু ভবিষ্যতে অন্যভাবে করা যায় কিনা, তা নিয়ে চিন্তা করে।

৩য় ধাপ - বিমূর্ত ধারণায়ন (Abstract Conceptualization) :

[বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজস্ব ধারণায় উপনীত হবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি সহায়তা করবেন]

বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষনের পর এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিমূর্ত চিন্তনের দিকে অগ্রসর হয়। শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ, সংগঠন এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা, অবস্থা এবং উদাহরণ ব্যবহার করে প্যাটার্ণ নির্ণয় করতে পারে, প্রবণতা অনুমান করতে পারে এবং আরো ননা ভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে ধারণা গঠন করে, প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও এই প্রক্রিয়ায় সরাসরি শিক্ষার্থীদেও সহায়তা করতে পারে।

এই ধাপে শিক্ষার্থীরা যেন তাদের পূর্ববর্তী জ্ঞান এবং দক্ষতা, মূল্যবোধ, মনোভাব এর সাথে কাঙ্খিত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে যে তাত্ত্বিক দিকগুলো রয়েছে তার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করাই আমাদের দায়িত্ব। এই পর্যায়ে 'Task' ও 'Activity' সমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে; এই অর্থে যে Activity চলমান অবস্থায় শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক ও সৃজনশীল চিন্তাধারা প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরি হয়। তারা তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য পরবর্তী পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে, তা নিয়ে আগে থেকেই চিন্তা করতে পারে আর এটি তাদের নতুন ধারণা তৈরি করতে, বা বিদ্যমান বিমূর্ত ধারণাগুলোকে সংশোধন করতে সহায়তা করে থাকে, যা থেকে তারা পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শিখে।

সহপাঠীর উপস্থাপনা বা ধারণা শুনে শিক্ষার্থী পূর্বে অর্জিত অভিজ্ঞতার বিষয়ে কমতি থাকলে বা ভুল ধারণা থাকলে তা সংশোধন করবে। সহপাঠী সতীর্থদেও সহযোগিতায় এবং শিক্ষকের সহায়তায় তার ধারণা কারেকশন করে নিতে পারবে। তখন উক্ত বিষয় সম্পর্কে তার ধারণা পূর্ণাঙ্গ হবে। সে বিষয়টি নির্ভূলভাবে বা পরিডপক্বতার সাথে তখন উপস্থাপন করবে।

৪র্থ ধাপ - সক্রিয় পরীক্ষণ (Active Experimentation) :

[অর্জিত ধারণা কোনো নতুন বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন-পরিমার্জন করবে]

এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তার শিখনকে একটি নতুন পরিবেশে প্রয়োগ করতে পারে। এই ধারণাকে সংশোধন এবং পরিমার্জন করতে পারে trial and error এর মাধ্যমে অর্জিত ধাণাকে সংশোধন এবং পরিমার্জন করতে পারে, নতুন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। হাতে-কলমে শিখন বা কার্য সম্পাদনের মাধ্যমে আচরণের পরিবর্তন সাধন এই পর্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

কার্যকর পরীক্ষণের ধাপে, শিক্ষার্থীরা একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের পুরো পথ জুড়ে যা শিখছে তা পরবর্তী সময়ে বাস্তব জীবনেও প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ তারা যা শিখেছে তা প্রয়োগ করে নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারবে। এভাবে তাদের কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থেকে যা শিখেছে তা প্রয়োগ করে দেখে তা ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা এবং দ্বিতীয়বার নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় কোন পরিবর্তন আছে কিনা তা যাচাই করে। এটি মূলত নতুন ধারণাটি পরীক্ষা করার একটি সুযোগ। এই সক্রিয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার

ফলস্বরূপ, শিক্ষার্থীদের একটি নতুন প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা হয় এবং চক্রটি আবার শুরু হয়। যতক্ষণ না শিক্ষার্থীরা যোগ্যতাটি অর্জন করে ততক্ষণ চক্রটি চলতে থাকে। এই চক্রটি শিক্ষার্থীদের প্রতিবার তাদের অর্জিত জ্ঞানকে পরীক্ষা করার সুযোগ করে দিয়ে থাকে।
শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান দিয়ে বাস্তব পরীক্ষণ করবে। যে কোনো প্রেক্ষাপট তার উক্ত জ্ঞান প্রয়োগ করে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে পারবে।
যেমন - গনিতের কোনো সূত্র উক্ত পদ্ধতিতে শিখলে তা ব্যবহার করে বইয়ের অনুশীলনীর যে কোনো সমস্যা যেমনি সহজে সমাধান করতে পারবে, তেমনি বইয়ের বাহিরের যে কোনো সমস্যাও তার সমাধান করতে বেগ পেতে হবে না।

লক্ষ্যণীয় : অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন সরলরৈখিক নয় বরং একটি চক্রাকার প্রক্রিয়া। একটি বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা লাভের জন্য এবং শিখনকে স্থায়ীকরণের জন্য একজন শিক্ষার্থীকে একাধিকবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতে পারে। তাই এই পুনরাবৃত্তিমূলক প্রক্রিয়া সম্পর্কে একজন শিক্ষকের সম্পূর্ণ ধারণা থাকতে হবে।

তাহলে কিভাবে বুঝতে পারবো যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির সমন্বয়ে আমাদের শিক্ষাদান পরিচালনা করতে পারছি? বিষয়টি একদম সহজ। যখন আমরা একটি কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনের জন্য একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা সাজাতে পারব এবং তা অর্জনের ক্ষেত্রে যখন আমাদের সেশনগুলো হবে আরো -

- প্রাণবন্ত
- মিথস্ক্রিয়া
- শিক্ষার্থীদের জন্য আকর্ষণীয়
- শিখনকেন্দ্রিক
- প্রক্রিয়ামুখী
- আরোহী পন্থা

[তথ্যসূত্র : নতুন কারিকুলাম শিক্ষক সহায়িকা (TG-Teacher's Guide) ২০২২]

মিথস্ক্রিয়া (Interaction) : আচরণগত ও পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াকে মিথস্ক্রিয়া বলে। একে অপরের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এবং আচরণগত বৈচিত্রের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে মিথস্ক্রিয়া বলে। ব্যক্তি নিজ আচরণ দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করে এবং অন্যদের আচরণ দ্বারা নিজেও প্রভাবিত হয়। আচরণগত এই পারস্পরিক প্রভাবের প্রতিক্রিয়াই মিথস্ক্রিয়া।

শ্রেণিকক্ষ মিথস্ক্রিয়া বলতে বোঝায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। শিক্ষণের এই দ্বিমুখী প্রক্রিয়ায় শিক্ষ ও শিক্ষার্থী পরস্পরকে প্রভাবিত করে। শিক্ষক এখানে দিক নির্দেশ করেন, বিষয়বস্তু উপস্থাপন করেন, প্রশংসা করেন, উৎসাহিত করেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর আচরণের সমালোচনা করেন। আর শিক্ষার্থীরা এখানে শিক্ষকের উপস্থাপিত উদ্দীপক অনুযায়ী সাড়া দেয় এবং কিছু নির্দিষ্ট কাজকর্ম করতে আগ্রহী হয়। তাই শ্রেণিকক্ষ মিথস্ক্রিয়ায় শিক্ষার্থী ও শিক্ষক পরস্পরের অনোন্যক বা পরিপূরক।

বর্তমানে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতিতে মিথস্ক্রিয়া একটি কার্যকর প্রক্রিয়া। গতানুগতিক শ্রেণিকক্ষের তুলনায় শিখনকে যথার্থ করে তুলতে এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় রাখতে এবং তাদের কথোপকথন দক্ষতা বৃদ্ধি করতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মিথস্ক্রিয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। সুতরাং একথা অনস্বীকার্য যে শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থী শিক্ষক ও পাঠ্যবস্তু উভয়ের সংযোগ সাধনের অন্যতম আধুনিক প্রক্রিয়া। এই ধরনের কার্যকর মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা জোগাতে পারে।

কার্যকরী শিক্ষক-ছাত্রের মিথস্ক্রিয়া হল সময়োপযোগী নির্দেশনার একটি প্রক্রিয়া যা শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রতি শিক্ষকদের মনেযোগ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানীয় অর্জনের স্বীকৃতি এবং শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ার নিশ্চিতকরণের উপর ভিত্তি করে। সময়মত মূল্যায়ন এবং উৎসাহ তার শেখার 'উত্তেজনা' হতে পারে। অতএব, শিক্ষকদের উচিৎ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্ফূলিঙ্গ সংগ্রহ করা, শিক্ষার্থীদের চিন্তার ফলাফল শোষণ করা এবং শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার সারমর্ম পরিমার্জন করা।

শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য -

১. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে মেলবন্ধন গড়ে ওঠে।
২. শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সম্পর্ক সহজতর হয়।
৩. শিক্ষার্থীদের কথোপকথন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
৪. শিক্ষার্থীদের বক্তব্যে স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা আসে।
৫. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করার সুযোগ পায়।
৬. শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে শিক্ষণ-শিখনে অংশগ্রহণ করতে পারে।
৭. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন প্রশ্ন বা বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ের সুযোগ পায়।
৮. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোভাব ও অর্জিত জ্ঞানের যথার্থতা যাচাই করতে পারেন।
৯. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা নিজেদের অর্জিত জ্ঞানের সত্যতা যাচাই করতে পারে এবং প্রয়োজনে সংশোধন ও পরিহার করতে পারে।
১০. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনায় উজ্জীবিত করতে পারেন।
১১. কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পর্যাপ্ত না থাকলে মিথস্ক্রিয়া তাদের সাহায্য করে।
১২. শ্রেণিকক্ষে মিথস্ক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভয়, সংকোচ, জড়তা ইত্যাতি দূর করতে সাহায করে।
১৩. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সকলের সামনে নিজেকে প্রকাশ করার ও নিজের মতামত জানানোর দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
১৪. মিথস্ক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারেন। যেমন তাদের উচ্চারণ ত্রুটি, বাক্য ব্যবহারের জড়তা এগুলো দূর করতে পারেন।
১৫. মিথস্ক্রিয়া শিক্ষকের কাছে শিক্ষার্থীকে জানার একটি উপায়।
১৬. এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর জ্ঞান, বোধশক্তি এমনকি কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর দখল বেশি সেটিও চিহ্নিত করতে পারেন সহজেই।

১৭. শ্রেণিকক্ষে সকল শিক্ষার্থী যেহেতু সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তুলে সহজেই তাদের পড়াশোনার মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।
১৮. মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন ও সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভবন করা যায়।

আরোহী পন্থা (Inductive Method) : আরোহী পদ্ধতি হলো সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে একাধিক এক জাতীয় দৃষ্টান্ত থেকে বা উদাহরণ থেকে একটি সাধারণ বিবৃতি বা সূত্র গঠন করা হয়। অর্থাৎ উদাহরণ থেকে সূত্রে উপনিত হওয়ার এই পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যভাবে বলা যায়, বিভিন্ন অংশগুলোর পর্যবেক্ষণসূত্রে একটি সমগ্রক সম্পর্কে সাধারণ বিবৃতি প্রকাশই হলো আরোহী পন্থা। দীর্ঘকাল ধরে আরোহী পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইংল্যান্ডের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ লর্ড বেকন এ পদ্ধতির উদ্ভাবক। এ পদ্ধতির মূল দর্শন হলো 'উদাহরণ থেকে সূত্রে, জানা থেকে অজানায়, সহজ থেকে কঠিনে, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে এবং মূর্ত থেকে বিমূত বিষয়ে গমন।
উদাহরণ : একজন ব্যক্তি হিসেবে কার্তিক মারা গেলে, যদু মারা গেলে, গনেশ মারা গেলে, রহিম মারা গেলে, মানুষ সম্পর্কে এই সূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় যে, 'মানুষ মরণশীল।'

প্রক্রিয়ামুখী : অভিজ্ঞতাভত্তিক প্রতিফলনমূলক, অনুশীলনমূলক, অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিকে প্রক্রিয়ামূখী বলে।

অবরোহী পন্থা (Deductive Method) : আরোহী পদ্ধতির একদম বিপরীত পদ্ধতি হলো অবরোহী পদ্ধতি। এক্ষেত্রে একটি সূত্র থেকে উদাহরণে যাওয়া হয়। অর্থাৎ পূর্বে গঠিত কোনো একটি বিবৃতির মাধ্যমে যখন একটি সমগ্রের অংশগুলি সম্পর্কে ধারণা গঠন করা হয়, তখন ইহা এই পদ্ধতির অংশ হয়ে পড়ে। ব্যাকরণ পাঠদানে একজন শিক্ষক এই পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।
উদাহরণ : 'মানুষ মরণশীল।' এই বিবৃতি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, একজন মানুষ হিসেবে কার্তিক, যদু, গনেশ, রহিম সবারই মৃর্তু অনিবার্য।

উল্লেখ্য যে, নতুন শিক্ষাক্রমে প্রত্যেকটি বিষয়ের অভিজ্ঞতাগুলোকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। এখানে এমনভাবে শিখন-শিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে সাজানো হয়েছে যে বাস্তবিক বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে শিক্ষার্থী বিষয়ের নান্দনিকতাকে অনুভব করতে পারবে এবং একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশে মত প্রকাশের আচরণিক সক্ষমতা অর্জন করবে।
যোগ্যতা নতুন কারিকুলামে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের নিরিখে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। প্রত্যেক যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক অর্জন করার জন্য পাঠ্যবইয়ের অভিজ্ঞতা/অধ্যায় সমূহকে যোগ্যতার চারটি উপাদানের আলোকে সাজানো হয়েছে এবং এ চারটি যোগ্যতার উপাদানের আলোকে মূল্যায়নের পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন কারিকুলামের আলোকে যোগ্যতার উপাদান ৪টি- **জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ।** এই চারটি যোগ্যতার উপাদানের সমন্বয়ে একজন শিক্ষার্থীর **পারদর্শিতা** অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং তাকে **মূল্যায়ন** করতে হবে।
কোনো নির্দিষ্ট পাঠ শুরুর পূর্বে একটি নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা করে নিতে পারি। এই পরিকল্পনাটি অবশ্যই উপরে উল্লেখিত শিক্ষা পদ্ধতির চক্রের চারটি ধাপসমৃদ্ধ হতে হবে।

১৬.১ অভিজ্ঞতাভিত্তি শিখনের কিছু পদ্ধতি :

অর্জন উপযোগী যোগ্যথার সাথে সমন্বয় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। এরকম কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নরূপ :

প্রকল্পভিত্তিক শিখন	সমস্যাভিত্তিক শিখন	সহযোগিতামূলক শিখন	অনুসন্ধানমূলক শিখন
বিশ্লেষণমূলক শিখন	তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শিখন	খেলাভিত্তিক শিখন	কুইজ
কেইস-স্টাডি	ভূমিকাভিনয়	প্রদর্শন	দেয়াল পত্রিকা
জরিপ	সৃজনশীল লিখন	তথ্য-যাচাই	অভিজ্ঞতা বিনিময়
বিতর্ক	দলগত আলোচনা	প্রশ্ন-উত্তর	অভিনয়/নাটক

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য উল্লিখিত ৪টি ধাপে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি শিখন অভিজ্ঞতার নির্ধারিত কার্যক্রমে দলগত আলোচনা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ভূমিকাভিনয় - এই ৩টি কৌশল একইসাথে কাজে লাগানো যেতে পারে।

১৬.১ অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের উদাহরণ (Example of Experiential Learning) : বিষয় ইংরেজি

বর্তমান শিক্ষাক্রমে ইংরেজিকে প্রধানত একটি কার্যকর যোগাযোগের ভাষা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে শিখন-শিখানো কার্যক্রমগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন কোনো শিক্ষার্থী বাস্তবিক বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ইংরেজি ভাষার নান্দনিকতাকে অনুধাবন করতে পারে এবং বিভিন্ন গণতান্ত্রিক পরিবেশে মত প্রকাশের আচরণিক সক্ষমতা অর্জন করে। যোগ্যতাকে এই শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের নিরিখে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এসব আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণের জন্য পড়ানোর প্রক্রিয়া হিসেবে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

যদি শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক ও বয়স বুঝে কথা বলার যোগ্যতায় যোগ্য করে তুলতে হয়, সেক্ষেত্রে কীভাবে Experiential Learning এর ধাপগুলো অনুসরণ করে তাকে যোগ্য করে তোলা যায়, তা নিম্নে বর্ণণা করা হলো :

প্রথম ধাপে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন রকমের ছবি দেখিয়ে বা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে, যেমন তাদের বাড়িতে কে কে আছে; ছুটির দিনে তারা কোথায় বেড়াতে যায়; পরিবারের লোকজনের সাথে এবং বন্ধুবান্ধবের সাথে তারা একই ভাবে কথা বলে থাকে কিনা; তাদের পরিচিত বা অপরিচিত সবার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠতা কতটুকু ভিন্ন; অপরিচিত কারও সাথে কেমন ভাষায় কথা বলতে হয় ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে।
দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সম্পর্কের বা বয়সের লোকজনের মধ্যকার কথোপকথন দেখানো যেতে পারে। তারা এসব Dialogue এর ভাষা, শব্দ চয়ন এবং অভিব্যক্তির পার্থক্যগুলো লক্ষ করবে। তাদের বিভিন্ন Formal ও Informal এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হতে পারে, এসব Expression কোথায় বা কাদের ক্ষেত্রে তারা ব্যবহার করবে সেটা জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। তারা Formal ও Informal Expression বুঝতে চেষ্টা করবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ শেয়ার করবে।

তৃতীয় ধাপে শিক্ষার্থীরা ভিন্ন প্রসঙ্গ বা পরিস্থিতির কথোপকথনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে থাকবে এবং নিজেরাও অনুশীলন করবে। এর ফলে তারা বুঝবে কোথায় এবং কাদের সাথে কোন ধরণের ভাষা ব্যবহৃত হয়। তারা এই ধাপে বিভিন্ন কথোপকথন/Conversation এ অংশগ্রহণ করবে, যা Formal ও Informal Expression নিয়ে তাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

চূড়ান্ত ধাপে শিক্ষার্থীরা তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত যা শিখেছে, সেটার উপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতি অনুযায়ী কথোপকথনে অংশগ্রহণ করবে বা কথোপকথন লিখবে। এতে তারা প্রয়োজনীয় বা কাঙ্খিত যোগ্যতা অর্জনে কতটুকু সফল হলো, তা বোঝা যাবে। [তথ্যসূত্র : ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি সহায়িকা]

উল্লেখ্য যে, নতুন কারিকুলামে একক যোগ্যতার (Unique Competency) যোগ্যতার উপাদান (Elements of Competency) ও পারদর্শিতার সূচক (Performacne Indicator-PI) এবং পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা (Level of Performance Indicator-PI) নির্ণয়ের প্রমাণ (Evidence) সমূহ পরিশিষ্ট অংশে উল্লেখ করা হলো। এগুলো শিখনকালীন কার্যক্রমের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সকল বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা সমূহ ও পারদর্শিতার সূচক - সূচকের মাত্রা সহ বিস্তারিত 'পরিশিষ্ট ক' এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে ইংরেজিকে প্রধানত একটি কার্যকর যোগাযোগের ভাষা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে শেখন-শিক্ষণ কার্যক্রমগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন কোনো শিক্ষার্থী বাস্তবিক বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে শুরু করে ইংরেজি ভাষার নান্দনিকতাকে অনুধাবন করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশে মত প্রকাশের আচরণিক সক্ষমতা অর্জন করে। যোগ্যতাকে এই শিক্রাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং মূল্যবোধের নিরিখে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। এসব আবশ্যিক শর্তসমূহ পূরণের জন্য পড়ানোর প্রক্রিয়া হিসেবে Experimential Learning Method / **অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা** পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে।

মূল্য যোগ্যতা ⟶	বিষয়ভিত্তক যোগ্যতা⟶	শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা⟶	এককযোগ্যতা ⟶	একক যোগ্যতার সূচক/মাত্রা ⟶

নিম্নে ইংরেজি বিষয়ের অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের Activities /কার্যক্রমগুলো দেখানো হলো -

Experiential Learning : Class Six-English

Experience No & Name অভিজ্ঞতা নং ও নাম	Experience Wised Activities				
	Concrete Experience প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা/ বাস্তব অভিজ্ঞতা	**Reflective Observation** প্রতিফলনমূলক অভিজ্ঞতা	**Abstract Conceptualization** বিমূর্ত ধারণায়ন	**Active Experimentation** সক্রিয় পরীক্ষণ (যে কার্যক্রমগুলো করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা হবে)	**Competency Assessment** যোগ্যতার মূল্যায়ন (পারদর্শিতার যে সূচক গুলো মূল্যায়ন করা হবে)
1. Talking to People	1.1; 1.2	1.3; 1.4; 1.5	1.6-1.10	1.11	6.1.1
2. Little Things	2.1	2.2-2.4	2.5	2.6	6.4.1
3. Future Lies in Present	3.1	3.2-3.6	3.7	3.8	6.2.1 & 6.2.2
4. Ask and Answer	4.1	4.2	4.3-4.5	4.6	6.2.2
5. Together We are a Family	5.1	52-5.5	5.6-5.7	5.8-5.9	6.3.1
6. The Missing Tenth Man	6.1-6.2	6.3-6.4	6.5-6.6	6.7-6.8	6.2.2
7.A Day in the Life of Mina	7.1-7.3	7.4-7.5	7.6	7.7	6.2.1 & 6.2.2
8. Bangabandhu, My Inspiration	8.1	8.2-8.3	8.4	8.5	6.3.1
9. Politeness	9.1	9.2	9.3-9.6	9.7	6.2.2
10. The Boy Under the Tree	10.1-10.2	10.3-10.6	10.7	10.8	6.3.2 & 6.3.1
11. Meeting an Overseas Friend	11.1-11.2	11.3-11.5	11.6	11.7	6.1.3
12. Medha's Dream	12.1-12.2	12.3-12.4	12.5-12.8	12.9-12.10	6.2.1 & 6.2.2
13. My Books	13.1-13.2	13.3-13.4	13.5-13.6	13.7	6.4.1
14. Arshi's Letter	14.1-14.2	14.3-14.6	14.7-14.8	14.9	6.1.2
15. A Fresh Pair Eyes	15.1	15.2-15.3	15.4-15.5	15.6-15.7	6.4.1 & 6.4.2
16. Save Our Home	16.1-16.2	16.3	16.4-16.5	16.6	6.3.2
17. King Lear	17.1-17.2	17.3	17.4-17.6	17.7	6.4.1
18. Four Friends	18.1-18.2	18.3	18.4-18.6	18.7	6.4.1

Experiential Learning : Class Seven-English

Experience No & Name অভিজ্ঞতা নং ও নাম	Experience Wised Activities				
	Concrete	**Reflective**	**Abstract**	**Active**	**Competency**

	Experience প্রেক্ষাপট নির্ভর অভিজ্ঞতা/ বাস্তব অভিজ্ঞতা	**Observation** প্রতিফলনমূলক অভিজ্ঞতা	**Conceptualization** বিমূর্ত ধারণায়ন	**Experimentation** সক্রিয় পরীক্ষণ (যে কার্যক্রমগুলো করে পারদর্শিতার মাত্রা নিরূপন করা হবে)	**Assessment** যোগ্যথার মূল্যায়ন (পারদর্শিতার যে সূচক গুলো মূল্যায়ন করা হবে)
1. A Dream School	1.1; 1.2	1.3; 1.4; 1.5	1.6; 1.7	1.8	7.3.1 & 7.3.2
2. Playing With the Words	2.1; 2.2	2.3; 2.4	2.5 – 2.8	2.9 & 2.10	7.2.1 & 7.2.2
3. If	3.3; 3.2	3.3; 3.4; 3.5	3.6	3.7	7.4.2
4. The Frog and the Ox	4.1; 4.2;	4.3 - 4.5	4.5-4.9	4.10 & 4.11	7.2.1 & 7.2.2
5. Have You Filled a Bucket Today?	5.1; 5.5	5.3 – 5.6	5.7 – 5.10	5.11 - 5.13	7.4.1 & 7.4.2
6. A Good Reader	6.1; 6.2	6.3-6.4	6.5 -6.7	6.8 - 6.9	7.1.1 & 7.1.2
7. Using Verbs Easily	7.1	7.2; 7.3	7.4	7.5; 7.6	7.2.1
8. Heroes of Bengal	8.1-8.4	8.5-8.6	8.7-8.10	8.11	7.2.1
9. Knowing Our Parents	9.1	9.2-9.4	9.5-9.7	9.8; 9.9	7.3.1 & 7.3.2
10. Freedom of Choice	10.1	10.2-10.4	10.5-10.6	10.7	7.3.1 & 7.3.2
11. Let's Explore the Sentences	11.1-11.3	11.4;11.5	11.6; 11.7	11.8	7.2.1
12. Subha's Promise	12.1; 12.2	12.3; 12.4	12.5-12.10	12.11 -12.13	7.2.1
13. Be the Best of What You Are	13.1; 13.2	13.3-13.5	13.6; 13.7	13.8; 13.9	7.4.3
14. Our Language Movement	14.1	14.2; 14.3	14.4 -14.6	14.7 -14.10	7.2.1
15. Write to Make Aware	15.1; 15.2	15.3 – 15.5	15.6	15.7	7.2.1
16. As You Like It	16.1	16.2 -16.11	16.12; 16.13	16.14	7.4.3 & 7.4.1

১৭.১ কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যক্রম :

শ্রেণিতে কার্যকরভাবে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা একটা কঠিন কাজ। কেবল দায়িত্বশীল, অভিজ্ঞ ও পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকের পক্ষেই এ কাজ সুচারুরূপে করা সম্ভব হয়। একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। সকল শিক্ষার্থী একই পদ্ধতিতে শিখে না বা শিখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। তবে শিক্ষার্থীর মেধা ও পছন্দ যাই হোক না কেন একজন শিক্ষকের খেয়াল থাকা উচিত যেন একটি নির্দিষ্ট শিখনফল/যোগ্যতা সকল শিক্ষার্থী ভালোভাবে অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ কাজটি সফলভাবে করার জন্য শিখনফলের প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষককে শিখন শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং উপকরণ নির্বাচন করতে হয়। শিখন-শেখানো পদ্ধতিটি অবশ্যই শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক হতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক তার পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক শ্রেণি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আর এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজেরা শিখন কার্যক্রমে সক্রিয় থেকে শিখনফল অর্জনে সক্ষম হয়।

১৭.২ কার্যকর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ :

শিক্ষাবিদ Phililip W. Jackson ৩টি প্রধান ধাপে ভাগ করেছেন:

প্রথম ধাপ : প্রাক সক্রিয়তা পর্যায় - শ্রেণিতে প্রবেশের পূর্বে শিক্ষকের প্রস্তুতিমূলক কাজ

- শিখনফল নির্বাচন
- বিষয়বস্তু নির্বাচন
- উপকরণ নির্বাচন ও সংগ্রহ
- পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মানসিক প্রস্তুতি (Mind Mapping)

দ্বিতীয় ধাপ : সক্রিয়তা / উপস্থাপন পর্যায়

- শুভেচ্ছা বিনিময় ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনা
- পূর্বজ্ঞান যাচাই / প্রাথমিক মূল্যায়ন (Brain Storming)
- শিখনফল ও বিষয়বস্তু সময়োপযোগী ধারণা
- শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী মিথস্ক্রিয়া

তৃতীয় ধাপ : সক্রিয়তা উত্তর পর্যায়

- শিখন অর্জন যাচাই / মূল্যায়ন
- ফিডব্যাক প্রদান

- পিছিয়ে পড়াদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ/নিরাময়মূলক ব্যবস্থা

১৭.৩ জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা উপযোগী কয়েকটি শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল

পদ্ধতি	কৌশল
প্রশ্নোত্তরভিত্তিক আলোচনা অভিনয় অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি আলোচনা/লেকচার প্লেনারি সেশন (কোনো কনফারেন্সের শুরুতে শুরুতে অংশগ্রহণকারী সকলের উপস্থিতিতে ইস্যুভিত্তিক সাধারণ আলোচনা বা কনফারেন্স শেষে অগ্রগতি ঘোষণা) প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ প্রজেক্ট বিতর্ক অনুসন্ধানমূলক কাজ গল্প বলা কেস স্টাডি দলগত কাজ	প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন পূর্বজ্ঞান যাচাইমূলক প্রশ্ন জীবন অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন ভূমিকাভিনয় একক কাজ জোড়ায় কাজ নীরব পাঠ ব্রেইন স্ট্রর্মিং মাইন্ড ম্যাপিং জার্নাল লেখা এলিসিটেশন - Elicitation (প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীগণের সুপ্ত চিন্তা / ধারণা /মতের কাঙ্খিত প্রকাশ ঘটানো) এক্সপার্ট জিগস

মনে রাখতে হবে -

- একটি পাঠে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে।
- একটি পদ্ধতিতে একাধিক কৌশল ব্যবহৃত হতে পারে।

ব্রেইন স্ট্রর্মিং (মাথা খাটানো) : ব্রেইন স্ট্রর্মিং বা মস্তিস্কঝড় হলো প্রত্যেককে সক্রিয় অংশগ্রহণের কার্যকর পদ্ধতি। এটি আলোচ বিষয়ের উপর ধারণা উন্মেষ ঘটানোর জন্য একটি শক্তিশালী পদ্ধতি। ব্রেইনস্ট্রর্মিং এর সময় কাউকে কোনো উত্তরের জন্য কোনো মানদণ্ডে ফেলা যাবে না। প্রত্যেকটি উত্তর সকলের দেখার জন্য ফ্লিপচার্ট বা বোর্ডে লেখা হয়। এই পদ্ধতি অংশগ্রহণকারীদের চিন্তা/মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করে এবং তাদের কোনো বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সক্ষম করে।

দলগতভাবে কিংবা একা, কোনো কাজ বা সমস্যা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে উন্মুখভাবে চিন্তাপ্রকাশের মাধ্যম বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে নতুন আউডিয়া বা পরিকল্পনা খুঁজে বের করাকে বলা হয় ব্রেইন-স্টর্মিং।

শ্রেণিকক্ষে পাঠদান কার্য পরিচালনার যে পদ্ধতিতে শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো ছোটো দলে ভাগ করে তাদেও সম্মুখে পাঠ সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা উপস্থাপন করে সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে বলা হয় তাকে ব্রেইন স্টর্মিং টেকনিক (Brainstorming Technique) বা মাথা খাটানো পদ্ধতি বলে।

মাথা খাটানো পদ্ধতি বা ব্রেইন স্টর্মিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং শিক্ষকও তাঁও কর্ম ও শিক্ষণ প্রক্রিয়া ক্রম-অগ্রগতি সম্পর্কে সুচিন্তনের সুযোগ পান। অংশগ্রকারীগণও পরস্পরের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারে।

মাইন্ড ম্যাপিং : যে প্রক্রিয়ায় কোনো মূল ধারণা থেকে ক্রমাগত উপ-ধারণায় অর্থপূর্ণ এবং যৌক্তিক কাঠামো মেনে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে মাইন্ড ম্যাপিং বলে। মাইন ম্যাপিং পদ্ধতিকে শুধু মাইন্ড ম্যাপ (Mind Map) বলা হয়েও থাকে।

১৭.৪ জীবন দক্ষতাভিত্তিক পাঠ উপস্থাপনে ব্যবহৃত কয়েকটি শিক্ষা উপকরণ

- ✓ মাল্টিমিডিয়া
- ✓ ওভারহেড প্রজেক্টর
- ✓ হোয়াইট বোর্ড /ব্ল্যাকবোর্ড
- ✓ বাস্তব উপকরণ
- ✓ মডেল
- ✓ ডকুমেন্টারি
- ✓ ছবি
- ✓ লেজার পয়েন্টার

- ✓ মানচিত্র
- ✓ বুলেটিন বোর্ড
- ✓ VIPP (Visualisation in Participatory Programmes) কার্ড

শিখন শেখানো সামগ্রীর তালিকা :

❖ শিক্ষক সহায়িকা	❖ খেলার জায়গা (স্কুলে বা স্কুলের বাইরে)
❖ রিসোর্স বুক/সহায়ক বই/পাঠ্যপুস্তক/অডিওবুক	❖ জার্নাল
❖ রেফারেন্স বুক	❖ গবেষণাপত্র
❖ অ্যাটিভিটি বুক	❖ পোর্টফোলিও (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই হতে পারে)
❖ কর্মপত্র	❖ ইউটিউভ /পডকাস্ট/চলচ্চিত্র
❖ ডায়েরি	❖ লার্নিং স্টাইল ডায়াগোনস্টিক টুল
❖ ডহয়ারিং এইড	❖ অনলাইন কোর্স
❖ ব্রেইল সামগ্রী	❖ বিদ্যালয় পরিসরের বিভিন্ন জায়গা
❖ AR/VR সামগ্রী	❖ গ্রন্থাগার
❖ অনলাইন/অফলাইন সফটওয়্যার বা অ্যাপ	❖ খেলনা
❖ ইন্টার‍্যাকটিভ বোর্ড	❖ রুব্রিক্স
❖ মডেল, মানচিত্র, চার্ট, ইনফোগ্রাফ	❖ চেকলিস্ট, ইনভেনটরি
❖ পোস্টার	❖ বিভিন্ন সাহিত্য - গান, কবিতা, গল্প বা উপন্যাস
❖ ল্যাবরেটরির বিভিন্ন যন্ত্র ও সামগ্রী	❖ ঐতিহাসিক উপাদান
❖ বিভিন্ন আইসিটি সামগ্রী যেমন - রেডিও, টিভি, মোবাইল ফোন কম্পিউটার ইত্যাদি	❖ আর্কাইভ ও জাদুঘর
❖ পত্রিকা, নিবন্ধ, ম্যাগাজিন	❖ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিজের উদ্ভাবিত সামগ্রী
❖ প্ল্যাকোর্ড, ব্যানার, ফেস্টুন, ভিপ কার্ড	❖ বিদ্যালয়, বাড়ি, এলাকায়, কিংবা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন উপাদান বা সামগ্রী
❖ স্টিক কার্ড	❖ মিউজিক সামগ্রী
❖ কার্টুন, কমিক্স	
❖ বিভিন্ন ক্রীড়াসমাগ্রী	
❖ গ্রহস্থালী সামগ্রী	
❖ বিভিন্ন ধরনের গেইমের সামগ্রী: যেমন - বোর্ড গেইম, কার্ড গেইম, ধাঁধাঁ	

- এখানে উল্লিখিত শিক্ষণ-শিখন সামগ্রীগুলো ছাড়াও অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য ব্যবহার উপযোগী আরো অনেক সামগ্রী থাকতে পারে। এই এপ্রোচে শিখন পাঠ্যপুস্তক বা বিষয়বস্তু দ্বারা পরিচালিত নয় বরং অসংখ্য সহজলভ্য স্বল্পমূল্যের বা বিনামূল্যেও সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে এই শিখন অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রদান করতে হয়।
- শিখন-শেখানো সামগ্রীগুলো কেবল শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে নয় বরং শ্রেণিকক্ষের বাইরে যেমন বাড়িতে, এলাকায়, পরিবেশে, অনলাইনে ইত্যাতি বিভিন্ন স্থানে শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।
- কেবল এই সামগ্রীগুলো ব্যবহার করলেই অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যকর হবে এমন নয়। উদাহরণস্বরূপ- ওয়ার্কশিট ব্যবহার কওে শিখন কেবল মুখস্থবিদ্যায় পরিণত হতে পারে যদি শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু মুখস্থ করে এসে ওয়ার্কশীটে সেগুলো লিখে ফেলে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য ওয়ার্কশীটটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণ এবং এর প্রতিফলনগুলো লিখিত আকারে সাজাবে, ধারণার ম্যাপিং করবে এবং সেটিতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে। তাই এই সামগ্রীগুলোকে এমনভাবে প্রস্তুত এবং প্রয়োগ করতে হবে যাতে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিশ্চিত হয়। এই সামগ্রীগুলো সঠিকভাবে প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের সকল ধাপের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিখন পরিপূর্ণ হবে।

১৮. শিখনফলের ধারণা ও শিখনফল বিভাজন :

নতুন কারিকুলামে **'অধ্যায়'** এর পরিবর্তে **'অভিজ্ঞতা/Experience'** এবং **'শিখনফল/Outcome'** এর পরিবর্তে **'যোগ্যতা/পারদর্শিতার সূচক - Competency-Performance Indicator - BI'** ব্যবহার করা হয়েছে।

শিখনফল :

একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট স্তর অনুযায়ী কী যোগ্যতা/পারদর্শিতার সূচক অর্জন করবে তার সুনির্দিষ্ট বর্ণনাই শিখনফল। শিখনফলগুলো হবে সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য ও মূল্যায়নযোগ্য। উদ্দেশ্যের মতো শিখনফলগুলো বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ শিখনক্ষেত্রে বিভক্ত থাকে। অস্পষ্ট শিখনফল মূল্যায়নের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতাকে বাধাগ্রস্ত করে। কোনো বিষয়ের অধ্যায়/অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে যে শিখনফল/পারদর্শিতার সূচক দেওয়া থাকে তার অনেকগুলোই রূপগতভাবে সাধারণ। এই অধ্যায়/অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিখনফলগুলোকে আরও সুনির্দিষ্ট শিখনফলে রূপান্তর করা যায়। অর্থাৎ শিখনফলগুলো সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট হবে। শিখনফল যত সুনির্দিষ্ট হবে পাঠদান প্রক্রিয়া ও মূল্যায়ন তত যথার্থ হবে।

শিখনফল বিভাজন :

শিখনফল যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিখনফল বিভাজনের প্রয়োজন হয় না। তবে অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফলের ব্যাপ্তি সাধারণত বড় থাকে যা একটি ক্লাসের সময়সীমার মধ্যে অর্জন সম্ভব হয় না, তখন শিখনফল বিভাজন করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম নির্ধারিত কোনো একটি শিখনফল শিখন-শিখানো কার্যক্রমের জন্য নির্ধারিত সময়ে কার্যকরভাবে উপস্থাপন সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে শিখন কার্যক্রমের জন্য নির্দিষ্ট সময় উপযোগী করে শিখনফল বিভাজন করে পাঠ পরিচালনা করবেন। শিখনফল যত সুনির্দিষ্ট হবে মূল্যায়নও তত যথার্থ হবে। প্রশ্ন করার সময় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে প্রশ্ন প্রণয়ন করা যাবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কী করতে সক্ষম তা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে বের করে আনা (ilicit) যাবে।

তাই বলা যায়, শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বরাদ্দকৃত সময় কোনো একটি সাধারণ শিখনফলকে একাধিক অংশে বিভক্ত করে শ্রেণি কার্যক্রমের উপযোগী করা, মূল্যায়নকে আরো অর্থবহ ও ব্যবহারযোগ্য করার জন্য শিখনফল বিভাজনের প্রয়োজন হয়।

১৯.১ শিখন মূল্যায়ন (Learning Assessment) : একক যোগ্যতা সমূহ মূল্যায়ন/পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো - কোন কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করা। ট্যাকম্যান বলেছেন, "যে প্রক্রিয়ার সাহায্যে কোনো কার্যক্রমে বিবৃত উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্ধারিত আদর্শ অনুসারে, মানের উৎকর্ষ অনুসারে, কার্যক্রমটির কার্যপ্রক্রিয়া বা ফল কতটুকু সন্তোষজনক তা পরীক্ষা করা যায় তাকে মূল্যায়ন বলে।" মনোবিজ্ঞানী গ্রোনল্যান্ড এবং লিন এর মতে, "শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন।" (The systematic process of collecting, analyzing, interpreting, information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives.)

সুশিল রায় এর মতে "শিক্ষার উদ্দেশ্যমুখি শিক্ষণ-শিখন প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির মান বিচার করার জন্য যে অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া তাই হচ্ছে মূল্যায়ন। মূল্যায়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষার্থীদের শিখন অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান পরিধি ও গুণাগুণ বিচার করা নয় বরং জ্ঞানার্জনে তাদেরকে উৎসাহিত করা। কীভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতার পরিধি আরো বাড়ানো যায় মূল্যায়ন বা নিরূপণ হলো তারই একটি প্রক্রিয়া। ২০২৩ কারিকুলাম অনুযায়ী যোগ্যতার উপাদান ৪টি - **জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ**। ২০২৩ কারিকুলামে আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator-BI) মূল্যায়নের নীতিমালা সংযুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষা হলো ব্যক্তির আচরণের কাঙ্খিত পরিবর্তন যা জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। শিক্ষা যেহেতু একটি গতিশীল প্রক্রিয়া তাই এর উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তির আচরণের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা। ব্যক্তির এই পরিবর্তন ও বিকাশ কতটা কিভাবে সংগঠিত হয় তা জানার জন্য প্রয়োজন মূল্যায়নের। মূল্যায়ন (Assessment) হলো একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে তা নিরুপিত করা।
সময়মত মূল্যায়ন এবং উৎসাহ তার শেখার 'উত্তেজনা' হতে পারে। অতএব, শিক্ষকদের উচিৎ শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করা, শিক্ষার্থীদের চিন্তার ফলাফল শোষণ করা এবং শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার সারমর্ম পরিমার্জন করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

নতুন কারিকুলামে বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পৃষ্ঠা -১ এর 'ভূমিকার' আলোকে -

২০২৩ সালে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির শিখনকালীন ও ষান্মাষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয় :

শিক্ষার্থীরা কোনো শিখন যোগ্যতা অর্জনের পথে কতটা অগ্রসর হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণের সুবিধার্থে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক পারদর্শিতার সূচক (Performance Indiator –PI) নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের আবার তিনটি মাত্রা র্নিধারণ করা হয়েছে। শিক্ষক মূল্যায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে এই সূচকে তার অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করবেন (ষষ্ঠ ও ৭ম শ্রেণির ১০টি বিষয়ের Competency/যোগ্যতাসমূহের PI/পারদর্শিতার সূচকসমূহ এবং তাদের তিনটি মাত্রা বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর **পরিশিষ্ট-১** দেয়া আছে।

প্রতিটি পারদর্শিতার সূচকের তিনটি মাত্রাকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (□○△) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। শিখনকালীন ও সামষ্টিক উভয়ই ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার সূচকে অর্জিত মাত্রার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা হবে।
শিখনকালীন মূল্যায়নের অংশ হিসেবে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক ঐ অভিজ্ঞতার সাথে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন ও রেকর্ড করবেন। এছাড়া শিক্ষাবর্ষ শুরুর ছয় মাস পর একটি ষান্মাষিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। সামষ্টিক মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের পুর্বনিধারিত কিছু কাজ (এসাইনমেন্ট, প্রকল্প তৈরি ইত্যাদি) সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চলাকালে এবং প্রক্রিয়া শেষে একইভাবে পারদর্শিতার সূচকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত মাত্রা নির্ধারণ করা হবে। প্রথম ছয় মাস শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাষিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি (Assessment System)

মূল্যায়ন :

কেন	:	শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন করা
কে করবেন	:	শিক্ষক, সহপাঠি, অভিভাবক, অংশিজন, স্বমূল্যায়ন (Teacher assessment, Peer assessment, Guardian Assessment, Self Assessement)
কোথায়	:	শ্রেণি কক্ষ, বিদ্যালয়, পরিবার, বিভিন্ন ইভেন্ট, কমিউনিটি স্পেসে
কী	:	প্রত্যাশিত যোগ্যতা, প্রত্যাশিত যোগ্যতা মূল্যায়নে পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন ও আচরণিক সূচক মূল্যায়ন
কীভাবে	:	শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া :

(১) শিখনকালীন মূল্যায়ন

ক. গাঠনিক মূল্যায়ন খ. অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ভিত্তিক মূল্যায়ন

(২) সামষ্টিক মূল্যায়ন

ক. ষান্মাসিক মূল্যায়ন খ. বাৎসরিক মূল্যায়ন

১৯.২ কেন শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা হয়?

বিদ্যালয়ে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয় নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে যা শিক্ষাক্রমে উল্লেখ থাকে। এ উদ্দেশ্য আদৌ অর্জিত হচ্ছে কিনা বা কতটুকু অর্জিত হচ্ছে তা জানার একমাত্র উপায় হচ্ছে মূল্যায়ন। তাই শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ও নির্দেশনার অপরিহার্য অংশ হচ্ছে মূল্যায়ন (Assessment)।

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থী সম্পর্কে যা জানতে পারেন :

- শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভিত্তি ও চাহিদা কী?
- শিক্ষার্থী কী শিখছে ও কতটুকু শিখছে?
- আরও কী শিখাতে হবে এবং কীভাবে শেখাতে হবে?
- শিক্ষার্থীর জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে দক্ষতাও কি বেড়েছে?
- নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান কি কাজে লাগাতে পারছে?
- পরবর্তী ক্লাসের জন্য সে কতটুকু সক্ষমতা অর্জন করেছে?

মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তার শিখন শেখানো কার্যক্রমের কার্যকারিতা সম্পর্কে যা জানতে পারেন :

- তিনি বুঝতে পারেন শিক্ষার্থী কী শিখেছে এবং কী শিখে নাই।
- কীভাবে শিখালে আরও ভালো শিখবে?
- তাঁর গৃহীত শিখন শেখানো কোন পদ্ধতি কতটুকু কার্যকরী হয়েছে?
- উপকরণ ব্যবহার কার্যকরী ছিল কি না?
- পাঠ পরিকল্পনা ও মূল্যায়নের কী পরিবর্তন আনতে হবে?
- পরবর্তীতে তিনি কোন পদ্ধতিতে অগ্রসর হবেন?
- নতুন কোনো উপকরণ ব্যবহার করতে হবে কি না?

২০. মূল্যায়নের প্রকারভেদ :

মূল্যায়নের স্বরূপ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন তিন রকমের হতে পারে। শিখনের মূল্যায়ন (Assessment of Learning), শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning), এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন/শিখন হিসেবে শিখন মূল্যায়ন (Assessment as Learning)। প্রথম ধরনের মূল্যায়নে শুধুমাত্র শিখনের পরিমাপ করা হয়, দ্বিতীয় ধরণের মূল্যায়নে ধারাবাহিক বা চলমান মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতী বুঝে সে অনুযায়ী বর্ণনামূলক ফিডব্যাক দেওয়া হয়। আর তৃতীয় ধরনের মূল্যায়ন এমন হয় যে, সেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুধু শিখন অগ্রগতি পরিমাপ ও ফিডব্যাক প্রদানই করে না, বরং শিক্ষার্থীর জন্য শিখন অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজ করে। পরিবর্তিত শিক্ষাক্রমে নতুন মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটি শিখনের জন্য মূল্যায়ন (Assessment for Learning) এবং মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning) কে প্রাধান্য দিয়ে সাজানো হয়েছে।
[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়ন কখন সংঘটিত হচ্ছে এবং এর উদ্দেশ্য কী? এর উপর ভিত্তি করে মূল্যায়নকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ২. সামষ্টিক মূল্যায়ন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। শিক্ষার্থীর শিখন অর্জিত হয়েছে কি না তা যাচাইয়ের প্রধানত দু'টি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। **নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হবে দু'টো পদ্ধতিতে। একটি শিখনকালীন মূল্যায়ন (Formative Assessment) এবং অপরটি সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment)।**

১. শিখনকালীন মূল্যায়ন/গাঠনিক মূল্যায়ন/ ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Formative Assessment/ Continuous Assessm ent - CA)
২. ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন (Summative Assessment - SA)

২১.১ ধারাবাহিক মূল্যায়ন/গাঠনিক মূল্যায়ন/শিখনকালীন মূল্যায়ন (Continuous Assessment – CA/Formative Assessment) **:**

শিখন শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থীর যে মূল্যায়ন করা হয় তাই ধারাবাহিক মূল্যায়ন। প্রতিদিন শ্রেণির কাজ চলাকালীন শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীর এ মূল্যায়ন করে থাকেন। এ মূল্যায়নে শিক্ষার্থী জানতে পারে সে কতটুকু শিখেছে, তার কাছে প্রত্যাশা কী এবং তাকে আর কতদূর যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে পাঠদান ও মূল্যায়ন একই সাথে চলতে থাকে। কাজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করার ভিতর দিয়ে পাঠে এগিয়ে যান। মূল্যায়নে কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা ঘাটতি ধরা পড়লে সাথে সাথে শিক্ষক কার্যক্রম Feedback / ফলাবর্তন প্রদান করে তার প্রতিকার করতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর শিখনে আর ফাঁকা থাকে না এবং পরবর্তী পাঠের জন্য তার ভিত্তি মজবুত হয় ও আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে।

[Actual Performace ⟶ Formative Feedback ⟶ Desired Performance]

ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে একটি ভিন্ন ব্যবস্থা। ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিদিনের শ্রেণি অভিজ্ঞতা চলাকালে এবং অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষার্থীর অর্জিত একক যোগ্যতা সমূহের পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণ /মূল্যায়ন আবশ্যিক। শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিখনফল/একক যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক অর্জনের জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার তিনটি ক্ষেত্রের (বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ) শিখনফল/একক যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক অর্জনের লক্ষ্যে ধারাবাহিক মূল্যায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে - এসব মূল্যায়নের পর শিখন/যোগ্যতার ঘাটতিসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পুরোপুরি শিখন/যোগ্যতা নিশ্চিত করা করা ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য। ফলে, সারা বছরব্যাপী চলমান ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ শিখন/একক যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হয়। নতুন শিক্ষাক্রমের অভিপ্রায়ও সকল শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ যোগ্যতা অর্জন। যা সামষ্টিক মূল্যায়নে পুরোপুরি করা যায় না। কাজেই ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব।

শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার সময়ে নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদানের মাধ্যমে শিখনে সহায়তা করার যে পদ্ধতি তা-ই শিখনকালীন মূল্যায়ন নামে নতুন কারিকুলামে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিখনকালীন মূল্যায়ন হলো - শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সন্নিবেশিত ধারাবাহিক মূল্যায়ন, যার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা জেনে শিখনে সহায়তা প্রদান। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ মূল্যায়নের তথ্য ও উপাত্ত যোগ্যতার বা পারদর্শিতার লক্ষ্যমাত্রা (Milestone) অর্জনের প্রমাণ দেয়। এ কারণে শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার সময় শিক্ষার্থীদেরকে যেসব কাজ বা অভিজ্ঞতা বা কার্যক্রম করানো হবে সেগুলো অবশ্যই শিক্ষক নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীর উন্নয়নে পরামর্শ বা উৎসাহ প্রদানের জন্য মন্তব্য করতে হবে এবং এগুলোর প্রমাণাদি সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে এ ফলাফল সামষ্টিক মূল্যায়নের সঙ্গে সমন্বিত করে সার্বিক মূল্যায়ন ও তার প্রতিবেদন তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। এ মূল্যায়ন পুরো শিক্ষাবছর জুড়ে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে চলমান থাকবে।

[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

শিখনকালীন মূল্যায়ন/ধারাবাহিক মূল্যায়নকে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা করা হয় :

ক. শিখনের জন্য শিখন মূল্যায়ন (Assessment for Learning) : শ্রেণিকক্ষে শিখন যাচাই শিক্ষার্থীদের তাদের নিজেদের মূল্যায়নে উৎসাহিত করে। শিক্ষক নির্দেশিত আত্মমূল্য যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কিছুতেই শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের অক্ষম বা দূর্বল না ভাবে। শিক্ষকের কোনো কাজ বা বক্তব্য যেন কোনো দূর্বলতম শিক্ষার্থীর মনেও হীনমন্যতায় বর্তমানে যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার উপাদানসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্রের মধ্যদিয়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

- ❖ যোগ্যতা/পারদর্শিতার সূচক /শিখনফল অর্জনের প্রমাণগুলো কীরূপ?
- ❖ নিজের উন্নয়নের জন্য আর কী কী প্রয়োজন?

যোগ্যতা অর্জন/শিখনের জন্য মূল্যায়ন মানদণ্ড ভিত্তিক করা হয়। এখানে একজন শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন অন্য শিক্ষার্থীর যোগ্যতা/পারদর্শিতার সূচকের সাথে তুলনা করা হয় না। কিছু নির্ধারিত মানদণ্ডের সাথে তুলনা করা হয়। শ্রেণি শিক্ষক শ্রেণির কাজ, শ্রেণি পরীক্ষা, বাড়ির কাজ, পাঠ্যবইয়ের নিধারিত অনুশীলনী ছক পূরণ, প্রজেক্ট ওয়ার্ক, প্রেজেন্টেশন ও অন্যান্য মূল্যায়নের ফলাফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা/শিখনফল অর্জনের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকলে তা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে যোগ্যতা/শিখন ঘাটতি দূর করে যোগ্যতা/শিখন অর্জন নিশ্চিত করবেন।

খ. শিখন হিসেবে শিখন মূল্যায়ন/শিখন মূল্যায়নের মাধ্যমে শিখন (Assessment as Learning) : শিখন হিসেবে মূল্যায়ন শিক্ষার্থীকে শিখন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করে। তখন শিক্ষকদের সাহায্য ও পরামর্শে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিখনের দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। শিক্ষার্থীরা তখন নিজেদের লক্ষ্য বা অভিপ্রায় নিজেরাই সাব্যস্ত করতে পারে। ধারাবাহিক আত্মমূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে তারা ইতোমধ্যে কী কী শিখেছে; নির্ধারণ করতে পারে কী কী শিখতে পারেনি এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারে নিজেদের অর্জনকে আরও উন্নত করতে তাদের আর কী শেখা প্রয়োজন। এই শিখন/যোগ্যতার পারদর্শিতা যাচাই কার্যক্রমে শিক্ষক শুধু একজন Facilitator /সহায়তাদানকারীর ভূমিকা পালন করেন।

শিখন হিসেবে শিখন মূল্যায়ন (Assessment as Learning) এর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী নিজেই নিজের মূল্যায়ন (স্ব-মূল্যায়ন/Self Assessment) করে থাকে এবং (Peer Assessment) সতীর্থ মূল্যায়নের মাধ্যমেও শিক্ষার্থী তার শিখন অভিজ্ঞায় পারদর্শিতার সূচক যাচাই করতে পারে।
[Self-learning-Self Assessment] [Peer Learning-Peer Assesment]
শিক্ষক এ ক্ষেত্রে মূল্যায়নের নির্দেশিকা (Rubrics) সরবরাহ করতে পারেন। শিক্ষক বিষয়বস্তুর আলোকে একটি শিখন মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics) তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ উদ্যোগে শিখন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে মূল্যায়ন নির্দেশিকা দেখতে পারে, আবার শিখন কার্যক্রম শেষেও মূল্যায়ন নির্দেশিকার (Rubrics) সাথে মিলিয়ে তার শিখন অর্জন মূল্যায়ন করতে পারে। মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী কোনো ক্ষেত্রে শিখন অর্জন সন্তোষজনক না হলে শিক্ষার্থী উক্ত শিখন ঘাটতি পূরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।
শিখন হিসেবে শিখন মূল্যায়ন (Assessment as Learning) এর মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics): শিক্ষক বিষয়বস্তুর আলোকে একটি শিখন মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics) তৈরি করে শিক্ষার্থীদের কাছে সরবরাহ করবেন। শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগে শিখন কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে কিংবা শিখন কার্যক্রম শেষেও নির্দেশিকার (Rubrics) সাথে মিলিয়ে তার শিখন অর্জন মূল্যায়ন করতে পারে।

বিষয় অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics) তৈরি করতে হবে) : বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের উপর তৈরি করা একটি মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics) দেয়া হলো। এভাবে বিষয়শিক্ষকবৃন্দ বিষয়ের আলোকে যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য নিজস্ব মূল্যায়ন নির্দেশিকা (Rubrics) তৈরি করে নিতে পারেন :

শিখনফল অর্জন সম্পর্কিত বিবৃতি (Statement)	হ্যাঁ	মোটামুটি	না
১. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে			
২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে কোন কোন সংস্কৃতির প্রভাব অধিক তা আমি জানি			
৩. এদেশের বিনোদন সংস্কৃতিতে যে পরিবর্তন এসেছে সে সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে			
৪. কোন ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন দ্রুত হয় সে সম্বন্ধে আমার ধারণা আছে			
৫. পারিবারিক কাঠামোর সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে			
৬. নারী-পুরুষের সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তন আমি ব্যাখ্যা করতে পারি			
৭. কৃষিতে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের উপাদানগুলো সম্বন্ধে আমি জানি			

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নতুন কারিকুলাম এ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর (পৃষ্ঠা-২) শিখনকালীন মূল্যায়নের আলোকে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে,

এই মূলায়ন কার্যক্রমটি শিখনকালীন অর্থাৎ শিখন অভিজ্ঞতা (Learning Experience) চলাকালে পরিচালিত হবে।

- ❖ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষক সংশ্লিষ্ট শিখনযোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Idicator –PI (বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট-২ দেখুন) ব্যবহার করে শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট-২ এ প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় কোন কোন PI এর ইনপুট দিতে হবে, এবং কোন শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচক/ PI দিতে হবে তা দেয়া আছে। প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য ইনপুট দেয়ার সুবিধার্থে পরিশিষ্ট-৩ এ একটি ফাঁকা ছক দেয়া আছে। এই ছকে শিখন অভিজ্ঞতার নাম ও প্রযোজ্য PI নম্বর লিখে ধারাবাহিকভাবে সকল শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা হবে। শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট PI এর জন্য প্রদত্ত তিনটি মাত্রা থেকে প্রযোজ্য মাত্রাটি নির্ধারণ করবেন, এবং সে অনুযায়ী চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (□○△) ভরাট করবেন।
- ❖ শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে সকল শিখন কার্যক্রম দেখে পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করেছেন সেগুলোর **তথ্যপ্রমাণ (শিক্ষার্থীর কাজের প্রতিবেদন, অনুশীলন বইয়ের লিখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি ইত্যাদি)** শিক্ষাবর্ষের শেষদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করবেন।
- ❖ এখানে উল্লেখ্য যে, শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ততা ও সার্বিক আচরণগত দিক মূল্যায়ন করার জন্য তাদের আচরণগত সূচক Behavioral Indicator - BI এর মাত্রা নির্ধারণ করা হবে।

২১.২ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ধরনঃ

২০২৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ত নিম্নলিখিত দুইটি ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। এই দুইটি ক্ষেত্রেরই ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে।

১. **একক যোগ্যতা/পারদর্শিতার সূচক (বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন) :** এক্ষেত্রের জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বরের ৬০%। যে সকল কার্যক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে - শ্রেণি কাজ, বাড়ির কাজ, এসাইনমেন্ট, প্রকল্প, অনুশীলন বইয়ের লেখা, পোস্টার, লিফলেট, ছবি, কাজের প্রতিবেদন ইত্যাদি। নতুন শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচকের আলোক একটি বিষয়ভিত্তিক টেবুলেশন শীট তৈরি করবেন।

২. **আচরণিক মূল্যায়ন (আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন) :** একজন শিক্ষার্থী ভালো মানুষ কিনা তা জানতে হলে তার আচরণ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। শ্রেণির কাজের পাশাপাশি শিক্ষক সারা বছর বিদ্যালয় সংগঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিক মূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের পর শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন (Feedback) প্রদান করবেন। এতে শিক্ষার্থীর দেশপ্রেম সময়ানুবর্তিতা, সততা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা, নের্তৃত্বের গুণাবলি, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। নতুন শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা মোতাবেক প্রত্যেক বিষয় শিক্ষক একটি করে শ্রেণি ভিত্তিক আচরণিক সূচক (Behavior Indicator-BI) মূল্যায়নের রেকর্ড শীট জমা দিবেন এবং শ্রেণি শিক্ষক কিংবা বিদ্যালয় প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০টি বিষয় শিক্ষকের দেয়া ১০টি আচরণিক সূচকের মূল্যায়ন শীটকে আচরণিত সূচক (BI) এর মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (□○△) দিয়ে চিহ্নিত করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য একটি আচরণিক সূচকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। সকল বিষয় শিক্ষকের তৈরিকৃত আচরণিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে প্রত্যেকটি আচরণিক সূচক (Behavior Indicator, BI) এর অর্জিত সূচক সমূহের যোগফলে যে মাত্রাটি সবচেয়ে বেশি অর্জন করতে পেরেছে সেটিই লিখতে হবে।

২১.৩. ধারাবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব :

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সকল শিখনফলই/পারদর্শিতার সূচকে যোগ্যতা অর্জন করানো ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়ের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক পরামর্শ দেওয়া যায়।
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের তার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরাময়ের জন্য চেষ্টা করতে পারে।
- শিক্ষার্থীর হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সময় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিখন উপযোগী নির্দেশনা প্রদান করা যায়।
- শিক্ষার্থীর বিশেষ কিছু দক্ষতা, যেমন - শোনা, বলা, পড়ার পারদর্শিতা ইত্যাদি কম সময়ে ও সহজে পরিমাপ করা যায়। সামষ্টিক মূল্যায়নে এসব বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন করার সুযোগ কম থাকে।
- শিক্ষার্থীর আবেগীয় দিকগুলো বিশেষ করে ব্যক্তিক ও সামাজিক আচরণ এবং মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা ও প্রয়োজনমতো নির্দেশনা দেয়া যায়।
- এ ধরনের মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর ব্যবহৃত শিখন - শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের যথার্থতা ও ফলপ্রসূতা নির্ধারণ করে এবং দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিজ উন্নয়নে তথা শেখন-শিখানো কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে যেহেতু শিক্ষার্থীদের অবস্থান নির্ণয় করা হয় না তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে না শিখে সহযোগিতার মাধ্যমে শিখে। এতে তাদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আত্মবিশ্বাস দিয়ে বলতে পারে তার শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন কতটুকু অর্জিত হয়েছে।
- একটি ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি সমৃদ্ধ শিক্ষার্থী থাকে। এ ধরনের মূল্যায়নে বিভিন্ন প্রকার মূল্যায়ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী তাদের সক্ষমতা প্রদানের সুযোগ পায়।

২১.৪ ধারাবাহিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ :

ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে যা সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারলে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয়। নিম্নে ধারাবাহিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করা হলো :

- অধিক শিক্ষার্থী সম্বলিত বড় শ্রেণিকক্ষের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ
- শিক্ষার্থীর তুলনায় শিক্ষকের অপ্রতুলতা
- বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব

- শিক্ষকের অধিক ক্লাসের চাপ
- শ্রেণিকক্ষে কার্যকরী ফলাবর্তন প্রদান করা
- অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিতকরণ ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান
- মূল্যায়নে শিক্ষকের পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে থাকা
- আবেগীয় ক্ষেত্রের সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ
- মূল্যায়নের রেকর্ড/ তথ্য সংরক্ষণ ও নির্ধারিত Apps এ পোস্টিং দেয়া
- প্রয়োজনীয় মেনটরিং ও মনিটরিং নিশ্চিতকরণ

Mentoring vs Monitoring :
Mentoring : Motivation, Inspiration, Advice, Suggestion, Traiing, Help, Training, Coaching, Goal, Success
Monitoring : Observation, Check, Feedback, Facilities, Record Keeping
NB : Mentor – বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ পরামর্শক;

২১.৫ ধারাবাহিক মূল্যায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় :

- প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষকদের সাথে পর্যায়ক্রমে ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করার জন্য স্টাফ সভা করে শিক্ষার্থীদের কাজের কিছু নমুনা নিয়ে পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে শিক্ষকদের ফিডব্যাক দেওয়া
- ধারাবাহিক মূল্যায়নে দক্ষ শিক্ষকদের নিয়ে ইন-হাউজ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা। এ কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকগণ কী কী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং সমস্যাগুলো সমাধানের উপায়গুলো নিয়ে আলোচনা করা
- শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদেরকে ফিডব্যাক দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতকরণ। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় প্রধান প্রতিসপ্তাহে একবার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় বসতে পারেন যাতে শিক্ষকগণ ফিডব্যাক দেওয়ার বিষয়ে সজাগ থাকেন।
- মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণে মূল্যায়ন ছক, রেজিস্ট্রার/খাতাপত্র, ফাইল ইত্যাদি সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা এবং এগুলো সরবরাহ নিশ্চিত করা
- শিক্ষক নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে যাতে পক্ষপাতিত্ব করতে না পারেন তার জন্য ক্লাস শিক্ষককে প্রধান করে পারদর্শিতার সূচক সমতার জন্য বিদ্যালয় প্রধানের নেতৃত্বে সভা করা
- অভ্যন্তরীণ ও বহি: মনিটরিং নিশ্চিত করা।

২১.৬ মূল্যায়নে ইনক্লুশন নির্দেশনা :

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চর্চা করার সময় জেন্ডার বৈষম্যমূলক ও মানব বৈচিত্রহানীকর কোন কৌশল বা নির্দেশনা ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, লিঙ্গবৈচিত্র ও জেন্ডার পরিচয়, সামর্থ্যের বৈচিত্র্য, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিও ভিত্তিতে কাউকে আলাদা কোনো কাজ না দিয়ে সবাইকেই বিভিন্ন ভাবে তার পারদর্শিতা প্রদর্শনের সুযোগ করে দিতে হবে। এর ফলে, কোন শিক্ষার্থীর যদি লিখিত বা মৌখিক ভাব প্রকাশে চ্যালেঞ্জ থাকে তাহলে সে বিকল্প উপায়ে শিখন যোগ্যতার প্রকাশ ঘটতে পারবে। একইভাবে, কোন শিক্ষার্থী যদি প্রচলিত ভাবে ব্যবহৃত মৌখিক বা লিখিত ভাবপ্রকাশে স্বাচ্ছন্দ না হয়, সেও পছন্দমত উপায়ে নিজের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থী বিশেষ কোন শিখন চাহিদা থাকার ফলে, শিক্ষক তার সামর্থ্য নিয়ে সন্দিহান থাকেন এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কাজেই এ ধরণের শিক্ষার্থীদেরকে তাদের দক্ষতা/আগ্রহ/সামর্থ্য অনুযায়ী দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

২২. শিখন মূল্যায়নে শিক্ষকের ভূমিকা :

ধারাবাহিক মূল্যায়নে/গাঠনিক মূল্যায়নে (শিখনের জন্য মূল্যায়ন) শিক্ষকের ভূমিকা :

১. শিখনফল অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ঘাটতি শনাক্ত করা
২. তাৎক্ষনিক নির্দেশনা প্রদান করে ঘাটতি পূরণে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৩. প্রয়োজনে নতুন কৌশল ও উপকরণ ব্যবহার করা
৪. প্রয়োজনে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শিখন অর্জন/যোগ্যতা ত্বরান্বিত করা
৫. ধারাবাহিক মূল্যায়নের প্রমাণক সংরক্ষণ করা ও অভিজ্ঞতা মূল্যায়ন রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা
৬. সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রমাণক সংরক্ষন করা ও সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ড লিপিবদ্ধ করা
৭. ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের রেকর্ড সমন্বয় করে প্রাপ্ত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে ট্যেবুলেশন শীট তৈরি করা

সামষ্টিক মূল্যায়নে (শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন) শিক্ষকের ভূমিকা :

১. উত্তরপত্র সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করা
২. সামষ্টিক মূল্যায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম - প্রস্তুতি সেশনের একককাজ, জোড়ায় কাজ, দলীয় কাজ ও প্রজেক্ট তৈরি, প্রজেক্ট উপস্থাপন, প্রেজেন্টশন ও জমাকৃত উত্তরপত্রের সঠিক ও নিরপক্ষভাবে মূল্যায়ন করা।
৩. মূল্যায়নের প্রমাণক তথ্য সংরক্ষন করা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষন করা
৪. সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন রেকর্ড থেকে সবোচ্চ প্রাপ্ত পারদর্শিতার মাত্রা টেব্যুলেশন শীটে উঠাতে হবে
৫. শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত গ্রেড / পারদর্শিতরা মাত্রা শিক্ষার্থী ও অভিভাবককে অবহিত করা

শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নে (Self-Assessment) শিক্ষকের ভূমিকা :

১. শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলা
২. শিক্ষার্থীকে স্ব-মূল্যায়নে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করা

৩. শিক্ষার্থীকে স্ব-মূল্যায়নে দক্ষ করে তোলা

২৩. শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন মূল্যায়ন : (Experience Based Learning Assessment) :

নতুন কারিকুলামে বিষয়ভিত্তিক নয় যোগ্যমূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষক প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষার্থীর একক্যোগ্যতা সমূহের পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা নির্ধারণ করবেন। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে ধারাবাহিক মূল্যায়ন রুব্রিক্স অনুযায়ী শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ২ এ **"শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়ন ছক"** এ বর্ণিত আছে। শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের জন্য পারদর্শিতার সূচক সমূহ শেষে বর্ণিত রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০২৩ কারিকুলাম অনুযায়ী প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে একক যোগ্যতার আলোকে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার সূচক নির্ধারণে অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অনুশীলনগুলোর আলোকে মূল্যায়ন করতে হবে।

২৪.১ আচরণিক মূল্যায়ন ও আচরণিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ :

আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI)

এখানে আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ১ এর আচরণিক সূচকের মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করেই আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য/রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে। সকল বিষয় শিক্ষকের তৈরিকৃত আচরণিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট থেকে প্রত্যেকটি আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) এর অর্জিত সূচক সমূহের যোগফলে যে মাত্রাটি সবচেয়ে বেশি অর্জন করতে পেরেছে সেটিই লিখতে হবে।

- যদি কোনো একটি আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) এর সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা বেশি পেয়ে থাকে, তবে সেটিই আচরণিক ট্রান্সক্রিপ্টে লিপিবদ্ধ করবে।

- যদি কোনো একটি আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) এর সূচকে বৃত্ত (○) মাত্রা বেশি পেয়ে থাকে, তবে সেটিই আচরণিক ট্রান্সক্রিপ্টে লিপিবদ্ধ করবে।

- যদি কোনো একটি আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) এর সূচকে চতুর্ভুজ (□) মাত্রা বেশি পেয়ে থাকে, তবে সেটিই আচরণিক ট্রান্সক্রিপ্টে লিপিবদ্ধ করবে।

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচক ও আচরণিক সূচক মূল্যায়নের প্রয়োজনী প্রামাণিক রেকর্ড এক বছর সংরক্ষণ করতে হবে।]

আচরণিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ	
আচরণিক সূচক নং	**আচরণিক সূচক (Behavioral Indicators, BI) /**
BI-1	দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।
BI-2	নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে।
BI-3	নির্দিষ্ট্য সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথ অনুসরণ করছে।
BI-4	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে।
BI-5	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে।
BI-6	দলীয় ও একক কাজ বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে।
BI-7	নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে।
BI-8	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে।
BI-9	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে।
BI-10	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্রময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

২৪.২. মানবিক গুণাবলি পর্যবেক্ষণ ক্ষেত্র :

শ্রেণিকক্ষের ভিতরে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ এবং বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার মানবিক গুণাবলি ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এর মাধ্যমে আচরণিক দক্ষতার সূচক সমূহ মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করা যাবে। যেমন -

শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরে	বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে	বিদ্যালয়ের বাইরে
➢ দলগত কাজ ➢ প্রশ্নোত্তর	➢ দৈনিক সমাবেশ ➢ খেলাধূলা ও ক্রীড়া	➢ শিক্ষা সফর ➢ বহিরাঙ্গন পরিদর্শন

➢ বাড়ির কাজ ➢ শ্রেণির নিয়ম-কানুন অনুসরণ ➢ শিক্ষক ও সহপাঠিদের সাথে আচরণ/মিথস্ক্রিয়া ➢ শ্রেণিকক্ষের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ➢ শিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ ➢ টিফিন খাওয়া ➢ ব্যবহারিক কাজ ➢ বিতর্ক	➢ সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ➢ জাতীয় দিবস উদযাপন ➢ ধর্মীয় অনুষ্ঠান ➢ বিতর্ক ➢ বিজ্ঞান মেলা ➢ বিভিন্ন অলিম্পিয়াড ➢ বিএনসিসি ➢ বয়েজ স্কাউটস ও গার্লস গাউড ➢ পরিচ্ছন্নতা ➢ পরিবেশ সংরক্ষণ	➢ বনভোজন ➢ বহিরাঙ্গন প্রতিযোগিতা

২৫.১ ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন / প্রান্তিক মূল্যায়ন (Summative Assessment) :

একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবস্থা, তা-ই সামিষ্টক মূল্যায়ন। বছরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো একটি যোগ্যতা বা যোগ্যসমূহ অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানার জন্য এই সামষ্টিক মূল্যায়ন জরুরি। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার বৈশিষ্ট অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন পর্যায়ে আছে তা জানা যায়। নির্দিষ্ট সময়ে সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে তার রেকর্ড, তথ্য, উপাত্ত বা প্রমাণকের ভিত্তিতে শিক্ষক পারদর্শিতার নির্দেশকে ইনপুট দেবেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সামষ্টিক মূল্যায়ন মানে শুধু কাগজ-কলমনির্ভর পরীক্ষা নয়, বরং যোগ্যতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মূল্যায়নের বহুমুখী পদ্ধতির (কাজ, এসাইনমেন্ট, উপস্থাপন, যোগাযোগ, কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন ইত্যাদি) সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে ঐ নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থী কোন অবস্থানে আছে তা জানা।

এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর এই মূল্যায়ন শুধু শিক্ষকই করবেন না। শিক্ষকের পাশাপাশি কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, সহপাঠী এবং এলাকার লোকজন/কমিউনিটি/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবেন। শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত কাজগুলোতে তাদের মূল্যায়নের সেই সুযোগ রাখা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ছক, মতামত ও পরামর্শ প্রদানের ঘর/বক্স রাখা হয়েছে যা প্রমাণক হিসেবে কাজ করবে।

[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

সাধারণত এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তার কৃতিত্বের গ্রেড বা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তবে এখানে ফলাবর্তন (Feedback) দেওয়া বা ভূলত্রুটি সংশোধন করার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। তাই সামষ্টিক মূল্যায়নকে সত্যিকার অর্থে শিখনের মূল্যায়ন বা Assessnent of Learning বলা হয়। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করা যায় কিন্তু আবেগীয় ক্ষেত্রের যথাযথ মূল্যায়ন করা যায় না। তবে নতুন কারিকুলামে বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ এর পাশাপাশি আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে। ফলে একজন শিক্ষার্থীর সকল কার্যক্রমই মূল্যায়নের আওতায় পড়ে।

২৫.২ ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের পার্থক্য :

ক্ষেত্র	ধারাবাহিক মূল্যায়ন	সামষ্টিক মূল্যায়ন
কখন মূল্যায়ন	শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন	একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর (সাময়িক, বার্ষিক)
মূল্যায়নের উদ্দেশ্য	শিক্ষার্থীর শিখনকে ত্বরান্বিত করে	শিক্ষার্থীর শিখনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
ফলাবর্তন (Feedback)	শিখন তথ্যের ভিত্তিতে ফলাবর্তন এবং নতুন কৌশল প্রয়োগ	চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত (ফলাবর্তনের সুযোগ কম)
মূল্যায়নের ধরন	ব্যক্তিক (প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একক যোগ্যতার একক মূল্যায়ন)	সকল শিক্ষার্থীকে একটি পূর্ব নির্ধারিত মানদন্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নতুন কারিকুলাম এ বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের আলোকে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে, (পৃষ্ঠা-২)

- ❖ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ও ডিসেম্বর মাসে বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষিত এক সপ্তাহ ধরে এই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত হবে। স্বাভাবিক ক্লাসরুটিন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য অর্পিত কাজ সম্পন্ন করবে।
- ❖ সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অন্তত এক সপ্তাহ আগে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বুঝিয়ে দিতে হবে এবং সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।
- ❖ শিক্ষার্থীদের প্রদেয় কাজের নির্দেশনা, ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ছক, এবং শিক্ষকের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য নির্দেশাবলী ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে।
- ❖ ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পৃষ্ঠা -২ এর আলোকে ইংরেজি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নে তিনটি একক যোগ্যতা (Unique Competency) থেকে তিনটি পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator-PI) মূল্যায়ন করা হবে। এই সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য তিনটি অনুশীলন সেশন (Practice Session/Period) এবং একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবসের (Assessment Day) প্রয়োজন হবে। সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার সূচক (Performance Indicator-PI) সহ অভিজ্ঞতা /ইউনিটগুলো ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পৃষ্ঠা -২ থেকে পৃষ্ঠা-৪ এর বিস্তারিত রয়েছে। তাছাড়া তিনটি অনুশীলন সেশন (পিরিয়ড) এবং একটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবসের বিস্তারিত কার্যাবলী ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পৃষ্ঠা -৩ থেকে পৃষ্ঠা -১৩ এ বিস্তারিত রয়েছে।

২৫.৩ ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ক ছক ২০২৩

❖ **এক নজরে ষষ্ঠ শ্রেণির 'ইংরেজি' বিষয়ের ষান্মাসিক মূল্যায়ন ছক (জুন)**

Competency	Performance Indicator, PI	Name of the Experience	Activities to be observed
6.1 : (Communication) : Ability to communicate with relevance to a given context.	6.1.1 Students interact using words and appropriate expressions according to the specific situation.	Talking to people	The teacher /Learenr observes the learner's appropriate us eof greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/Madam/by Name), refusal (polite refusal), and closing remarks (thank you, bye, take care) in the interactions.
6.2 : (Grammar) : Ability to use appropriate ocabulary/expression (in form of synonyms, antonyms, phrases etc) in accordance with the context.	6.2.2 Students use different linguistic features according to the context in producing texts.	(a) Future lies in the Present	The teacher examines the learners' scripts to see whether the learners can appropriately use different linguistic features (e.g. article, pronoun) in their writing.
		(b) Ask and answer	The teacher examines the learner's scripts to see whether the learners can appropriately use the sentence strctures of assertive, interrogative, assertive-affirmative/negative, and interrogative-affirmative/negative in their writing, as well as the use of capitalizations and punctuations (full stop, question mark) in their writing.
6.4 : (Literature) : Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues.	6.4.1 Students analyse the features of the literary text.	Little Things	The teacher examines the learners' scripts (after the peer checking) to see whether the learners can identify didderent litearray features (e.g: rhymes, stanzas) from this poem.

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লিখিত অভিজ্ঞতাগুলো থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না, উল্লিখিত অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে বাংলা বই থেকে নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীলন কার্যক্রম চলবে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবসে উল্লিখিত সূচক সমূহ যাচাই করে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা মূল্যায়ন করা হবে।

1st Summative Guidelines 2023

১ম সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা : ষষ্ঠ শ্রেণি - ইংরেজি

প্রস্তুতির ধাপ সমূহ : অনুশীলন সেশন ৩টি, ৩টি কাজ, চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবস সময় ৪ ঘন্টা

অনুশীলন সেশন /পিরিয়ড :

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের বাংলা পাঠ্যবইয়ের কবিতার যে বিষয়গুলো ভাল লেগেছে সে সম্পর্কে তাদের সহপাঠিদের সাথে কথোপকথনের ভিত্তিতে একটি ছোট Text/ অনুচ্ছেদ লিখবে। এই কাজটি করার জন্য -

অনুশীলন সেশন -১ এ Student Activity (Pair Work)

- নতুন বাংলা বই সম্পর্কে এবং বাংলা কবিতার বিষয়ে তাদের বন্ধুদের কাছে জানতে চাইবে। এটি করার জন্য -
  ক. সহপাঠিদের জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রাসঙ্গিক ৫ থেকে ১০টি প্রশ্ন নির্বাচন করবে এবং তা খাতায় লিখবে।

খ. বাংলা বইয়ের ছবি, কাজ, মজার গল্প, কবিতা এবং নাটক সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। কোন কবিতাটি ভালো লেগেছে, কেন ভালো লেগেছে, কবিতার বিষয়, স্তবক, ছন্দ এবং ধরণ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারে।

গ. সহপাঠিদের জিজ্ঞাসা করার জন্য শিক্ষার্থীরা আলাদাভাবে এক সেট প্রশ্ন তৈরি করবে।

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

১. প্রশ্নের সেট চূড়ান্ত করতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে শিক্ষক সাহায্য করবে।

২. প্রশ্ন তৈরি এবং প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য ইউনিট ৪, Ask and answer অভিজ্ঞতাটি অনুসরণ করতে বলবে।

৩. সেশন -১ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জমাকৃত প্রশ্নের সেট দেখে ৬.২.২ নং পারদর্শিতার সূচক (PI) মূল্যায়ন করবে।

অনুশীলন সেশন -২ এ Student Activity (Pair Work)

➢ বাংলা বই এবং বাংলা কবিতার পছন্দের বিষয়গুলো সম্পর্কে লিখিত প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত Greeting (অভিবাদন), Addressing (সম্বোধন), Closing Remarks (সমাপনী মন্তব্য) ব্যবহার জোড়ায় তাদের বন্ধুদের সাথে কথা বলবে। এটি করার জন্য -

ক. শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় বসে কাজ করবে; এই কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা তার সহপাঠিকে মূল্যায়ন করবে।

খ. বাংলা বই সম্পর্কে তাদের বন্ধুদের চিন্তাভাবনা জানার জন্য প্রতিটি জোড়া তাদের প্রস্তুত করা প্রশ্নের সেট ব্যবহার করে কথোপকথন করবে। বাংলা কবিতার পছন্দের বিষয়গুলো জানতে তারা তাদের বন্ধুকে প্রশ্ন করবে। একে অপরের প্রশ্ন শুনবে এবং নোট নিবে বিশেষ করে কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে যে যে প্রশ্ন করা হবে।

গ. তাদের তৈরি প্রশ্ন এবং সহপাঠীদের দেওয়া উত্তরের একটি অনুলিপি শিক্ষকের নিকট জমা দেবে।

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

১. এ পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জমাকৃত প্রশ্ন ও উত্তরের অনুলিপিগুলো দেখে নির্দিষ্ট রুব্রিক্স ব্যবহার করে ৬.৪.১ নং পারদর্শিতার সূচক (PI) মূল্যায়ন করবেন।

২. প্রশ্ন ও সহপাঠীদের দেয়া উত্তর সংরক্ষন করবেন।

৩. শিক্ষার্থীরা যখন শেষ সেশনে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবে, তখন মিলিয়ে দেখবে যে, এই প্রশ্ন ও উত্তরগুলো অনুচ্ছেদের সাথে মিলে কিনা।

- মনে রাখবেন, প্রশ্ন ও উত্তর যেন শিক্ষার্থী থেকে শিক্ষার্থীতে ভিন্ন হবে, তাদের অনুচ্ছেদটিও ভিন্ন হবে। এটা শিক্ষার্থীদের অন্যের লেখা হবহু অনুসরণ না করতে সাহায্য করবে।

অনুশীলনী সেশন -৩ এ এ Student Activity (Pair Work)

✓ বাংলা বই এবং বাংলা কবিতার পছন্দের বিষয়গুলো সম্পর্কে লিখিত প্রশ্নগুলো অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত Greeting (অভিবাদন), Addressing (সম্বোধন), Closing Remarks (সমাপনী মন্তব্য) ব্যবহার জোড়ায় তাদের বন্ধুদের সাথে কথা বলবে। এটি করার জন্য -

ক. জোড়ায় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর দেওয়ার অনুশীলন করার সময় শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত Greeting (অভিবাদন), Addressing (সম্বোধন), Closing Remarks (সমাপনী মন্তব্য) ব্যবহার করবে।

খ. বাংলা কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত প্রশ্নের সেট ব্যবহার করে প্রতিটি জোড়া যতটা সম্ভব কথোপকথন অনুশীলন করবে।

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

১. চেকলিস্ট বিতরণ করুন/বোর্ডে লিখুন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে এই চেকলিস্টটি ব্যবহার করে তার সহপাঠীকে পারদর্শিতার সূচক (PI) ৬.১.১ মূল্যায়ন করতে বলুন।

২. চেকলিস্ট সংগ্রহ করুন এবং মূল্যায়নের সময় এই অনুলিপিগুলো ব্যবহার করুন।

৩. মূল্যায়নের জন্য প্রমাণ হিসেবে এই কপি সংরক্ষণ করুন।

গ. প্রতিটি জোড়া ক্লাসের সামনে কাজটি উপস্থাপন করবে (ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে) এবং শিক্ষক একই চেকলিস্ট ব্যবহার করে পারদর্শিতার সূচক (PI) ৬.১.১ মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক উভয় মূল্যায়ন বিবেচনা করতে পারেন বা দুটির যেকোনো একটি ব্যবহার করে ফাইনাল/চূড়ান্ত মূল্যায়ন রেকর্ড তৈরি করতে পারেন।

- ষান্মাসিক মূল্যায়নের এই পারদর্শিতার সূচক (PI) এর তথ্যগুলোর রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। এই রেকর্ডগুলো থেকে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবস :

মূল্যায়নের দিন - প্রথম অংশ : Final (Assessment Day/মূল্যায়ন দিবস) এ: Student Activity (Group Work)

✓ ৪ থেকে ৬ জনের কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে গ্রুপের প্রত্যেক সদস্য বন্ধুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার অভিজ্ঞতা ও সহপাঠিরা কী বলেছে তা শেয়ার করবে। বিশেষ করে যে বিষয়গুলো ভালো লেগেছে এবং এই কাজটি করার সময় তারা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এ সম্পর্কে। এটি করার জন্য -

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

ক. ক্লাসকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করুন। প্রতিটি গ্রুপকে ১, ২, ৩, ৪ হিসাবে নাম দিন। প্রতিটি গ্রুপ ক্লাসের আকারের উপর নির্ভর করে ৪ থেকে ৫ জন শিক্ষার্থীর হতে হবে।

খ. গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে বলুন। বিশেষ করে যে বিষয়গুলো ভালো লেগেছে এবং এই কাজটি করার সময় তারা যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এ সম্পর্কে।

গ. দলে যখন একজন কথা বলবে অন্যরা তা মন দিয়ে শুনবে এবং প্রয়োজনে নোট নিবে।

ঘ. শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন এবং তাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে তাদের জিজ্ঞাসা করুন।

ঙ. পরে শিক্ষার্থীরা তাদের তৈরি করা প্রশ্ন এবং সবার কাছ থেকে পাওয়া উত্তরের ভিত্তিতে "My Experience of Collecting Information from Friends/বন্ধুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার আমার অভিজ্ঞতা" এই বিষয়ে বিশেষত তাদের কী ভালো লেগেছে এবং যে চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হয়েছে তা নিয়ে অনুচ্ছেদের প্রথম খসড়া তৈরি করবে। শিক্ষার্থীদের তাদের তৈরি করা প্রশ্ন এবং তাদের সহপাঠিদের কাছ থেকে পাওয়া উত্তরের ভিত্তিতে অনুচ্ছেদটি আলাদাভাবে লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করবে এবং প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য নিবে।

মূল্যায়নের দিন - দ্বিতীয় অংশ: Final (Assessment Day/মূল্যায়ন দিবস) এ: Student Activity (Individual Work)

✓ শিক্ষার্থীরা তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার অভিজ্ঞতা এবং তা যা বলছে তার উপর পৃথকভাবে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখবে। পরে তারা এটি একটি অ্যাসাইনমেন্ট হিসাবে জমা দিবে। এটি করার জন্য -

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

ক. শিক্ষার্থীদের তাদের পৃথকভাবে প্রস্তুত করা অনুচ্ছেদটি সম্পাদনা ও চূড়ান্ত করার নির্দেশনা দিন। অনুচ্ছেদটি সাজানোর ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।

খ. বোর্ডে নিম্নলিখিত নির্দেশিকাগুলো লিখুন এবং শিক্ষার্থীদের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলুন।

গ. অনুচ্ছেদ/Text টি লেখার নির্দেশনা -

- Text টির জন্য একটি শিরোনাম ব্যবহার করো
- প্রথম অনুচ্ছেদে Text টি কী সম্পর্কে তা লিখো।
- দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে কাজটি সম্পন্ন করতে তুমি যে সমস্ত কাজ করেছো তা লেখো। উদাহরণস্বরূপ, তুমি এভাবে শুরু করতে পারো -প্রথমে, আমি বাংলা বই সম্পর্কে আমার বন্ধুর পছন্দ সম্পর্কে জানতে একগুচ্ছ প্রশ্ন তৈরি করেছি। তারপর ------।
- তৃতীয় অনুচ্ছেদে, বাংলা বই এবং বাংলা কবিতা সম্পর্কে তোমার বন্ধুদের পছন্দ সম্পর্কে তুমি যা জানো তা লেখ।
- শেষ অনুচ্ছেদে কাজটি করতে তোমার কী ভালো লেগেছে এবং তুমি কী কী প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছো তা লেখ।
- ১৫০ শব্দের মধ্যে Text টি লেখ।

ঘ. শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন হলে প্রথমে তাদের সহপাঠী এবং তারপর শিক্ষকের সাহায্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং Text টির চূড়ান্ত খসড়া তৈরি করতে বলুন।

ঙ. শিক্ষার্থীদের Text টি জমা দিতে বলুন। Text টি মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং পারদর্শিতার সূচক (PI) ৬.২.২ মূল্যায়ন করুন। (শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের প্রসংঙ্গ অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন লিখা লিখবে।)

চ. মূল্যায়নের জন্য প্রমাণ হিসাবে এই কপি সংরক্ষণ করুন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ক ছক ২০২৩

❖ **এক নজরে ৭ম শ্রেণির 'ইংরেজি' বিষয়ের ষান্মাসিক মূল্যায়ন ছক (জুন)**

Competency	Performance Indicator, PI	Name of the Experience	Activities to be observed
7.2 : (Grammar) : Ability to recognize and transform different sentence structures.	7.2.1 Students use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts.	Playing with the Words	The teacher examines the learners' scripts (after the peer checking) to see whether the learners can identify the root words and use the affixations in their writing. The teacher examines th elearner's scripts to see whether the learners can produce the appropriate synonyms and antonyms of the given words.
	7.2.2 Students transform sentence structures according to the situation.	The Frog and The Ox	The teacher examines the learners' scripts to see whether the learners can produce the correct form of comparative and superlative degree of the given adjectives.
7.3 : (Democratic Norms) : Ability to practice democratic norms by relevant social practices.	7.3.1 Ability to practice democratic norms in accordance with relevant social practices.	A Dream School	The teacher/peer/both observe the students' practice of democratic skills (e.g: students' ability to listen to others attentively, respect other's opinions and respond logically) during a classroom discussion.
	7.3.2 Students encourage a		The teacher/peer/both observe the learners to see whether the learners encourage their

	democratic attitude in different situations.		peers to participate in democratic practices (i.e: creating scopes for others to talk or encouraging others to respect other's opinions and / or respond pogically) during the classroom discussion.
7.4 : (Literature) : Ability to connect emotionally with a literacy text and express personal feelings about it.	7.4.2 Students produce texts following the features of the literary texts based on their experience/imaginatio n.	If	The teacher examines the learners' scripts to see whether the learners can appropriately use the steps of writing the central theme of the poems.

বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লিখিত অভিজ্ঞতাগুলো থেকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না, উল্লিখিত অভিজ্ঞতাগুলোর আলোকে বিজ্ঞান বই থেকে নির্দেশনা অনুযায়ী অনুশীলন কার্যক্রম চলবে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবসে উল্লিখিত সূচক সমূহ যাচাই করে যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা মূল্যায়ন করা হবে।

1st Summative Guidelines 2023

১ম সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা : সপ্তম শ্রেণি - ইংরেজি

প্রস্তুতির ধাপ সমূহ : অনুশীলন সেশন ৪টি, ৪টি কাজ, চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবস সময় ৪ ঘন্টা

অনুশীলন সেশন /পিরিয়ড :

কাজ : শিক্ষার্থীরা তাদের ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট ১ এবং এর অন্তর্গত Activity গুলো থেকে তাদের মূল শিক্ষার একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ লিখবে। এই কাজটি করার জন্য -

অনুশীলন সেশন -১ এবং ২ এ Student Activity (Pair Work)

- শিক্ষার্থীরা দলে তাদের ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট ১ পড়বে এবং বিশ্লেষণ করবে। Activity চলাকালীন, শিক্ষার্থীরা তাদের ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট-১ এর মধ্যে মিল এবং পার্থক্যগুলো লিখবে। এটি করার জন্য -
  - **শিক্ষকের করণীয় -**

১. ক্লাসকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করুন। প্রতিটি গ্রুপকে গ্রুপ ১ বা গ্রুপ ২ হিসাবে নাম দিন। ক্লাসের আকারের উপর নির্ভর করে প্রতিটি গ্রুপ ৪ থেকে ৫ জন শিক্ষার্থীর হতে হবে।
২. প্রতিটি গ্রুপকে প্রথম তাদের ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট ১, তারপর তাদের বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট-১ মনযোগ সহকারে পড়ার নির্দেশনা দিন।
৩. এখন তাদের দুটি অভিজ্ঞতা/ইউনিট এর মধ্যে মিল এবং পার্থক্যগুলো একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। সকল শিক্ষার্থীর এই অনুশীলনীতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন।
৪. এই দুটি অভিজ্ঞতা/ইউনিট এর মধ্যে মিল এবং পার্থক্য খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষার্থীরা এই অভিজ্ঞতাগুলোর চিত্র, বিষয়বস্তু,আকর্ষণীয় কাজ, ভাষা, ইউনিটের দৈর্ঘ্য, তথ্য, কাজের ধরণ ইত্যাদি তুলনা করতে পারে।
৫. পরবর্তী সময়ে, তাদের তালিকাটি ক্লাসের সবার সাথে শেয়ার করতে বলুন।
৬. এই Activity চলাকালীন চেকলিস্ট/মূল্যায়ন রুব্রিক্স অনুসরণ করে পারদর্শিতার সূচক (PI) ৭.৩.১ এবং ৭.৩.২ মূল্যায়ন করুন। ।

অনুশীলন সেশন -৩ এবং ৪ এ Student Activity (Individual & Pair Work)

- শিক্ষার্থীরা দুটি অভিজ্ঞতা/ইউনিট তুলনা করার সময় তাদের লেখায় synonyms, antonyms and degrees of comparison এর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করবে, পরিকল্পনা করবে এবং স্বাধীনভাবে প্রদর্শন করবে।
  - **শিক্ষকের করণীয় -**
    ১. প্রথমে শিক্ষার্থীরা কিভাবে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করবে তা নিয়ে আলোচনা করতে বলুন। উদাহরণ স্বরূপ, তারা একটি টেবিল, গ্রাফ, ছবি বা শুধু বর্ণনামূলক লেখা ব্যবহার করতে পারে।
    ২. শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা/ইউনিট ২ Playing With the Words এবং অভিজ্ঞতা/ইউনিট ৪ The Frog an dthe Ox পড়তে বলুন এবং তাদের লেখায় synonyms, antonyms and degrees of comparison এর ব্যবহারে তাদের সাহায্য করুন।
    ৩. এখন শিক্ষার্থীদেরকে তাদের লেখার প্রথম খসড়া স্বাধীনভাবে/স্বতন্ত্রভাবে (Individually) তৈরি করতে নির্দেশা দিন। তাদের বলুন যে, এই লেখার ফোকাস হচ্ছে synonyms, antonyms and degrees of comparison (positive, comparative, superlative); লেখার দক্ষতা (writing skill) নয়।
    ৪. তারপর শিক্ষার্থীদের তাদের লেখা পর্যালোচনা এবং সম্পাদনা করতে জোড়ায় কাজ করার নির্দেশ দিন।
    ৫. তাদের লেখার চূড়ান্ত সংস্করণ জমা দিতে নির্দেশনা দিন এবং চূড়ান্ত খসড়ার কপিগুলো একটি চেকলিস্ট/মূল্যায়ন নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) অনুসরণ করে পারদর্শিতার সূচক (PI) ৭.২.১ ও ৭.২.২ মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়নের প্রমাণ হিসেবে এই কপিগুলো সংরক্ষন করুন।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন দিবস :

মূল্যায়নের দিন - প্রথম অংশ : Final (Assessment Day/মূল্যায়ন দিবস) এ: Student Activity (Group Work)

✓ শিক্ষার্থীরা 'My Key Learning from the Comparative Analysis' বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত Text লিখবে।

❖ **শিক্ষকের করণীয় -**

১. শিক্ষার্থীদেরকে দলে activity গুলোর উপর আলোকপাত করতে বলুন এবং তাদেও ইংরেজি এবং বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা/ইউনিট ১ থেকে এবং গ্রুপ activity গুলো চলাকালীন তাদের বন্ধুদের কাছ থেকে তারা কী শিখেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে নির্দেশ দিন।

২. তারা যা শিখেছে তার একটি তালিকা করতে বলুন।

৩. এখন শিক্ষার্থীদেরকে আলোচনা করে তালিকা থেকে ৩-৪টি গুরুত্বপূর্ণ শিখন নির্বাচন করতে বলুন। এর পরে, এই (৩-৪) টি শিখন কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা করতে বলুন।

৪. এখন শিক্ষার্থীদেরকে তারা যে শিখনগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে নির্বাচিত করেছে সেগুলো বর্ণনা করে একটি ছোট Text (২০০ শব্দের মধ্যে) লিখতে বলুন। কেন এই শিখনগুলো তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করতে বলুন।

৫. শিক্ষার্থীদেরকে "IF" কবিতার মূল বিষয়বস্তু সংক্রান্ত নোটটি পড়তে বলুন এবং তাদের মূল শিখন শনাক্ত করতে এবং কীভাবে সেগুলোকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয় সে ব্যাপারে সাহায্য করুন।

৬. তারপর শিক্ষার্থীদেরকে Text টি (যেটি তারা উপরে লিখেছে) এর মূল ধারণাগুলো (মূল থিম) এর উপর ফোকাস করে ৪০-৬০ শব্দের মধ্যে প্রথম খসড়া হিসেবে পূনরায় লিখতে বলুন।

৭. তাদের সহপাঠী এবং শিক্ষকদের দিকনির্দেশনা নিয়ে খসড়াটি সম্পাদনা করে চূড়ান্ত করতে বলুন।

৮. পরিশেষে শিক্ষার্থীদের Text টির মূল ধারণাগুলো পুরো ক্লাসের সাথে শেয়ার করতে বলুন। উপস্থাপনার জন্য প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ২-৩ মিনিট সময় দিন।

৯. শিক্ষার্থীদেরকে Text টির মূল ধারণা চূড়ান্ত খসড়ার কপি জমা দিতে বলুন।

১০. চূড়ান্ত খসড়ার কপিগুলো একটি চেকলিস্ট/মূল্যায়ন নির্দেশিকা (রুব্রিক্স) অনুসরণ করে পারদর্শিতার সূচক (PI) ৭.৪.২ মূল্যায়ন করুন এবং মূল্যায়নের প্রমাণ হিসেবে এই কপিগুলো সংরক্ষন করুন।

❖ এক নজরে ষষ্ঠ শ্রেণির **'জীবন ও জীবিকা'** বিষয়ের ষান্মাসিক মূল্যায়ন ছক লিখা হবে

যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা/ অধ্যায়	পারদর্শিতার সূচক (পিআই)	নির্ধারিত কাজ	প্রস্তুতিমূলক ক্লাস/পিরিয়ড	চূড়ান্ত মূল্যায়নের দিন প্রয়োজনীয় সময়
৬.২ : প্রযুক্তির উন্নয়ন ও শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।	**পেশার রূপবদল**	**৬.২.১ :** সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা। **৬.২.২ :** সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।	৩টি	২টি	৪ ঘন্টা
৬.৪ : নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।	**কাজের মাঝে আনন্দ**	**৬.৪.১ :** নিজের কাজ নিজে করা। **৬.৪.২ :** পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা।			

২৬. শিক্ষন মূল্যায়নের ক্ষেত্রসমূহ : ১৯৫৬ সালে মার্কিন শিক্ষা মনোবিদ বেঞ্জামিন এস. ব্লুম মানুষের মনোজগতের চিন্তা করার প্রক্রিয়ার সহজ থেকে জটিল ক্রমবিন্যাস দেখান (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন)। তিনি এভাবে আচরণ পরিবর্তনের উচ্চক্রম (hierarchy) অনুসরণে শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহের যে শ্রেণিবিন্যাস তালিকা প্রণয়ন করেন তা Bloom's Taxonomy of Educational Objectives নামে পরিচিত। চিন্তা করার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই দক্ষতাভিত্তিক প্রশ্ন প্রণয়ন করা হয়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ সাধন করা। আর শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ কাঙ্খিত ও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী পরিবর্তন হলেই সার্বিক বিকাশ সাধিত হয়। এই শ্রেণি-বিভাজনের প্রথম ধাপ হলো তিনটি এলাকা বা ক্ষেত্র (Domain)। এই জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি যথাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগীয় ও মনোপেশিজ এই তিন ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং শিক্ষার্থীদের এই তিনটি ক্ষেত্রেই (Domain) মূল্যায়ন করা জরুরী।

শিক্ষার্থীদের কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী পূর্ণাঙ্গভাবে মূল্যায়ন করতে হলে পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন ছাড়াও বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত বিভিন্ন কাজ পর্যবেক্ষন ও রেকড সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের অর্জিতব্য দক্ষতার কোনো অংশ মস্তিস্ক সচল (Cognative Domain-বুদ্ধিবৃত্তিক/চিন্তন ক্ষেত্র), কোনো অংশ হৃদয় বা হাত সচল (Affective Domain-আবেগীয় ক্ষেত্র), আবার কোনো অংশ পেশি সচল (Affective Domain Psychomoton-মনোপেশিজ ক্ষেত্র) করার সাথে সংশ্লিষ্ট। শুধু কাগজে-কলমে লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হৃদয় বা হাত সচল করা যায় না।

বেঞ্জামিন এস. ব্লুম শিক্ষার উদ্দেশ্য সমূহকে মোট ৩ ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. বুদ্ধিবৃত্তীয় উদ্দেশ্য (Cognitive Domain Objectives) :
২. মনোপেশিজ উদ্দেশ্য (Psychomotor Domain Objectives) :
৩. আবেগীয় উদ্দেশ্য (Affective Domain Objectives) :

বুদ্ধিবৃত্তীয় উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাস (Steps of Cognitive Domain Objectives):

বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্র (Cognitive Domain): এটি মস্তিস্ক ও চিন্তার সাথে জড়িত বিষয় যাকে জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রও বলা হয়। মানুষের কোনো কিছু সম্পর্কে জানা ও স্মরণ রাখতে পারা, জানা জিনিস নিজের মতো বুঝা বা বুঝতে পারা, নতুন পরিস্থিতিতে পূর্বের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নতুন কিছু শনাক্ত করতে পারা বা পরিস্থিতি ও ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারা, কোনো বিষয় বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারা, এ ৬টি স্তরই বুদ্ধিবৃত্তীয় শিখন ক্ষেত্রের বিষয়। এগুলো মস্তিস্ক প্রসূত বলে মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর এই দক্ষতা মূল্যায়ন করা যায়। এ ক্ষেত্রের মূল্যায়নে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখার দরকার হয় না, ব্যক্তির উত্তরপত্র থাকলেই চলে। এক্ষেত্রে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করার দক্ষতার স্তর /পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন করা যায়।

মস্তিস্ক সচল বা চিন্তা করার দক্ষতার প্রাথমিক স্তর হলো মুখস্থ বা জ্ঞান, এর পর অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন।

Cognative Domain – মস্তিস্ক সচল /চিন্তন (চিন্তা করার) দক্ষতার স্তর ৬টি :

1. Knowledge (জ্ঞানমূলক)
2. Understanding (অনুধাবনমূলক)
3. Application (প্রয়োগ)
4. Analysis (বিশ্লেষণ)
5. Synthetheisis (সংশ্লেষণ)
6. Evaluation, Opinion and Decision (মূল্যায়ন, মতামত ও সিদ্ধান্ত)

১. জ্ঞান (Knowledge) বা স্মরণ করা (Remember) : উপস্থাপিত ঘটনা, পরিস্থিতি বা বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্য শনাক্ত এবং স্মৃতি থেকে উল্লেখ করতে পারা

২. অনুধাবন (Comprehension) বা বুঝতে পারা (Understanding) : লিখিত, মৌখিক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে পরিবেশিত নির্দেশনামূলক তথ্য/মেসেজ থেকে অর্থ বলতে বা লিখতে পারা (ব্যাখ্যা/বর্ণনা করা)

৩. প্রয়োগ (Application) বা প্রয়োগ করা (Apply) : তথ্য, পদ্ধতি, ধারণা, সূত্র নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অনুধাবন ক্ষমতা ব্যবহার করে সমস্যা সমাধান করা।

৪. বিশ্লেষণ (Analysis) বা বিশ্লেষণ করা (Analyze) : বস্তু, ধারণা, সূত্র, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত, উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সমগ্রের সাথে সম্পর্ক নির্ধারণ করা।

৫। সংশ্লেষণ (Syntheisis) বা সৃষ্টি করা (Create) : নতুন পরিস্থিতিতে তথ্য/উপাদান একত্রিত করে নতুন কিছু (বস্তু, ধারণা) সৃস্টি করা।

৬। মূল্যায়ন (Evaluation) বা মূল্যায়ন করা (Evaluate) : ক্রাইটেরিয়া, মানদন্ড, যুক্তির ভিত্তিতে মতামত, বিচার-বিবেচনা প্রদান।

মনোপেশিজ উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাস (Steps of Psychomotor Domain Objectives): এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ -

মনোপেশিজ ক্ষেত্র (Psychomotor Domain): এ ক্ষেত্রের দক্ষতাকে মূলত পেশির দক্ষতাকে বুঝায়। হাতে-কলমে কাজ ও ব্যবহারিক কাজ মনোপেশিজ ক্ষেত্রের বিষয়। শারীরিক শ্রমের সাথে যুক্ত সকল কার্যক্রমই মনোপেশিজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবহারিক কর্মসম্পাদনে মস্তিস্কের যে ভূমিকা থাকে তা গৌণ, পেশির ভূমিকাই মূখ্য। শ্রেণির বাইরে কায়িক শ্রম সংশ্লিষ্ট সকল কাজে পেশির দক্ষতাই মূখ্য। মোট কথা শারীরিক শ্রমের সাথে যুক্ত সকল কার্যক্রমই মনোপেশিজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। **Psychomotor Domain** এর সাথে শিক্ষার্থীর শরীরের নড়া-চড়া/গতি, সমন্বয় এবং যন্ত্র/বস্তু ব্যবহারের দক্ষতা। এ ধরণের দক্ষতার জন্য দরকার অনুশীলন। গতি, নির্ভুলতার মাত্রা, দূরত্ব, পদ্ধতি অথবা বাস্তবায়ন কৌশল এর মাধ্যমে এ দক্ষতা পরিমাপ করা যায়।

মনোপেশিজ /Psychomotor Domain এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ -

1. Imitation (অনুকরণ) : অন্যের কাজ অনুকরণ করে কাজের কৌশল শেখা, যেমন- অনুকরণ করে টাইপ করা বা ছবি অংকন। এক্ষেত্রে কৃতিত্ব নিম্নমানের হতে পারে।
2. Manipulation (সংশোধন সাপেক্ষে কর্ম সম্পাদন) : নির্দেশনা অনুসরণ করে নির্দিষ্ট কোনো কাজ করার সক্ষমতা এবং অনুশীলন। যেমন - ইনস্ট্রাকটরের নির্দেশনা মোতাবেক কম্পিউটারে ডকুমেন্ট টাইপ করা।
3. Precision (সংক্ষিপ্তকরণ) : কাজ সংশোধন এবং আরো নির্ভুল করতে পারা। যেমন - ডকুমেন্ট টাইপ করা এবং ভুল সংশোধন করা।
4. Articulation (শিল্পিতকরণ) : একই সিরিজের কতগুলো কাজের সমন্বয়সাধন, ঐক্যতান স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য নিশ্চিত করা। যেমন- ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা, (সঠিকভাবে টাইপ, হেডার, ফুটার, এলাইনমেন্ট ঠিক রাখা)। যেমন- ভিভিও প্রযোজনায় গান, নাটক, কালার কম্পোজিশন, শব্দের সমন্বয়)।
5. Naturalization (স্বাভাবীকরণ) : কোনো কাজে এমন উঁচু মাত্রায় দক্ষতা অর্জন করা যে, কাজ করতে তেমন চিন্তা করার প্রয়োজন হয় না। যেমন - তেমন কোন চিন্তা না করে দ্রুত ও সঠিকভাবে ডকুমেন্ট কম্পোজ ও প্রিন্ট করা।

আবেগীয় উদ্দেশ্যের স্তরবিন্যাস (Steps of Affective Domain Objectives):

আবেগীয় ক্ষেত্র (Affective Domain): কোনো কিছুর প্রতি মানুষের মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি, অনুভূতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয় এই ক্ষেত্রের অন্তর্গত। মৌখিক বা লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এর মূল্যায়ন করা যায় না, যা বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্রে করা যায়। এ বিষয়গুলো বিমূর্ত বিধায় শুধু পর্যবেক্ষণ

দ্বারা এর পরিমাপ করা যায়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক তা জানতে হলে ব্যবহারিক কাজ সংঘটনের সময় তার কর্মকাণ্ড ও মনোভাব পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কেননা মন থেকে কিছু গ্রহণ না করলে শিখন স্থায়ী হয় না। এক্ষেত্রের বিষয়গুলি সকল শিক্ষার্থীর সামর্থের মধ্যেই থাকে এবং অর্জন সম্ভব। শুধু দরকার হয় ঐকান্তিক ইচ্ছা, আন্তরিকতা ও নিয়মিত অনুশীলন বা চর্চা। তাই শ্রেণিতে ও শ্রেণির বাইরে আবেগীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর নিয়মিত মূল্যায়ন ও মানোন্নয়নে পরামর্শ খুবই জরুরী।

হৃদয় সচল এর সাথে শিক্ষার্থীর আবেগের বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত, যেমন - অনুভূতি, মূল্যবোধ, প্রশংসা, উদ্দীপনা, প্রণোদনা এবং মনোভাব।

Affective Domain – এর সাধারণ থেকে জটিল প্রক্রিয়া নিম্নরূপ :

1. Receiving (গ্রহণ) : সচেতনতা, শোনার প্রতি আগ্রহ যেমন শ্রদ্ধাসহকারে অন্যের বক্তব্য শোনা।
2. Responding (সাড়া দেওয়া) : সক্রিয় অংশগ্রহণ যেমন কোনো বিষয়ে অংশগ্রহণ করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা।
3. Valuing (গুরুত্ব প্রদান) : কোনো বিশ্বাস, বস্তু বা আচরণের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে মূল্য দেওয়া। যেমন - ব্যক্তি এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে স্পর্শকাতর হিসাবে নিতে পারা এবং মূল্যায়ন করা।
4. Organizing (সংগঠিত করণ) : বিভিন্ন মূল্যবোধের তুলনা এবং সমন্বয় সাধন করে অসাধারণ মূল্যবোধ গঠন করা। যেমন - স্বাধীনতা এবং দায়িত্বশীল আচরণের ভারসাম্যের প্রয়োজন শনাক্ত করা।
5. Internlizing (আত্মস্থকরণ) : এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন যা ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেমন - স্বাধীনভাবে কাজ করার সময় ব্যক্তির আত্মনির্ভরশীলতা ফুটে ওঠে।

নতুন শিক্রাক্রমে বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশিজ এবং আবেগীয় তিনটি ক্ষেত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল (Domain) ক্ষেত্রেরই মূল্যায়নের সূযোগ রাখা হয়েছে।

[তথ্যসূত্র : (CA) ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]

২৭. পারগ ও অপরাগ শিক্ষার্থী চিহিত করণ ও কৌশল

প্রতি শ্রেণিতে প্রতি পিরিয়ডে শিক্ষক, শিখনফল অর্জন উপযোগী শিখন শেখানো পদ্ধতি/কৌশল অবলম্বনে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এর পর মূল্যায়ন করে দেখেন কোন কোন শিক্ষার্থী শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে এবং কোন কোন শিক্ষার্থী শিখনফল পুরোপুরি বা আংশিক অর্জন করতে পারে নি।

শ্রেণির কাজ, শ্রেণি পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখনফল অর্জন করতে পেরেছে কিনা এবং কোন কোন শিখনফল অর্জন করার জন্য তাদের আরো সহায়তা প্রয়োজন সে সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা পেয়ে থাকেন। বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করা যায়। যেমন - পর্যবেক্ষণ, প্রশ্নোত্তর, শ্রেণি পরীক্ষা, বিতর্ক, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অংকন, ভূমিকাভিনয়, সমস্যা সমাধান, মৌখিক বা লিখিত প্রতিবেদন ইত্যাদি।

বিভিন্ন কৌশল /পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাইকালে শিক্ষক মূল্যায়ন কাজটি সুনির্দিষ্ট করে দিবেন দিবেন ও শিক্ষার্থীদের কাজটি সম্পাদনা করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবেন। মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক মূল্যায়ন সূচক/মানদণ্ড ঠিক করে সে অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন। মূল্যায়নের পূর্বে শিক্ষক প্রয়োজনে মূল্যায়ন সূচক/মানদণ্ড সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করবেন।

শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই প্রক্রিয়া শেষে শিক্ষক পারগ ও অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করবেন এবং অপারগ শিক্ষার্থীদেও শিখনমান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

২৭.১ পারগ ও অপরাগ শিক্ষার্থী চিহিত করার কৌশল - এক

- ৫/৬ মিনিটে উত্তর দেয়া যায় এমন ১ বা ২টি শিখনফলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে নিজ নিজ খাতায় উত্তর লিখতে বলবেন।
- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ খাতায় উত্তর লিখবে
- উত্তর লেখা শেষ হলে সামনে বসা শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পেছনে বসা শিক্ষার্থীদের সাথে পরস্পর খাতা বদল করতে বলবেন
- এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তর বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীদেরকে বোর্ডে লেখা উত্তরের সাথে মিলিযে শুদ্ধ-ভুল চিহ্নিত করতে বলবেন। এর পর যার যার খাতা তাকে ফিরিয়ে দিতে বলবেন।
- যেসকল শিক্ষার্থীর উত্তর সঠিক হয়নি তাদেরকে স্কুল ছুটির পর অথবা শিক্ষক অফ পিরিয়ডে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন।

২৭.২ পারগ ও অপরাগ শিক্ষার্থী চিহিত করার কৌশল - দুই

- ৫/৬ মিনিটে উত্তর দেয়া যায় এমন ১ বা ২টি শিখনফলভিত্তিক সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন। শিক্ষার্থীদেরকে রাফ খতার একটি সাদা পৃষ্ঠায় উত্তর লিখতে বলবেন।
- উত্তর লেখা হয়ে গেলে পৃষ্ঠার নিচে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ নাম ও রোল নম্বর খাতায় লিখতে বলবেন। এরপর পৃষ্ঠাটি ছিঁড়তে বলবেন
- ক্লাস ক্যাপটেনকে বলবেন সকলের উত্তর লেখা কাজগ সংগ্রহ করতে
- ঘন্টা বাজলে শিক্ষক শুভেচ্ছা বিনিময় করে উত্তরপত্রগুলো নিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবেন।
- সময় থাকলে 'অফ পিরিয়ডে' শিক্ষক নিজে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষকের কাজের চাপ বেশি থাকলে উপরের শ্রেণির ২ বা ৩ জন পরাগ শিক্ষার্থীকে স্কুল ছুটির পর উত্তরপত্র মূল্যায়ন করাতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষক সঠিক উত্তর লিখে দিবেন এবং প্রাসঙ্গিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। পারগ শিক্ষার্থী অবশ্যই দক্ষ হতে হবে। তাদেরকে আগেই মূল্যায়ন নির্দেশিকা বুঝিয়ে দিতে হবে।
- পরাগ ও অপরাগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করাকালীন শিক্ষককে সতর্ক থাকতে হবে, যেন কোনো শিক্ষার্থী মানসিক হীনমন্যতায় না ভোগে বা অন্য পরাগ শিক্ষার্থীরা তাকে হেয় না করে।

২৮.১ ফলাবর্তনের ধারণা ও ধরণ :

পূর্বনির্ধারিত কাঙ্খিত পারদর্শিতা/শিখনফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের সম্পাদিত কাজের সবল ও দুর্বল দিক সম্পর্কে শিক্ষকের মৌখিক অথবা লিখিত মতামতই হচ্ছে ফলাবর্তন বা ফিডব্যাক। ধারাবাহিক/গাঠনিক মূল্যায়নের তিনটি কাজ রয়েছে -

- শিক্ষার্থীর শিখন অবস্থা যাচাই (মূল্যায়ন উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে)

- ফলাবর্তন প্রদান
- নিরাময়মূলক সহায়তার ব্যবস্থা গ্রহণ

ফিডব্যাক শিখন-শেখানো এবং গাঠনিক/ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি অংশ। ফলাবর্তনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ে শিখন ষফলতা ও সবলতা এবং দুর্বলতা ও তার প্রেক্ষিতে উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা হয় এবং ভুল সংশোধন করা হয়। ফলাবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার শিখনের ক্ষেত্রেসমূহ সম্পর্কে বুঝতে পাওে এবং তার ভিত্তিতে কী করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে। ফলাবর্তন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসাওে তাৎক্ষণিক হওয়াই উত্তম। কাজরে মান সম্পর্কে মন্তব্যসহ কিভাবে শিক্ষার্থীর শিখন আরো উন্নত করা যায় তদবিষয়ে এখানে শিক্ষকের পরামর্শ থাকে। আবার শিক্ষকের ফলাবর্তনের ভিত্তিতে প্রয়োজনে তাঁর শেখানোর কৌশলে পরিবর্তন এনে শিক্ষার্থীর শিখন আরো উন্নত করার সুযোগ পায়।

২৮.২ ফলাবর্তন প্রদানের সময় চারটি প্রশ্ন সতর্ক বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন:

- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের সবল দিক কী?
- শিক্ষার্থীর শিখন কাজের দুর্কল দিক কী?
- দুর্বলতা কাটিয়ে শিক্ষার্থী কীভাবে আরো ভালো করতে পারে?
- শিক্ষার্থীর কাজকে কীভাবে মানসম্মত কাজের সাথে তুলনা করা যায়?

শিক্ষার্থীকে ফলাবর্তন দেওয়ার পর শিক্ষক প্রয়োজনবোধে নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা নিতে পারেন। ফিডব্যাক আনুষ্ঠানিক (Formal) এবং (Informal) অনানুষ্ঠানিক দু'ভাবেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

অনানুষ্ঠানিক ফলাবর্তন অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলি হচ্ছে -

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর মাঝে প্রতিনিয়ত শিখন অর্জন মাত্রা /পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা বিষয়ে আলোচনা
- দু'জন শিক্ষার্থী/সতীর্থের মধ্যকার শিখন অর্জন মাত্রা /পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা বিষয়ে আলোচনা আলোচনা

আনুষ্ঠানিক ফলাবর্তন অন্তর্ভূক্ত বিষয়াবলি হচ্ছে -

- লিখিত মতামাত

২৮.৩ ফলাবর্তন প্রদানের গুরুত্ব:

কার্যকর শিখনের ক্ষেত্রে ফলাবর্তন অপরিহার্য অংশ। ফলাবর্তনের গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায়:

- ফলাবর্তনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী তার শিখনের অবস্থা জানতে পারে। এর মাধ্যমে কত ভালোভাবে তারা তাদের শিখন অর্জন লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে তা বুঝার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থী এর ভিত্তিতে তাকে কী করতে হবে তা নির্ধারণ করতে পারে
- শিক্ষক ফলাবর্তন প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবল-দুর্বল দিক সম্পর্কে গভীরভাবে জেনে প্রয়োজনে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন
- শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতার উন্নতি হয়
- শিক্ষার্থী তার কাজের ওপর সমালোচনামূলক মন্তব্য মোকাবিলা করতে অভ্যস্থ হয়

প্রশ্ন হতে পারে ফলাবর্তন যদি না দেয়া হয় তাহলে কী সমস্যা হতে পারে। এর উত্তরে বলা যায় - ফলাবর্তনের অভাবে শিক্ষার্থী তার ত্রুটি বা দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারে না। এর ফলে শিক্ষার্থী মনে করে সে যা জানে, বোঝে বা লেখে সেটিই সঠিক। এটি তার শিখন সচেতনতা ও আত্মমূল্যায়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

২৮.৪ কার্যকরী ফলাবর্তনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

১। মনে রাখুন ফলাবর্তন শিখন কাজের ওপর, শিক্ষার্থীর ওপর নয়

২। ফলাবর্তন হবে শিখনফল/যোগ্যতা বিবেচনায়, অর্থাৎ শিক্ষার্থী শিখনফল/যোগ্যতা কতটা অর্জন করছে, শিখনফল/যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে আর কী করতে হবে

৩। যে কোনো ফলাবর্তনের ক্ষেত্রেই দু'টি দিক থাকে

ক) ইতিবাচক (শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও অর্জনের বিষয়ক)

খ) বিকাশমূলক (শিক্ষার্থী কীভাবে সামনে অগ্রসর হবে)

ফলাবর্তনের ভাষা শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য হতে হবে; শিক্ষার্থী কিছু না বুঝলে তার প্রশ্ন করা সুযোগ যাতে থাকে।

৪। কোন প্রশ্নে কোন ধরণের উত্তর দিতে হবে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীরা সেটি বুঝতে পারে না। তাই শিক্ষার্থীর লিখিত কোনো কাজের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি খেয়াল রেখে ফলাবর্তন দিতে হবে।

২৮.৫ কার্যকর/ইতিবাচক ফলাবর্তন প্রদানের কৌশল :

শিক্ষক কার্যকর ফলাবর্তন প্রদানে বেশ কিছু নির্দেশনামূলক বাক্য / বাক্যাংশ ব্যবহার করতে পারেন। নিচে এরকম কয়েকটি বাক্য ও বাক্যাংশের উদাহরণ দেওয়া হলো :

ফলাবর্তন	নির্দেশনামূলক বাক্য/বাক্যাংশ
উত্তর নিশ্চিত করা ও পরবর্তী নির্দেশনা প্রদান	উত্তর ঠিক, এবার এটিকে উদাহরণের সাহায্যে বিস্তৃত কর ---
ভুল/ত্রুটি সংশোধন	ভাল চেষ্টা কিন্তু এটি সঠিক নয়; আসলে সঠিক উত্তরটি হবে ----
তথ্য প্রদান	তুমি আসলে যা বোঝাতে চেয়েছো তা কাছাকাছি হয়েছে, তবে সঠিক বিষয়টি হলো ---
শিখন ফোকাসে আনা	তোমার উত্তরে যে বিষয়গুলি এসেছে তা সবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে তুমি এই (নির্দিষ্ট ফোকাসটি উল্লেখ করে) দিকটাকেই ফোকাস কর -----
শিখনের দিক পরিবর্তন	তুমি সুন্দরভাবে উপাদানগুলি বর্ণনা করছে, এবার এদের মধ্যে সম্পর্ক বোঝার/বোঝানোর চেষ্টা কর।

Including Positive Feedback :

1. Using praise
2. Highlighting accurate and appropriate language use, rather than indicating errors
3. Planning the monitoring of speaking activities
4. Adopting a supportive manner
5. Encouraging positive feedback from error
6. Showing interest in the content of what students have said
7. Which error should the teacher correct?

Which technique should the teacher use?

	PROMPTS	REFORMULATION
Implicit	**Clarification request** S : They no win a lot. T : I'm sorry, I don't understand.	**Simple reformulation** S : They no win a lot. T : Ah, Ok. They don't earn a lot.
	Reception S : They no earn a lot. T : They no earn a lot. (The teacher stresses 'no', says this word with rising intonation, or uses a hand gesture / makes a facial expression while saying 'no' to indicate that there is a problem here.)	
Explicit	**Elicitation** S : They no earn a lot. T : They (Long pause accompanied by gesture/expression) earn a lot. Or, T : No earn? (The teacher accompanies the prompt with gesture or expression.)	**Explicit Correction** S : They no earn a lot. T : You need to say 'They don't earn a lot'. (The teacher stresses the corrected form.)
	Metalinguistic clue S : They no earn a lot. T : They (Long pause accompanied by gesture/expression) earn a lot. Or, T : No earn? (The teacher accompanies the prompt with gesture or expression.)	**Explicit Correction with** S : They no earn a lot. T : Remember you need 'don't to make the negative. They don't earn a lot.

২৯.১ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের ধারণা :

অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কোনো একজন বা কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট শিখনফল কিংবা বিষয় একদমই বুঝতে বা শিখতে পারছে না। এতে করে তারা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের থেকে পিছিয়ে পড়ছে। নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে কিংবা উত্তরপত্রে ফলাবর্তন দিয়ে এ ধরনের শিক্ষার্থীর দুর্বলতা দূর করা সম্ভব হয় না।

এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক নিজে, পারগ শিক্ষার্থী অথবা অভিভাবকের সহায়তা বিশেষ শিখন-শেখানো কার্যক্রম বা উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ ধরনের বিশেষ কার্যক্রমই হলো নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান।

২৯.২ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের কৌশল :

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের অগ্রগতির ধারাবাহিক মনিটরিং এবং রেকর্ড রাখা। তাহলে আপনি কোন কোন শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়েছে সেটি সনাক্ত করার পর আপনি বিভিন্ন ভাবে তাদের শিখন উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। নিচে এ কৌশলগুলো আলোচনা করা হলো।

ক. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষক ও সহপাঠীর সম্পর্কের উন্নয়ন
খ. বাড়তি যত্ন, উপকরণ ও অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি
গ. শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস ও প্রেষণার উন্নয়ন
ঘ. শিক্ষার্থীর শিখন দক্ষতা উন্নয়ন
ঙ. শিক্ষকের শিখন-শেখানো কৌশলে পরিবর্তন ও বৈচিত্র আনয়ন
চ. শিক্ষক কর্তৃক নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান
ছ. সতীর্থ শিক্ষার্থী (Peer Learners) কর্তৃক নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান
জ. বিকল্প ব্যবস্থায় নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান
ঝ. রুটিনে "নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান" ক্লাস পিরিয়ড বরাদ্দকরণ

২৯.৩ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের সময় :

- স্কুল ছুটির পর
- পরেরদিন স্কুল আরম্ভ হওয়ার পূর্বে
- টিপিন পিরিয়ডের সময়

২৯.৪ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের স্থান :

- শ্রেণি কক্ষে, গ্রন্থাগারে
- বিদ্যালয় মাঠে
- সুবিধামত পরিবেশবান্ধব স্থান

২৯.৫ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান করবেন কে?

- শিক্ষক নিজেই নিরাময়মূলক সহায়তা দেবেন।
- Peer Learning / পারগ শিক্ষার্থী কর্তৃক অপারগ শিক্ষার্থীদের নিরাময় মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ
- অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত সমাধান কল্পে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে বলা

২৯.৬ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান শেষে মূল্যায়ন

নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদান শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা খবুই জরুরি। এ ধরনের মূল্যায়ন অল্প (১০মি-১৫মি) সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষক বিভিন্ন কৌশলীবলম্বন করতে পারেন। এ মূল্যায়ন হতে পারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে, চেকলিস্ট/রেটিং স্কেলের সাহায্যে অথবা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে।

২৯.৭ নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পরেও যাদের শিখন অর্জন হলো না তাদের উন্নয়নে করণীয় :

নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পর মূল্যায়ন শেষে দেখা যায় কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক পরাগ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এসব পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শিখনমান অর্জনের উদ্যোগ নিবেন।

এরপরেও যদি শিখন অর্জন না হয় তবে এসব শিক্ষার্থীকে তাদের অভিভাবকগণ যাতে অধিকতর যত্ন, সময় ও মনোযোগ প্রদান করেন তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক পরামর্শ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারের কোনো সদস্যকে বা অন্য কোনো নিকটাত্মীয়কে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা সারিয়ে তুলতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা যেতে পারে।

২৯.৮ ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক সহায়তা প্রদানের পার্থক্য :

ফলাবর্তন	নিরাময়মূলক সহায়তা
➢ সাধারণত তাৎক্ষনিক তবে সময়ব্যাপী হতে পারে	➢ সাধারণত সময়ব্যাপী হয়
➢ সবলতা ও দুর্বলতা চিহিত করে শিক্ষার্থীকে অবহিত ও সংশোধনের নির্দেশনা দেওয়া হয়	➢ দুর্বলতা দূর করে শিখন অর্জন নিশ্চিত করা হয়
➢ এটি শিক্ষক ও সহপাঠির মন্তব্য ও পরামর্শভিত্তিক	➢ এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী, শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী, অভিভাবক-শিক্ষার্থীর যৌথ প্রচেষ্টাভিত্তিক
➢ এর বিবেচ্য হচ্ছে - সবলতা - দুর্বলতা - উন্নয়নের নির্দেশনা	➢ এর বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে - শিখন ধরন - চাহিদা - আচরণ - কাজের ধরন ও - শিক্ষার্থীর উন্নয়ন
➢ এটি সবার জন্য প্রয়োজন হয়	➢ এটি শুধু দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন হয়

৩০.১ শ্রেণির কাজ : শিখন-শেখানো কার্যক্রম চলাকালীন শিক্ষার্থী কর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কাজ শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত। বিষয়ভেদে শ্রেণিরকাজের ধরণ তারতম্য থাকতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নের উত্তর বলা বা লেখা, আঁকা (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র) আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ,

চরিত্র-অভিনয়, ব্যবহারিক কাজ এ ধরণের সব কিছুই শ্রেণির কাজ। বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে শোনা, বলা, পড়া, লেখা ইত্যাদি শ্রেণির কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে। শিখন অভিজ্ঞতা বা একক যোগ্যতা সমূহ নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে পাঠ্যপুস্তকের বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী যথাযথ পূরণ করছে।

৩০.২ শ্রেণির কাজের উদ্দেশ্য :

- শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের শিখতে/একক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা
- শ্রেণির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে তাদের পারগ ও অপারগ শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ফলাবর্তন ও নিরাময়মূলক ব্যবহস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে শিখনঘাটতি দূর করে একক যোগ্যতা সমূহ অর্জন করানো
- শিক্ষার্থীদের শিখনলব্দ জ্ঞান/একক যোগ্যতাসমূহ সুদৃঢ় করা

৩০.৩ শ্রেণির কাজের ধরন :

১. প্রশ্নোত্তর ২. দলগত কাজ ৩. প্রর্শন ৪. বিতর্ক ৫. অঙ্কন (চিত্র/ছবি, সারণি, মানচিত্র, লেখচিত্র, নির্ধারিত ছক/অনুশীলনী পূরণ) ৬. ভূমিকাভিনয় (mime) ৭. ব্যবহারিক কাজ ৮. শোনা, বলা, পড়া ও লেখা (আরবি, বাংলা ও ইংরেজির ক্ষেত্রে)

৩০.৪ শ্রেণির কাজ মূল্যায়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ :

- শ্রেণির কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদনযোগ্য হতে হবে
- সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে
- কাজ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের কর্মপদ্ধতি ও আচরণ (আগ্রহ, স্বতঃস্ফূর্ততা, সহযোগিতা ইত্যাদি) পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তা Behavioral Indicator, BI / আচরণিক সূচক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের চাহিদানুযায়ী ফলাবর্তন প্রদান করতে হবে

৩১.১ মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল :

১. প্রশ্নোত্তর (Question-Answer)
২. দলগত কাজ (Group Work)
৩. প্রদর্শন (Demonstration)
৪. বিতর্ক (Debate)
৫. অঙ্কন (Drawing)
৬. ভূমিকাভিনয় (Mime)

১. প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে খুব সহজেই শিক্ষার্থীর শিখন অর্জন যাচাই করতে পারেন এবং এতে শিক্ষার্থীদেও জড়তাও কাটে। শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা যায়। যেমন - শিখানোর জন্য, শিখন অর্জন পরিমাপের জন্য ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের চিন্তা উদ্রেককারী বিভিন্ন দক্ষতা স্তরের প্রশ্ন করতে হবে

প্রশ্ন করার রীতি -

- সমস্ত শ্রেণিকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করা; যাতে সকল শিক্ষার্থী চিন্তা করার সুযোগ পায়।
- চিন্তা করে উত্তর ঠিক করার কিছুটা সময় দেওয়া
- উত্তরদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখা। পারগ শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে। সবার একসাথে উত্তর দেওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করাতে হবে
- শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট করে উত্তর দিতে বলা। একই শিক্ষার্থীকে বার বার উত্তর দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে পর্যায়ক্রমে সবাইকে সুযোগ দেওয়া। প্রয়োজনে উত্তরদানে ইখিঙ্গত দিয়ে সহায়তা করা। উত্তর সঠিক না হলে অন্য শিক্ষার্থীকে উত্তর দিতে বলা
- সঠিক উত্তর পুনরাবৃত্তি করা
- এরপর পূর্বে হাত উঠায় নি এমন অপারগ শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা
- প্রয়োজনে অনুসন্ধানী প্রশ্ন করা। একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে যে প্রশ্ন জাগে তাকে অনুসন্ধানী প্রশ্ন বলা হয়।

শিক্ষকের করণীয় -

- প্রশ্নের ভাষা হবে সহজ ও শ্রেণি উপযোগী
- প্রশ্ন হবে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্দীপক ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী। 'কেন', 'কিভাবে', 'কারণ কী', 'তুলনা কর' ইত্যাদি দ্বারা প্রশ্ন করা হলে চিন্তা করে উত্তর বের করতে হয়।
- যে সব প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' বা 'না' এমন প্রশ্ন না করাই ভালো। স্মৃতি নির্ভর প্রশ্ন যেমন 'কী', 'কে', 'কোথায়' 'কয়টি' বা 'কাকে বলে' ইত্যাদি প্রশ্ন যতটা সম্ভব পরিহার করা
- পর্যায়ক্রমে এমনভাবে প্রশ্ন করা যেন প্রশ্নসমূহের উত্তর থেকে বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রয়োজনে প্রশ্নোত্তরের মাঝে মাঝে আলোচনা করা।
- অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন অর্থাৎ একটি প্রশ্নের উত্তর থেকে উদ্ভূত প্রশ্ন করে বিষয়ের পূর্ণতা আনা প্রয়োজন। যেমন -
  মূল প্রশ্ন : বিদ্যালিয়ের শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতি কত?
  উত্তর : সাধারণ সময়ে ৮৫%, বিশেষ সময়ে ৫০%
  অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন : বিশেষ সময়ে কম কেন?
  উত্তর : ধান রোপণ ও ধান কাটার মৌসূমে ছেলেমেয়েদের অনেকে কৃষিকাজে অভিভাবককে সহায়তা করে তাই তারা বিদ্যালয়ে আসে না।

শিক্ষকের করণীয় -

- সঠিক উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীকে উৎসাহ প্রদান
- ভুল উত্তরের জন্য নির্দেশনা ও শিখতে অনুপ্রেরণা দেওয়া
- সঠিক উত্তরের প্রসঙ্গ টেনে আলোচনার মাধ্যমে ধারণা লাভে সহায়তা করা
- শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে সুযোগ দেওয়া, উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়া

উত্তরের অপেক্ষা -

শিক্ষক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে সেটির উত্তর দেওয়ার মধ্যবর্তী বিরতী টুকুকে 'উত্তরের অপেক্ষা' বলা হয়। আরেক ধরনের অপেক্ষার প্রয়োজন হয় সেটিহল ছাত্র-ছাত্রী প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পরে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিক্ষক কিছু বলেন। উত্তরের অপেক্ষার বিরতিতে ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিক্রিয়ায় নিম্নলিখিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় -

- প্রতিক্রিয়া বা উত্তর দীর্ঘায়িত হয়
- অযাচিত কিন্তু যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
- সাড়া দেওয়ার ব্যর্থতা কমে যায়
- আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়
- অনুমান নির্ভর প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়
- শিশুর সাথে শিশুর তুলনা করা বেশি ঘটে
- প্রমাণ-অনুমানভিত্তিক বিবৃতিদানের ঘটনা বেশি ঘটে
- ছাত্র-ছাত্রীরা বেশিবার প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে
- ছাত্রছাত্রী কর্তৃক বিভিন্ন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ বৃদ্ধি পায়

২. দলগত কাজ:

দলগত কাজ একটি সহযোগিতামূলক শিখনপদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে একই বয়ঃক্রমের বা একই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পরস্পর মিথিস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। দলগত কাজের মাধ্যমে প্রতিটি শিক্ষার্থীর শুধু জ্ঞান-দক্ষতাই বৃদ্ধি পায় না, সাথে সাথে বেশ কিছু মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে। কথা শোনার ও কথা বলার শৃঙ্খলা অনুসরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, নেতৃত্ব, সমঝোতা ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

৩. প্রদর্শন (Demonstration)
৪. বিতর্ক (Debate)
৫. অঙ্কন (Drawing)
৬. ভূমিকাভিনয় (Mime)

৪. বিতর্ক (Debate) :

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অর্জিত জীবনদক্ষতামূলক দক্ষতা সমূহ :

১. উপস্থাপন দক্ষতা
২. যুক্তি প্রয়োগ ও যুক্তি খন্ডন
৩. চিন্তন দক্ষতার বিকাশ
৪. চাপ মোকাবিলায় দক্ষতা
৫. সমস্যা সমাধান দক্ষতা
৬. উপস্থিত সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা
৭. আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা
৮. আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা
৯. দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা
১০. সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দক্ষতা
১১. সময় ও শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য
১২. বাচনভঙ্গি
১৩. নের্তৃত্ব অর্জিত হয়
১৪. উচ্চারণ সুস্পষ্ট হয়
১৫. সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পায়

৩২.১ শ্রেণি পরীক্ষা (Class Exam) :

শিক্ষার্থীর শিখন/একক যোগ্যতার পারদর্শিতার সূচকসমূহের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত পিরিয়ডের মধ্যে সম্পন্ন করা যায় এমন অভিজ্ঞতা /যোগ্যতার/পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়নই হলো শ্রেণি পরীক্ষা (Class Exam)।

শ্রেণি পরীক্ষার উদ্দেশ্য :

- নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতা (পাঠ বা অধ্যায়) শেষে শিক্ষার্থীরা শিখনফল/একক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করেছে কিনা তা যাচাই করা
- ফলাবর্তন প্রদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করা
- শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অবস্থা অনুধাবন করে শিক্ষকের আত্ম-মূল্যায়ন/স্ব-মূল্যায়ন (Self-Assessment)

৩২.২ শ্রেণি পরীক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল :

১. শ্রেণি পরীক্ষা পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অভিজ্ঞতা/অধ্যায়/ইউনিট শেষে ঐ অভিজ্ঞতা/অধ্যায়ের নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক (PI) এর উপর হতে হবে।
২. শ্রেণি পরীক্ষা লিখিত/ব্যবহারিক/শোনা/বলা/পড়া ইত্যাদি পদ্ধতিতে কম সময়ে বা নির্ধারিত সময়ে নিতে হবে।
৩. শ্রেণি পরীক্ষা নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ডে নিতে হবে।
৪. শ্রেণি পরীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক ক্লাস যথারীতি চলবে।
৫. শ্রেণি পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ অবশ্যই সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের শিখনফল/যোগ্যতা এবং চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর পারদর্শিতার সূচক (PI) বিবেচনা করে হতে হবে।
৬. বিষয় শিক্ষক যে কোনো নম্বরের পরীক্ষা নিতে পারেন তবে।
৭. শিক্ষক প্রতিটি বিষয়ের একাধিক শ্রেণি পরীক্ষা নিতে পারেন। প্রতিটি অভিজ্ঞতার পারদর্শিতার সূচকের একাধিকবার মূল্যায়ন যাচাই করতে পারেন।
৮. মূল্যায়ন রেকর্ড পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৯. একই পারদর্শিতার মাত্রা একাধিকবার মূল্যায়ন যাচাই করা হলেও টেব্যুলেশন শীটে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পারদর্শিতার সূচকের সর্বোচ্চ মাত্রাটি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৩২.৩ শ্রেণি পরীক্ষা মূল্যায়ন কৌশল :

১. লিখিত পরীক্ষার ক্ষেত্রে সঠিক ও যথার্থ উত্তরের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য পারদর্শিতার মাত্রা প্রদান করবেন
২. ব্যবহারিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে অনুসৃত ধারা বা প্রক্রিয়ার যথার্থতা, উপকরণের ব্যবহারের যথার্থতা এবং ফলাফলের সঠিকতা বিবেচনা করবেন
৩. শোনা, বলা ও পড়ার ক্ষেত্রে যথাক্রমে কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা এবং ধ্বনি বর্ণের শুদ্ধ উচ্চারণ বিবেচনা করবেন
৪. বিষয় শিক্ষক শ্রেণি পরীক্ষার উত্তরপত্র নিজে মূল্যায়ন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের ভুলত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধন করে দিবেন। ফলাবর্তনের পরও যে সকল শিক্ষার্থী অপারগ, তাদের চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক ব্যবহস্থা গ্রহণ করবেন
৫. প্রতিটি শ্রেণি পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (□○△) দিয়ে প্রকাশ করবেন এবং রেকর্ড অবশ্যই সংরক্ষণ করবেন।
৬. শ্রেণি পরীক্ষার উত্তরপত্র যথাযথ মূল্যায়ন নির্দেশিকা আলোকে মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের দেখানোর পর ফেরত নিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে

৩২.৪ শ্রেণি অভীক্ষা (Class Test) :

প্রতিটি অধ্যায় শেষে শ্রেণি অভীক্ষা নেওয়া হবে। শ্রেণি অভীক্ষা লিখিত বা ব্যবহারিক হবে। প্রতিটি শ্রেণি অভীক্ষা স্বল্প সময়ে নেওয়া হবে। বিষয়ের জন্য নির্ধারিত ক্লাস পিরিয়ে নেওয়া হবে। নির্ধারিত এক ক্লাস পিরিয়ডের অতিরিক্ত সময় নেওয়া যাবে না। শ্রেণি অভীক্ষার দিন শ্রেণির অন্যান্য পিরিয়ডের স্বাভাবিক কার্যক্রম যথারীতি চলবে।

অভীক্ষা - Test : কোন বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান দক্ষতা ও দৃষ্টি ভঙ্গি ও মূল্যবোধ পরিমাপের উদ্দেশ্যে প্রণীত একগুচ্ছ বা কাজের নামই অভীক্ষা।

পরীক্ষা - Exam : বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতির পরিমাপ এর পরীক্ষা চালানো হয়।

৩২.৫ শ্রেণি অভীক্ষা / Test ও শ্রেণি পরীক্ষার / Exam মধ্যে পার্থক্য :

অভীক্ষা - Test	পরীক্ষা - Exam
১. অভীক্ষা হলো একগুচ্ছ প্রশ্ন	১. পরীক্ষা অভীক্ষার প্রয়োগরূপ
২. এর কার্য পরিসর সংকীর্ণ	২. এর কার্য পরিসর বিস্তৃত
৩. এর প্রয়োগ সময়সীমা কম	৩. এর প্রয়োগ সময়সীমা বেশি
৪. এটি বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণীত	৪. এটি সাধারণ উদ্দেশ্যে প্রণীত
৫. এটি সনদমুখী নয়	৫. এটি সনদমুখী
৬. এর প্রণয়ন এবং প্রয়োগকর্তা হলেন শ্রেণি শিক্ষক	৬. এর প্রয়োগ গ্রহনকর্তা শ্রেণি শিক্ষক হতে পারেন আবার নাও হতে পারেন

৩৩.১ বাড়ির কাজ /Home Work:

শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষাক্রমভিত্তিক যে কাজগুলো সম্পন্ন করে তাই বাড়ির কাজ। বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী এককভাবে সম্পন্ন করবে এটাই প্রত্যাশিত। বাড়ির কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা এবং ব্যক্তিক আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষাক্রমের শিখনফলের চাহিদার উপর ভিত্তি করে শিক্ষক বাড়ির কাজ দিবেন। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশের এবং সৃজনশীলতার প্রকাশের সুযোগ থাকে। শিক্ষক নিশ্চিত হবেন যে, শিক্ষার্থী একাই কাজটি সম্পন্ন করেছে। বাড়ির কাজ মূল্যায়ন করে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন সহায়তা দিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : পাঠ্যপুস্তকের প্রতিটি অভিজ্ঞতা শেষে শিক্ষার্থী কর্তৃক পূরণীয় অনেক ছক/অনুশীলনী রয়েছে যা প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের নির্ধারিত অংশ পূরণ করার জন্য বাড়ির কাজ দিয়ে থাকেন। শিক্ষক বাড়ির কাজের পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষন করবেন।

৩৩.২ বাড়ির কাজের উদ্দেশ্য : শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩৩.৩ বাড়ির কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় :

- লক্ষ্য রাখতে হবে বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে মুখস্থ করায় উৎসাহিত না করে। বাড়ির কাজ এমন হতে হবে যেন শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বিকাশ এবং সৃজনশীলতা প্রকাশের সুযোগ থাকে।
- শ্রেণিকক্ষে অর্জিত ধারণাসমূহ চিন্তা ও কাজে প্রয়োগ করার সুযোগ যেন বাড়ির কাজে থাকে। বাড়ির কাজ যেন শিক্ষার্থীকে সৃজনশীল হতে সাহায্য করে সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

- প্রতিটি বিষয়ের বাড়ির কাজ এমন হবে যেন ২০-২৫ মিনিটের মধ্যে সম্পাদন করতে পারে
- শিক্ষক প্রতি সাময়িকে প্রয়োজনীয় বাড়ির কাজ দিবেন তবে ২/৩ টি বাড়ির কাজ সংরক্ষণ করবেন
- পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত ছক গুলো নিয়মিত ও যথাসময়ে নিয়ম মেনে পূরণ করছে কিনা তা মূল্যায়ন করে রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন ।
- রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য সর্বোচ্চ প্রাপ্ত সূচকের বাড়ির কাজগুলোকে বিবেচনা করতে হবে
- পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকার আলোকে শিক্ষক যে কোনো পারদর্শিতার আলোকে বাড়ির কাজ দিতে পারেন
- একই দিনে একাধিক বাড়ির কাজ দেওয়া যাবে না, এক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণ পারস্পরকি পরামর্শক্রমে বাড়ির কাজের শিডিউল নির্ধারণ করবেন।

৩৪. প্রজেক্ট পদ্ধতি /Project Method:

প্রজেক্ট পদ্ধতি প্রাসঙ্গিক, স্বতঃস্ফূর্ত শিখনের একটি পদ্ধতি, জীবন থেকে শেখার প্রক্রিয়া। এক অর্থে মানুষের জীবই অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজেক্টের সমষ্টি। শিক্ষার্থী পাঠের বিষয়ের সঙ্গে মিলিয়ে স্বেচ্ছায় জীবন-সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যা বা কাজ বেছে নিয়ে তার সমাধান করবে এবং তার ওপর যে রিপোর্ট প্রস্তুত করবে, সেটি হবে একটি প্রজেক্ট। আর যে প্রক্রিয়ায় এটি সম্পন্ন হয় তাই হলো প্রজেক্ট সম্পাদনের মাধ্যমে শিখা বা প্রজেক্ট পদ্ধতির শিখন। প্রজেক্ট পদ্ধতির মৌলিক ভিত্তি হলো : ১) করে শেখা, ২) জীবন থেকে শেখা ও ৩) পরস্পরের সহযোগিতায়, মিলেমিশে একসঙ্গে কাজের মধ্য দিয়ে শেখা। এটি একক বা দলগত - দুই ধরনেরই হতে পারে। প্রজেক্ট পদ্ধতিতে শিখন-শেখানো কাজ কয়েকটি ধাপে সম্পাদন করা হয়। এগুলো হলো -

১ম ধাপ (পরিস্থিতি সৃষ্টি) : শিক্ষক সব সময় শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহের বিষয় (কেন করতে হবে) খুঁজে বের করার লক্ষ্যে পরিবেশ সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকবেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, জীবনের সঙ্গে জড়িত প্রাকৃতিক, সামাজিক, পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন উপায়ে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন। পাঠ-সংশ্লিষ্ট এ সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা বা কথাবার্তা থেকে শিক্ষার্থী একটি সমস্যা বেছে নিতে পারে। যেমন - মাতৃভাষা বাংলা বা স্বাধীনতা যুদ্ধ বিষয়ক কোনো পাঠ পরিচালনাকালে শিক্ষক ভাষা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলনের কোনো একটি বিশেষ পর্যায়, আন্দোলনে কয়েকজন অংশগ্রহণকারী /শহিদ সম্পর্কে কিংবা মুক্তিযুদ্ধের কোনো বিশেষ সময়, ব্যক্তি/বাহিনী বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিজের আগ্রহ অনুযায়ী কাজ নির্ধারণ করতে নির্দেশনা দিতে পারেন।

২য় ধাপ (সমস্যা চিহ্নিত বা বাছাই এবং প্রস্তাব) : শিক্ষার্থী একক বা দলগতভাবে পছন্দের একটি সমস্যা বা প্রজেক্ট (বাল্যবিবাহ, বোখাটে উৎপাত, কুকুরের উৎপাত, বৃক্ষরোপন) নির্বাচন করবে। কোনোভাবেই সমস্যা/কাজটি তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন কাজটি একদিকে পাঠের সঙ্গে সম্পর্কিত, গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় হয়, অন্য দিকে শিক্ষার্থীদের জীবনযাত্রা, পরিবেশ, পরিবার বা সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে।

৩য় ধাপ (পরিকল্পনা প্রস্তুত/Plan /Survey Tools) : শিক্ষার্থী / শিক্ষার্থীরা প্রজেক্টের যাবতীয় পরিকল্পনা তৈরি করবে। এ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ টুলস/উপকরণ ইত্যাদি প্রস্তুতের প্রয়োজন হবে। এ কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থী/দলকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। তবে কোনো নির্দেশনা বা পরামর্শ চাপিয়ে দেবেন না।

৪র্থ ধাপ (কর্মসম্পাদন বা অনুসন্ধান/তথ্য সংগ্রহ/Investigation, Collecting information/Demographic Data) : এটি প্রজেক্ট পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দীর্ঘতম ধাপ। এ কাজের সময় শিক্ষকের পরামর্শ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ চিন্তভাবনার দরকার হকে। যেহেতু প্রজেক্টটি শিক্ষার্থী কর্তৃক পরিকল্পিত তাই এটি করতে হবে শিক্ষার্থীকেই। কিন্তু শিক্ষক সমগ্র পরিকল্পনা অনুসারে শিক্ষার্থীদের (দলীয় কাজের ক্ষেত্রে) মধ্যে কাজ বন্টন করে দেবেন এবং পরিকল্পনাটি যথাসময়ে সম্পাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করবেন।

৫ম ধাপ (মূল্যায়ন/Analysis/Evaluation) : প্রজেক্ট শেষ হলে অর্থাৎ র্নিধারিত সমস্যা /কাজ সংশ্লিষ্ট সমস্ত করণীয় সম্পাদিত হওয়ার পর সেগুলোর পর্যালোচনা বা মূল্যায়ন করা এ ধাপের অন্তর্ভুক্ত। এ ধাপটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সম্পাদিত কার্যাবলির আলোচনা পর্যালোচনায় শিক্ষার্থীরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি শনাক্ত করতে পারবে, সে অনুসারে কাজরে ত্রুটি সংশোধন করতে পারবে এবং নিজেদের কাজ থেকে অর্জিত শিখন অনুধাবন করতে পারবে। মূল্যায়ন ও পর্যালোচনায় শিক্ষক প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

৬ষ্ঠ ধাপ (প্রতিবেদন প্রস্তুত) : সবশেষে শিক্ষার্থী/দল সমস্ত কর্মকাণ্ডের (প্রস্তাব, পরিকল্পনা, দলীয় আলোচনা, কর্ম ও সময় বিভাজন, তথ্য সংগ্রহের স্থান বা ব্যক্তির পরিচয়, সংগৃহীত সকল তথ্য, পর্যালোচনা-পরবর্তী করণীয় ইত্যাদি) একটি প্রতিবেদন বারেকর্ড প্রস্তুত করবে এবং সেটি সংরক্ষণ করবে।

৩৫.১ শিখন অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণের টপশিট

শিখনঅভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নের টপশিট বিষয়ভিত্তিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট ২ (পৃষ্ঠা-৬ থেকে পৃষ্ঠা-২৭) এ বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে। শিক্ষক কোনো অভিজ্ঞতা শেষে কোন পারদর্শিতার সূচকে ইনপুট দেবেন তা প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার সাথে দেয়া আছে। নির্দিষ্ট শিখন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যে পারদর্শিতা দেখে শিক্ষক তার অর্জিত মাত্রা নিরূপণ করবেন তা সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার মাত্রার নিচে দেয়া আছে, এবং যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ইনপুট দেবেন তা ছকের ডান পাশে উল্লেখ করা আছে। পরিশিষ্ট-৩ এ শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের একটা ফাঁকা ছক দেয়া আছে। প্রত্যেকটি শিখনঅভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মূল্যায়নের সুবিধার্থে চারটি দক্ষতার - জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন আলোকে পারদর্শিতার সূচক নির্বাচন করা হয়েছে। সেগুলো পরিশিষ্ট ২ এ লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩৫.২ শিক্ষার্থীর ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (ষান্মাসিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০২২ এর পরিশিষ্ট-৩ পৃষ্ঠা-২৩ এ ষান্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একটি বিষয়ের সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবে।

শিখনকালীন/ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রে ও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত বা ত্রিভুজ (□○△) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য

যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে, কোনো একটিতে -

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনে বারই সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা, করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

৩৬. বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতা ও পারদর্শিতার সূচক

ষষ্ঠ-ইংরেজি / English

Competency-1 (Communication) : Ability to communicate with relevance to a given context.

PI	PI Details	%
6.1.1	Students **interact** using appropriate expressions, according to the specific situation.	45%
6.1.2	Students **produce** written text following appropriate features of greetings, body and closing remarks in a formal and informal letter.	45%
6.1.3	Students **interact using appropriate ways** of greeting, addressing, refusal and closing remarks according to the specific culture and context.	10%

Competency-2 (Grammar) : Ability to use appropriate vocabulary/expression (in form of synonyms, antonyms, phrases etc) in accordance with the context.

PI	PI Details	%
6.2.1	Students **analyse different linguistic** features in accordance with the purpose of the texts.	30%
6.2.2	Students **use different linguistic** features according to the context in producing texts.	70%

Competency-3 (Democratic Norm) : Ability to appreciate a democratic atmosphere in a communication and participate accordingly.

PI	PI Details	%
6.3.1	Students **practice** democratic skills in different situations.	80%
6.3.2	Students **encourage** a democratic attitude in different situations.	20%

Competency-4 (Literature) : Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues.

PI	PI Details	%
6.4.1	Students **analyse** the features of the literary text.	30%
6.4.2	Students **produce** texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination.	70%

Performance Standards (PS)

PS	Class Six PS Details
PS-1	Students **comprehend and interpret** the texts according to the contexts.
PS-2	Students **express their points of view** (opinion/imagination/arguments).

সপ্তম-ইংরেজি / English

Competency-1 (Communication) : Ability to repair communication breakdown relating to the contexts.

PI	PI Details	%
7.1.1	Students **use various strategies** to repair oral communication breakdown	15%
7.1.2	Students **use various reading strategies** to infer meaning from the texts.	85%

Competency-2 (Grammar) : Ability to recognize and transform different sentence structures.

PI	PI Details	%
7.2.1	Students **use different linguistic features** in accordance with the purpose of the texts.	40%
7.2.2	Students **transform sentence structures** according to the situations	60%

Competency-3 (Democratic Norm) : Ability to practice democratic norms by relevant social practices.

PI	PI Details	%
7.3.1	Students **practice** democratic skills in different situations.	**80%**
7.3.2	Students **encourage** a democratic attitude in different situations.	**20%**

Competency-4 (Literature) : Ability to connect emotionally with a literary texts and express personal feelings about it.

PI	PI Details	%
7.4.1	Students **analyse** the features of the literary texts.	**10%**
7.4.2	Students **produce** texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination.	**60%**
7.4.3	Students **express their feelings/opinions** about the literary texts.	**30%**

Performance Standards (PS)

PS	Class Seven PS Details
PS-1	Students **use different strategies** to comprehend the texts according to the contexts.
PS-2	Students **express their preferences** on the basis of evaluating any literary texts.

ষষ্ঠ-বাংলা/Bangla

যোগ্যতা নং	যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে।
	৬.১.২	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে।
৬.২	**: নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।**	
	৬.২.১	বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে।
	৬.২.১	প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে।
৬.৩	**: শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।**	
	৬.৩.১	লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে।
	৬.৩.২	লেখায় শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে।
	৬.৩.৩	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে।
৬.৪	**: প্রায়োগীক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্দি করতে পারা।**	
	৬.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে।
৬.৫	**: সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপনীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।**	
	৬.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে।
	৬.৫.২	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।
	৬.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৬	**: কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতুহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।**	
	৬.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে।
	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে।

সপ্তম-বাংলা/Bangla

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী** প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৭.১.১	অন্যের সাথে যোগাযোগের সময় বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে পারছে।
৭.২	**: ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।**	
	৭.২.১	পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে।
৭.৩	**: শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) কৈরি করতে পারা।**	
	৭.৩.১	লেখায় গঠন অনুসারে তিন শ্রেণির শব্দের ব্যবহার করতে পারছে।

	৭.৩.২	অর্থবৈচিত্র্যের ভিন্নতা অনুযায়ী শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার করতে পারছে।
	৭.৩.৩	গঠন অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে।
৭.৪	**প্রায়োগিক, বর্ণণামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৭.৪.১	বিভিন্ন ধরণের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে।
৭.৫	**সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।**	
	৭.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে।
	৭.৫.২	সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।
	৭.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে।
৭.৬	**কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।**	
	৭.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে।
	৭.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে এবং অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে।

ষষ্ঠ-গণিত/Math

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পেরেছে।
	৬.১.২	বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।
৬.২	**: মানসাঙ্ক ও লিখিত/পদ্ধতিগত কৌশলের সমন্বয়ে গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা ব্যবহার করতে পারা।**	
	৬.২.১	মানসাঙ্ক ও লিখিত / পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
৬.৩	**: বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।**	
	৬.৩.১	ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল র্নিণয় করতে পেরেছে।
	৬.৩.২	কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছে।
৬.৪	**: দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিক আকৃতিসমূহের বৈশিষ্ট ও শর্তসমূহ নির্ণয় করতে পারা ও নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ পরিমাপ করতে পারা।**	
	৬.৪.১	দ্বিমাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিসমূহ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করতে পেরেছে।
৬.৫	**: গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্তরাশি ও প্রক্রিয়া প্রতিকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারা**	
	৬.৫.১	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতীকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরুত্ব সনাক্ত করছে।
	৬.৫.২	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।
৬.৬	**: বাস্তব সমস্য সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারা।**	
	৬.৬.১	বাস্তব সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গাণিতিক যুক্তি উপস্থাপনে যথোপযুক্ত ভাষা, চিত্র, ডায়াগ্রাম ও শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করছে।
৬.৭	**: গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ, করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা**	
	৬.৭.১	গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
	৬.৭.২	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।
৬.৮	**: গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা।**	
	৬.৮.১	বাস্তব সমস্যা /ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সূত্র /নীতি তৈরি করতে পেরেছে।

সপ্তম-গণিত/Math

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: গাণিতিক সমস্যা সমাধানে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করা ও বস্তুনিষ্ঠভাবে বিকল্পগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)
	৭.১.১	গাণিতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া পরিকল্পনা করতে পরেছে।
	৭.১.২	বিকল্প অনুসন্ধান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে অধিক কার্যকরী প্রক্রিয়া বেছে নেয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে পারছে।
৭.২	**: মানসাঙ্ক, লিখিত/পদ্ধতিগত এবং ডিজিটাল কৌশলের সমন্বয়ে জটিল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা**	

	ব্যবহার করতে পারা।	
	৭.২.১	মানসাঙ্ক ও লিখিত / পদ্ধতিগত কৌশল সমন্বয় করে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে প্রাক্কলন ও গণনার দক্ষতা যৌক্তিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।
৭.৩	**: বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফলে উপনীত হওয়া এবং এই পরিমাপ যে সুনিশ্চিত নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।**	
	৭.৩.১	ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে পরিমাপের ফলাফল র্নিণয় করতে পেরেছে।
	৭.৩.২	কাছাকাছি ও গ্রহণযোগ্য ফলাফল সুনিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কৌশল বা প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পেরেছ।
৭.৪	**: জ্যামিতিক আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশ্যতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পারা ও এই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা।**	
	৭.৪.১	জ্যামিতির আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্রভিত্তিক (সমান্তরাল, সর্বসমতা, সদৃশতা ইত্যাদি) বৈশিষ্ট গাণিতিক যুক্তিসহ উপস্থাপন করতে পেরেছে।
	৭.৪.২	জ্যামিতির আকার আকৃতিগুলোর রৈখিক ও ক্ষেত্র অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে যৌক্তিকভাবে সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে।
৭.৫	**: গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতিকের ব্যবহার অনুধাবন করা এবং গাণিতিক যুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গণিতের সৌন্দর্য হৃদছঙ্গম করতে পারা।**	
	৭.৫.১	গাণিতিক যুক্তির প্রয়োজনে সংখ্যার পাশাপাশি বিমূর্ত রাশি ও প্রক্রিয়া প্রতিকের বস্তুনিষ্ঠ ব্যবহারের গুরত্ব সনাক্ত করছে।
	৭.৫.২	বাস্তব সমস্যা ব্যাখ্যা ও সমাধান করতে গিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গাণিতিক যুক্তি ব্যবহার করছে।
৭.৬	**: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গণিতের প্রয়োগকে উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৭.৬.১	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে গাণিতিক কৌশলের প্রয়োগসমূহ যুক্তিসহকারে সনাক্ত করতে পারছে।
	৭.৬.২	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত ও বস্তুনিষ্ঠভাবে যথোপযুক্ত গাণিতিক কৌশল প্রয়োগ করতে পারছে।
৭.৭	**: গাণিতিক অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফলের যে একাধিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করা ও সেগুলোর সম্ভাবনা যাচাই করতে পারা।**	
	৭.৭.১	গাণিতিক অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
	৭.৭.২	প্রাপ্ত ফলাফলের একাধিক ব্যাখ্যা থাকার সম্ভাবনা অনুধাবন করে যুক্তি প্রদান করছে।
৭.৮	**: গাণিতিক সূত্র বা নীতিকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও তা ব্যবহার করে বাস্তব ও বিমূর্ত সমস্যার সমাধান করতে পারা।**	
	৭..৮.১	বাস্তব সমস্যা/ঘটনা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে গাণিতিক সূত্র/নীতি তৈরি করতে পেরেছে।

বিজ্ঞান/Science

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে তা গ্রহণ করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রমাণভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
	৬.১.২	প্রমাণের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যে পরিবর্তন হয় তার পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে।
৬.২	**: বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে ফলাফলের চেয়ে পরিমাপের পদ্ধতি বস্তুনিষ্ঠতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে।**	
	৬.২.১	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে।
	৬.২.২	পরিমাপের প্রক্রিয়ায় অনুসৃত ধাপসমূহের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করছে।
৬.৩	**: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরিবেশের বিভিন্ন সজিব ও অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠন ও তাদের মধ্যকার শৃঙ্খলা (Order) উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৬.৩.১	বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের মধ্যকার বিন্যাস ও আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করছে।
	৬.৩.২	বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর দৃশ্যমান গঠনবৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্যাটার্ণ শনাক্ত করছে।
৬.৪	**: দৃশ্যমান পরিবেশের প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বস্তুসমূহের গঠনের কাঠামো-উপকাঠামো ও তাদের বৈশিষ্ট্যর মধ্যকার সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৬.৪.১	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বস্তুর কোন অংশ কী বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) প্রকাশ করে তা চিহ্নিত করছে।
	৬.৪.২	বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা উপাদান সামগ্রিকভাবে বস্তুটির বৈশিষ্ট্য (আচরণ/কাজ) কীভাবে নির্ধারণ করে তা ব্যাখ্যা করছে।
৬.৫	**: প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথষ্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো শক্তিও যে পরিমাপযোগ্য তা উপলব্ধি করা এবং শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৬.৫.১	সিস্টেমের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বা সিস্টেমের বাইরে থেকে ভিতরে /ভিতর থেকে বাইরে শক্তির স্থানান্তর চিহ্নিত করছে।
	৬.৫.২	বিভিন্ন বস্তু বা সিস্টেমের মধ্যে স্থানান্তরকৃত শক্তির পরিমাপের মধ্যে তুলনা করছে।
৬.৬	**: প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলে যে আপাত স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা**	

	অনুসন্ধান করতে পারা।	
	৬.৬.১	প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানগুলোর পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া চিহ্নিত করছে।
	৬.৬.২	সিস্টেমের উপাদানসমূহের পরিবর্তন ও বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া যেভাবে সিস্টেমের আপাত স্থিতিস্থীলতা তৈরি করে তা খুঁজে বের করছে।
৬.৭	**: পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারা।**	
	৬.৭.১	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে।
	৬.৭.২	বিজ্ঞানীদের প্রাপ্ত তথ্যপ্রমাণের আলোকে পৃথিবী ও মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
৬.৮	**: চারপাশের প্রকৃতিতে জীববৈচিত্র্য পর্যবেক্ষণ করে একই ধরণের জীবের মধ্যে ভিন্নতা অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৬.৮.১	বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একই জাতীয় জীবসমূহ তালিকাভুক্ত করছে।
	৬.৮.২	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে গাঠনিক বৈশিষ্ট ও আচরণের ভিন্নতা চিহ্নিত করছে।
৬.৯	**: প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিসমূহ অনুসন্ধান করে সেই ঝুঁকি মোকাবেলায় সচেষ্ট হওয়া।**	
	৬.৯.১	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকি খুঁজে বের করছে।
	৬.৯.২	প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে।
৬.১০	**: বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে উদ্বুদ্ধ হওয়া।**	
	৬.১০.১	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করে এদের ইতিবাচক প্রয়োগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে।
	৬.১০.২	বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগের চর্চা করছে।

সপ্তম-বিজ্ঞান/Science

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে নিরেপেক্ষভাবে পরিকল্পনা বাছাই করে সে অনুযায়ী অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৭.১.১	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য একাধিক সম্ভাব্য পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা বাছাই করছে।
	৭.১.২	নির্ধারিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ধারাবাহিকভাবে ধাপসমূহ অনুসরণ করছে।
৭.২	**: বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করে ফলাফল নিরূপণ করতে পারা এবং এই পরীক্ষণের ফলাফল যে সবসময় শতভাগ নির্ভুল নয় বরং কাছাকাছি একটা ফলাফল হতে পারে তা উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৭.২.১	বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরিমাপের সঠিক প্রক্রিয়া মেনে ফলাফলে উপনীত হচ্ছে।
	৭.২.২	পরিমাপে প্রাপ্ত ফলাফল হুবহু এক না হলে বিভিন্ন ফলাফলের আসন্নতা ব্যাখ্যা করছে।
৭.৩	**: ক্ষুদ্রতর স্কেলে দৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন বস্তুর গঠন পর্যবেক্ষণ করে এদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (Order) অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.৩.১	ক্ষুদ্রতর স্কেলে কোনো সজীব/অজীব বস্তুর গাঠনিক উপাদানসমূহের আন্তঃসম্পর্ক চিহ্নিত করছে।
	৭.৩.২	ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন সজীব/অজীব বস্তুর গঠনের প্যাটার্ণ চিহ্নিত করছে।
৭.৪	**: সজীব ও অজীব বস্তু সমূহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক এবং এর ফলে দৃশ্যমান আপাত স্থিতাবস্থা অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.৪.১	কোনো বস্তুর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন-কাঠামোর সঙ্গে এদের আচরণ/বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছে।
	৭.৪.২	বস্তুর বিভিন্ন উপাদান কীভাবে অন্তঃ ও আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে তার আভ্যন্তরীণ সিস্টেমের স্থিতি বজায় রাখতে সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করছে।
৭.৫	**: প্রকৃতিতে বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর মতো বিভিন্ন রূপ ও এদের রূপান্তর অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৭.৫.১	বস্তু-শক্তি মিথস্ক্রিয়াকালে শক্তির রূপান্তরের ঘটনা চিহ্নিত করছে।
৭.৬	**: প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদানসমূহের নিয়ত পরিবর্তন ও পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ফলে যে আপাত স্থিতাবস্থা সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.৬.১	কোনো একটি প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম সিস্টেমের উপাদান গুলোর নিয়ত পরিবর্তন ব্যাখ্যা করছে।
	৭.৬.২	সিস্টেমের উপাদানসমূহের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সিস্টেমের স্থিতাবস্থা কীভাবে বজায় থাকে তা ব্যাখ্যা করছে।
৭.৭	**: পৃথিবী ও মহাবিশ্বের উৎপত্তি অনুধাবন করতে পারা।**	

	৭.৭.১	পৃথিবী ও মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করছে।
৭.৮	**: প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য এবং একই ধরণের জীবরে মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক ও পরিবেশগত কারণ অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.৮.১	প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধরণের জীবের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য চিহ্নিত করছে
	৭.৮.২	একই জাতীয় জীবসমূহের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার জৈবিক অথবা/ও পরিবেশগত কারণ চিহ্নিত করছে।
৭.৯	**: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় নির্ধারণ করতে পারা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হওয়া।**	
	৭.৯.১	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় করণীয় সমূহ শনাক্ত করছে।
	৭.৯.২	পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছে।
৭.১০	**: বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।**	
	৭.১০.১	বাস্তবজীবনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহার চিহ্নিত করছে।
	৭.১০.২	প্রযুক্তির কাঙ্খিত ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ও পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের উপর এর ইতিবাচক প্রভাব নিশ্চিত করতে সচেতনতা তৈরি করছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি/Digital Technology

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: কোন ধরণের তথ্য কোন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।
৬.২	**: সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগাম প্রস্তুত করতে পারা।**	
	৬.২	পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে।
৬.৩	**: ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৬.৩	ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কিভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে।
৬.৪	**: নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা।**	
	৬.৪	টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কন্টেন্ট ব্যবহার করতে পারবে।
৬.৫	**: ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরী সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।**	
	৬.৫	জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।
৬.৬	**: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুভব করে তার উপর স্বত্তাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া।**	
	৬.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে।
৬.৭	**: ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন করতে পারা।**	
	৬.৭	ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে।
৬.৮	**: তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করনীয় নির্ধারণ করতে পারা।**	
	৬.৮	তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।
৬.৯	**: ব্যক্তিগত যোগাযোগ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।**	
	৬.৯	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে।
৬.১০	**: তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৬.১০	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে।

সপ্তম-ডিজিটাল প্রযুক্তি/Digital Technology'

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপযুক্ত তথ্য নির্বাচন , সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ করা ও তথ্যের নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৭.১	যেকোন তথ্য সংগ্রহ করে নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করতে পারবে।
৭.২	**: অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত, কারিগরি ও ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করে কোন বাস্তব সমস্যাকে বিশ্লেষণপূর্বক তার সমাধানের**	

	জন্য অ্যলগরিদম ডিজাইন ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারা এবং তা প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারা।	
	৭.২	ডিজাইন করা অ্যালগরিদমকে প্রোগ্রামে রূপ দিতে পারবে।
৭.৩	**: বিভিন্ন ধরণের (তারযুক্ত, তারবিহিন ইত্যাদি) নেটওয়ার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার কিভাবে হয় এবং তথ্যের সুরক্ষা কিভাবে হয় তা পর্যালোচনা করতে পারা।**	
	৭.৩.১	নেটওয়্যার্কে তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে।
	৭.৩.২	তথ্যের আদান প্রদান ও সম্প্রচার প্রক্রিয়ায় তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করতে পারবে।
৭.৪	**: নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট এবং মাধ্যম বিবেচনায় সৃজনশীল কাজের উন্নয়ন ও উপস্থাপনে ডিজিটাল প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।**	
	৭.৪	প্রেক্ষাপট ও মাধ্যম বিবেচনায় ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে সৃজনশীল কন্টেন্ট তৈরি করতে পারবে।
৭.৫	**: ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা ও ই-কমার্স সম্পর্কিত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারা।**	
	৭.৫	ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।
৭.৬	**: বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা এবং এ বিষয়ক নীতি মেনে চলা।**	
	৭.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের নীতি অনুসরণ করতে পারবে।
৭.৭	**: তথ্য প্রযুক্তর মাধ্যমে নিজের ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি করা ও তার নৈতিক, নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণে পারদর্শিতা অর্জন করতে পারা।**	
	৭.৭	ভার্চুয়াল পরিচিতির নৈতিক নিরাপদ ও পরিমিত ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সেবা গ্রহণ করতে পারবে।
৭.৮	**: সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নীতিগত অবস্থান নির্ধারণ করতে পারা।**	
	৭.৮	সাইবার ক্রাইমের সামাজিক ও আইনগত দিক পর্যালোচনা করে নিজের করণীয় নির্ধারণ করতে পারবে।
৭.৯	**: প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত শিষ্টাচার বজায় রাখা।**	
	৭.৯	উপযুক্ত শিষ্টাচার মেনে সক্রিয়ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ করতে পারবে।
৭.১০	**: তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে পারিপার্শ্বিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন খোলা মন নিয়ে ও নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করতে পারা।**	
	৭.১০	তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর চলমান পরিবর্তন নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করতে পেরেছে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা/Hekath Protection/Well-being

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন পরিচর্যা করতে পারা এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও মোকাবেলায় উদ্যোগী হওয়া।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যা করছে।
	৬.১.২	রোগ প্রতিরোধের সাধারণ অভ্যাস চর্চা করছে।
৬.২	**: শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন এবং এর প্রভাবের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করে সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে পারা।**	
	৬.২.১	বয়ঃসন্ধিকালিন পরিবর্তনসমূহকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করেছে।
	৬.২.২	বয়ঃসন্ধিকালিন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট দৈনন্দিন পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা করছে।
৬.৩	**: নিজের ও অন্যের অনুভূতি অুনধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ইতিবাচক প্রকাশ এবং সহমর্মী আচরণ করতে পারা।**	
	৬.৩.১	অন্যের প্রতি সহমর্মি আচরণ করছে।
৬.৪	: নিজের সক্ষমতা, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার যৌক্তিক বিশ্লেষণ করে অন্যের মূল্যায়নকে গ্রহণ ও বর্জনের সিদ্ধান্ত নিতে ও প্রকাশ করতে পারা।	
	৬.৪.১	নিজের সামর্থ ও সক্ষমতার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।
৬.৫	**: পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স উপযোগী বিভিন্ন পরিসরে অন্যের চিন্তা, অনুভূতি আচরণ ও প্রয়োজন অনুধাবন করে সহমর্মীতার সাথে নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মত ও ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে পারা।**	
	৬.৫.১	নিজের অনুভূতি, প্রয়োজন, মতামত ও ধারণা ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করছে।
	৬.৫.২	অন্যের অনুভূতি ও ব্যক্তিগত সীমানাকে সম্মান করছে।
৬.৬	**: পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন এবং চাহিদা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা ও বিদ্যমান সেবা সহায়তা নিতে পারা।**	
	৬.৬.১	পারস্পরিক সম্পর্কের যত্ন ও পরিচর্যা করছে।
	৬.৬.২	পারস্পরিক সম্পর্কের ঝুঁকিগুলো মোকাবেলা করতে পারছে।

সপ্তম-স্বাস্থ্য সুরক্ষা /Hekath Protection/Well-being

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ
৭.১	**: সুস্থ, পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ, উৎফুল্ল ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে নিজের দৈনন্দিন পরিচর্যা করতে পারা এবং এ সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় ও**

	মোকাবেলা করতে পারা।	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)
	৭.১.১	খাদ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্যকর খাদ্যগ্রহণ করছে।
	৭.১.২	খেলাধূলা, শরীরচর্চা সংক্রান্ত আঘাত ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং প্রতিকারের কৌশল অবলম্বন করছে।
	৭.১.৩	স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে ঋতুপরিবর্তনজনিত রোগ প্রতিরোধের কৌশল চর্চা করছে।
৭.২	**: বয়ঃসন্ধিকালীন শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি নির্ণয় ও অনুধাবন করে পরিবর্তনের সঠিক ব্যবস্থা করতে পারা।**	
	৭.২.১	বয়ঃসন্ধিকালীন চ্যালেঞ্জ বা ঝুঁকি গুলোর সঠিক ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
৭.৩	**: প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির অনুধাবন করে ও যত্নবান হয়ে ফলাফলধর্মী প্রকাশ করতে পারা এবং অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতিকে অনুধাবন করে সহমর্মী আচরণ করতে পারা।**	
	৭.৩.১	প্রেক্ষাপট অনুযায়ী নিজের অনুভূতির ফলাফলধর্মী প্রকাশ করছে।
	৭.৩.২	অন্যের অনুভূতি ও পরিস্থিতি বুঝে সহমর্মী আচরণ করছে।
৭.৪	**: নিজের ও অন্যের সফলতাকে সম্মান করে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা এবং আত্ম-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে মানসিকচাপ, দুঃখ, ভয়, রাগ ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে পারা।**	
	৭.৪.১	মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনার কৌশল চর্চা করছে।
	৭.৪.২	রাগ ব্যবস্থাপনার কৌশল ব্যবহার করছে।
৭.৫	**: পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গি, এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে যোগাযোগ করতে পারা।**	
	৭.৫.১	নিজের ও অন্যের বাচনিক ও অবাচনিক প্রকাশভঙ্গী ও উদ্দেশ্য বুঝে যোগাযোগের চেষ্টা করছে।
৭.৬	**: পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা, সবলতা ও ঝুঁকি নির্ণয় করে প্রয়োজন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ, নিরাপদ ও চাপমুক্তভাবে বিভিন্ন সম্পর্ক বজায় রাখতে বা ছিন্ন করতে পারা।**	
	৭.৬.১	সম্পর্কের সবলতা নির্ণয় করে সহপাঠী ও সমবয়সীদের সাথে ইতিবাচক সম্পর্কচর্চায় উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
	৭.৬.২	সহপাঠী ও সমবয়সীদের সম্পর্কজনিত ঝুঁকি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারছে।

শিল্প ও সংস্কৃতি/Art and Culture

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন, অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)
	৬.১.১	প্রকৃতি ও পরিবেশের বহুমাত্রিক রূপ অবলোকন ও অনুধাবন করতে পেরেছে।
	৬.১.২	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পেরেছে।
৬.২	**: পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় ঘটনা দেখে, শুনে রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিলিত রূপ শিল্পকলার বিভিন্ন ধারায় সংবেদনশীলভাবে প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়া।**	
	৬.২.১	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত ভাব ও অনুভূতিকে কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যেকোন শাখায় প্রকাশ করতে পেরেছে।
৬.৩	**: শিল্পকলার বিভিন্ন শাখার সৃজনশীল কার্যক্রমে আগ্রহ নিয়ে অংশগ্রহণ, লোকজ, দেশীয় সংস্কৃতির চর্চা করে যেকোন একটি শাখায় নিজের আগ্রহ, উৎসা দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা এবং শ্রোতা/দর্শক হিসেবে তার রস/স্বাদ/আনন্দ আস্বাদন/উপভোগ করতে পারা।**	
	৬.৩.১	শিল্পকলার একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে।
৬.৪	**: বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুধাবন করে নিজের মতামত প্রকাশ করতে পারা এবং পরিবেশ ও ঘটনার সংগে সংযুক্ত করতে পারা।**	
	৬.৪.১	অডিও ভিজ্যুয়াল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৫	**: নিজের দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার প্রয়োগ করতে পারা।**	
	৬.৫.১	বিদ্যালয়ের ভিতরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিক ভাবনার প্রকাশ করতে পারছে।

সপ্তম-শিল্প ও সংস্কৃতি Art and Culture

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: পর্যবেক্ষণ ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনা শিল্পকলার যেকোন একটি শাখায় শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ/প্রদর্শন করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)

	৭.১.১	ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও ভিন্নতাকে অনুধাবন করতে পারছে
	৭.১.২	অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত বিষয়বস্তু বুঝে তার সাথে অনুভূতি ও কল্পনাকে মিশিয়ে প্রকাশ করতে পারছে
৭.২	**: গল্প বা ঘটনা শুনে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও রূপান্তর করে নিজের ভাব, অনুভূতি ও কল্পনার মিশেলে শিল্পকলার যে-কোনো একটি শাখায় শ্রেণিবিভাগ, উপাদান, নিয়মকানুন অনুসরণ করে) সংবেদনশীল ও সৃজনশীলভাবে প্রকাশ / প্রদর্শন করতে পারা।**	
	৭.২.১	গল্প ঘটনা দেখে/শুনে/জেনে অনুধাবন করে শিল্পকলার যেকোনো একটি শাখায় (শ্রেণিবিভাগ, উপাদান ও নিয়মকানুন অনুসরণ করে) প্রকাশ করতে পারছে
৭.৩	**: শিল্পের বিভিন্ন শাখায় প্রদর্শন ও পরিবেশনা বুঝে ও উপলব্ধি করে বিনোদিত হতে পারা এবং দেশীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা ও প্রকাশে সম্পৃক্ত হতে পারা।**	
	৭.৩.১	লোকজ ও দেশীয় শিল্পের একটি শাখায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করছে
৭.৪	**: বয়স উপযোগী অডিও ভিজ্যুয়াল উপভোগ করে তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিজের মতামত যুক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারা।**	
	৭.৪.১	অডিও ভিজ্যুল বিষয়বস্তু উপভোগ করে নিজের অনুভূতি ও মতামত প্রকাশ করতে পারছে
৭.৫	**: দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতা ও সংবেদনশীলতার চর্চা করতে পারা ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করতে পারা।**	
	৭.৫.১	বিদ্যালয়ের বাইরে ও বাইরের কার্যক্রমে নান্দনিকতার চর্চা অব্যাহত রাখছে এবং সহপাঠীকেও তা করতে সহযোগিতা করছে।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান/History and Social Science

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সামাজিক কাঠামো ও এর উপাদানসমূহের পরিবর্তন অন্বেষণ করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন অন্বেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করতে পারছে।
	৬.১.২	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ধাপসমূহ ব্যবহার করার সময় অনুসন্ধান চলাকালে তার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিফলন করতে পারছে।
	৬.১.৩	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং এদের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকেই নির্ভরযোগ্য মনে করছে।
৬.২	**: ভৌগোলিক , সামাজকি, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিয়ে আত্মপরিচয় ধারণ করা ও সেই অনুযায়ী দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা**	
	৬.২.১	আত্মপরিচয়ের ব্যক্তিগত উপাদানসমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের ব্যক্তিগত আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
	৬.২.২	আত্মপরিচয় সামাজিক উপাদান সমূহ চিহ্নিত করে নিজের ও অন্যের সামাজিক আত্মপরিচয় বিষয়ে সচেতন হয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতে পারছে।
৬.৩	**: প্রচলিত লিখিত উৎসের বাইরেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে তথ্য নিয়ে ইতিহাসের পটপরিবর্তনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৬.৩.১	ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা অনুসন্ধানে প্রচলিত ও অপ্রচলিত দুই ধরণের উৎসই ব্যবহার করতে পারছে।
৬.৪	**: লিখিত উৎসের সঙ্গে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান থেকে ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্দান করে মুক্তযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৬.৪.১	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুসন্ধানের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান উপলব্দি করে কাজের মাধ্যমে দেশের প্রতি মমতা প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৫	**: সামাজিক কাঠামো কিভাবে বিভিন্ন সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে এবং কাজ করে তা অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৬.৫.১	ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ভৌগলিক অবস্থানের প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগুলো চিহ্নিত করতে পারলেও গঠন ও কার্যকারিতা অনুধাবন করে নিজস্ব পরিসরে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারছে।
	৬.৬.১	বিদ্যমান সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকাকে প্রভাবিত করে তা অনুধাবন করতে পারছে।
৬.৬	: সমাজে ব্যক্তির অবস্থান ও তার ভূমিকা বিদ্যমান সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামো দ্বারা কিভাবে নির্ধারিত হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	
৬.৭	**: প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করা এবং দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।**	
	৬.৭.১	প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে।
	৬.৭.২	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।
৬.৮	**: সময় ও অঞ্চলভেদে সম্পদ ব্যবস্থাপনার কাঠামো কীভাবে গড়ে ওঠে তা অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৬.৮.১	সময় ও অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনের সাথে নিযুক্ত মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারছে।

সপ্তম-ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান/History and Social Science

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সামাজিক কাঠামো রাজনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় বরং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পাওে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৭.১.১	অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহ ব্যবহার করে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত নিজের কোন পূর্বানুমান বা ধারণা যাচাইয়ের মাধ্যমে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তার পরিবর্তনশীলতা উপলব্দি করতে পারছে।
	৭.১.২	ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপসমূহের চর্চা করতে পারছে।
৭.২	**: নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।**	
	৭.২.১	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্টের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করে পারস্পরিক নির্ভরতা উপলব্ধি করতে পারছে।
	৭.২.২	নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের সবাই মিলে ভালো থাকার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারছে।
৭.৩	**: ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস এবং শ্রোতার উপর নির্ভর করে এবং তা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারা।**	
	৭.৩.১	উৎস ও শ্রোতাভেদে একই ঐতিহাসিক তথ্যের পরিবর্তন চিহ্নিত করতে পেরে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয় তা উপলব্দি করতে পারছে।
৭.৪	**: মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা।**	
	৭.৪.১	প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা মূল্যায়ন করে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত হচ্ছে।
৭.৫	**: প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ কীভাবে সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং একই সঙ্গে এই কাঠামো দ্বারা কীভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তা অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৭.৫.১	অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রচলিত রীতিনীতি মূল্যবোধ ও বিভিন্ন সামাজিক কাঠামো একে অন্যকে কীভাবে প্রভাবিত করে তা উপলব্ধিকরতে পারছে।
৭.৬	**: সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.৬.১	অনুসন্ধানের মাধ্যমে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের প্রভাব উপলব্ধি করতে পারছে।
৭.৭	**: স্থানীয় ও বৈশ্বিকপ্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষে নিজস্ব গন্ডিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারা।**	
	৭.৭.১	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে এদের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করতে পারছে।
	৭.৭.২	স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক বিবেচনায় নিয়ে নিজস্ব গন্ডিতে টেকসই উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে।

জীবন ও জীবিকা/Life and Livelihood

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধরিণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নের কৌশল জেনে তা প্রণয়ন করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	নিজের পছন্দ ও যোগ্যতা বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
	৬.১.২	নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
৬.২	**: প্রযুক্তির উন্নয়ন ও শিল্পবিপ্লব এবং স্থানীয় ও জাতীয় পরিস্থিতি ও চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় ও দেশীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারা, পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ বিশ্লেষণ করে এইসব দক্ষতা অর্জনে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে পারা।**	
	৬.২.১	সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পেশাসমূহের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করা।
	৬.২.২	সুনির্দিষ্ট একটি পেশার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অনুসন্ধান করে সেগুলো অর্জনের জন্য বিদ্যমান সুযোগগুলো শনাক্ত করা।
৬.৩	**: দলীয়ভাবে বিদ্যালয় বা সামাজিক /স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলীয়ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধানের প্রয়াস নিতে পারা।**	
	৬.৩.১	কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায়রেখে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নেওয়া।
৬.৪	**: নিজ ও পারিবারিক কাজের দায়িত্ব আস্থার সঙ্গে পালন করা এবং বিদ্যালয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য শনাক্ত করে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়া।**	
	৬.৪.১	নিজের কাজ নিজে করা।

	৬.৪.২	পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করা।
৬.৫	**: অভিভাবকের সহযোগিতায় স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় সঞ্চয়ের নিমিত্তে স্কুল ব্যাংকিং একাউন্ট খুলতে ও তা নিষ্ঠার সঙ্গে পরিচালনা করতে পারা।**	
	৬.৫.১	আর্থিক ডায়েরিতে আয় ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করে পরিকল্পিত সঞ্চয় করা।
৬.৬	**: ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে নিজেকে তার সঙ্গে অভিযোজনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারা।**	
	৬.৬.১	৪০ বছর পরের নিজ এলাকার প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ কল্পনা করে তার চিত্র আঁকা বা তা নিয়ে গল্প লেখা।
	৬.৬.২	ভবিষ্যৎ চক্র ব্যবহার করে পেশায় নতুন প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করা।
৬.৭	**: কৃষি ও সবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।**	
	৬.৭.১	সঠিকভাবে ভাত রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত ভাত রান্নার অনুশীলন করা।
	৬.৭.২	সঠিকভাবে, সতর্কতা বজায় রেখে গাছের গাছে গ্রাফটিং করতে পারা এবং বাড়িতে অন্তত একটি গাছের গ্রাফটিং করা।

সপ্তম-জীবন ও জীবিকা/Life and Livelihood

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	**: ব্যক্তিগত পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ্য বিবেচনা করে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারা এবং তা বাস্তবায়নে স্বলমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ণ করতে পারা এবং স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৭.১.১	নিজের পছন্দ, যোগ্যতা ও পারিবারিক সামর্থ বিবেচনা করে নিজের জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
	৭.১.২	নিজের জীবনের লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তার বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৭.২	**: সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের আলোকে দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদার পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা এবং ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী সম্ভাব্য পেশাগুলোর মৌলিক দক্ষতাসমূহ তত্ত্বানুসন্ধান করতে পারা।**	
	৭.২.১	সেবা, শিল্প ও কৃষিখাতসমূহের দেশীয় শ্রমবাজারের চাহিদা পরিবর্তনের ধারা বিশ্লেষণ করতে পারা।
	৭.২.২	ভবিষ্যৎ শ্রমবাজার অনুযায়ী পরিবর্তীত বা নতুন যে কোনো পেশার মৌলিক দক্ষতাসমূহ অন্বেষণ করতে পারা।
৭.৩	**: দলগতভাবে সামাজিক স্থানীয় কোনো সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের একাধিক উপায় অন্বেষণ করা এবং কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে ফলপ্রসু সমাধান চিহ্নিত করতে পারা এবং দলগতভাবে দায়িত্ব ভাগ করে সমাধান করতে পারা।**	
	৭.৩.১	কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে সহযোগিতামূলক মনোভাব বজায়রেখে সমস্যা সমাধান করতে পারা।
৭.৪	**: পারিবারিক আয় ও ব্যয় বিবেচনা করে পারিবারিক বাজেট প্রণয়ণ করতে পারা এবং পরিবারের আর্থিক কাজে সহযোগিতা করা।**	
	৭.৪.১	নিজ পরিবারের পারিবারিক বাজেট করতে পারা।
	৭.৪.২	পারিবারিক আর্থিক কাজে সহযোগিতা করতে পারা।
৭.৫	**: আর্থিক কার্যক্রমে নৈতিকতা বজায় রেখে যৌক্তিকভাবে নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনে ভূমিকা রাখতে পারা।**	
	৭.৫.১	নিজ ও পারিবারিক আর্থিক লেনদেনে যৌক্তিকতা বজায় রাখতে পারা।
	৭.৫.২	নিজ ও পরিবারের আর্থিক লেনেদেনে নৈতিকতা বজায় রাখতে পারা।
৭.৬	**: ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যত প্রযুক্তি (বিগ ডাটা, সাইবার সিকিউরিটি, অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ডিজিটাল মার্কেটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং ইত্যাদি) সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করে বাংলাদেশ ও বিশ্বব্যবস্থায় এর প্রভাব অন্বেষণ করতে পারা।**	
	৭.৬.১	ভবিষ্যৎ পেশায় প্রাধান্য বিস্তারকারী ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারা।
	৭.৬.২	কোনো একটি ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট পেশায় নিজেকে কল্পনা করে দেশের কল্যাণে নিজে কিভাবে অবদান রাখবে তা অন্বেষণ করতে পারা।
৭.৭	**: কৃষি ও সেবা খাতের একাধিক কাজ/আইটেমের ওপর প্রাথমিক দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারা।**	
	৭.৭.১	সঠিকভাবে সব্জি রান্না করতে পারা এবং বাড়িতে নিয়মিত সব্জি রান্নার অনুশীলন করা।
	৭.৭.২	সঠিক, নিরাপদ ও কার্যকর উপায়ে পরিবারের শিশু, বয়স্ক বা অসুস্থ ব্যক্তি বা প্রতিবন্ধী সদস্যকে সেবা করতে পারা।
	৭.৭.৩	নিরাপদ পরিবেশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে সহজ উপায়ে মুরগি পালন করতে পারা।

ইসলাম শিক্ষা/Islamic Education

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	**: ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ জেনে ও উপলব্ধি করে ধর্মীয় জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হতে পারা।**	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	**পারদর্শিতার সূচক (PI)**
	৬.১.১	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহের ধারণা প্রকাশ করছে।
	৬.১.২	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ এর উপর ভিত্তি করে নিজের আগ্রহ প্রসূত প্রশ্ন করছে।
৬.২	**: ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান অনুধাবন ও উপলব্ধি করে তা অনুসরণ এবং নিজ জীবনে চর্চা করতে পারা।**	
	৬.২.১	শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।

৬.৩	: ইসলামি জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে নিজ প্রেক্ষাপট ও পরিবেশে সৃষ্টির প্রতি সযত্ন ও দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা এবং সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারা।	
	৬.৩.১	শিক্ষার্থী ইসলামী জ্ঞান ও মূল্যবোধ উপলব্দি করে নিজ জীবনে প্রয়োগ করছে।
	৬.৩.২	শিক্ষার্থী সকলের প্রতি সদয় ও দায়িত্বশীল আচরণ করে সকলের সাথে সহাবস্থান করছে।

সপ্তম- ইসলাম শিক্ষা/Islamic Education

যোগ্যতা নং	একক যোগ্যতার বিবরণ	
৭.১	: ধর্মীয় উৎসসমূহ থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসরণ করতে পারা।	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)
	৭.১.১	শিক্ষার্থী কুরআন ও হাদীস থেকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আহরণ করে উপলব্ধি করে প্রকাশ করছে।
	৭.১.২	শিক্ষার্থী ইসলামের মৌলিক বিষয়বস্তুর নির্দেশনা অনুসরণ করছে।
৭.২	: ইসলামের মৌলিক উৎস থেকে প্রাপ্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে ইসলামী বিধি-বিধান চর্চা করতে পারা।	
	৭.২.১	শিক্ষার্থী তার পক্ষে সম্ভবপর ইসলামী মৌলিক বিধি-বিধান চর্চা করছে।
৭.৩	: ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়ে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে চর্চা করতে পারা এবং মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেতে সম্পৃক্ত রাখতে পারা।	
	৭.৩.১	শিক্ষার্থী ইসলামী মৌলিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ উপলব্ধি করে মানবিক গুণাবলী নিজ জীবনে চর্চা করছে।
	৭.৩.২	শিক্ষার্থী নিজ পরিবেশ ও সমাজের মানুষ ও প্রকৃতির কল্যাণে নিজেকে সম্পৃক্ত করছে।

আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) সমূহ	
আচরণিক সূচক নং	আচরণিক সূচক (Behavioral Indicators, BI)
BI-1	দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।
BI-2	নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে।
BI-3	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথ অনুসরণ করছে।
BI-4	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে।
BI-5	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে।
BI-6	দলীয় ও একক কাজ বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে।
BI-7	নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে।
BI-8	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে।
BI-9	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে।
BI-10	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্রময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

৩৭. মূল্যায়ন নির্দেশিকা/রুব্রিক্স (Rubrics)

Grade/Class Six; Subject : English

Competency-1 (Communication) : Ability to communicate with relevance to a given context.

- **Required knowledge :** Features of interaction; Contextuality appropriate words and expressions; Features of formal and informal cpmmunication
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Politeness, democratic attitude, local values, culturally accepted norms
  - ✓ **Focus of the competency :** Content-specific communication
  - ✓ **Performace Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
6.1.1	Students **interact** using appropriate expressions, according to the specific situation.	**45%**

Level of PI	△ **Expert:** Students **interact** with different age groups **using appropriate words and expressions** according to the contexts. **Evidence:** Appropriate use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (thank you, bye, take care) in the interactions.
	○ **Intermediate:** Students **interact** and subsequently modify their interaction according to the situations but **fail to demonstrate the appropriateness**. **Evidence:** Changing/modifying greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (thank you, bye, take care) in the interactions accordingly.
	□ **Elementary:** Students **interact** with people in different situations using their **limited vocabulary.** **Evidence:** Failure of using greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (thank you, bye, take care) appropriately in the interactions.
Experience no : 1	**Activities to be observed : 1.11**

PI	**PI Details**	**%**
6.1.2	Students **produce** written text following appropriate features of greetings, body and closing remarks in a formal and informal letter.	**45%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **produce** formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **appropriately.** **Evidence:** Appropriate use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) in writing.	
	○**Intermediate:** Students **produce** formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **partially.** **Evidence:** Partial use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) in writing.	
	□ **Elementary:** Students **produce** formal and informal texts using the features of greetings, body and closing remarks **minimally.** **Evidence:** Limited/Minimum use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) in writing.	
Experience no : 14	**Activities to be observed : 14.9**	

PI	**PI Details**	**%**
6.1.3	Students **interact using appropriate ways** of greeting, addressing, refusal and closing remarks according to the specific culture and context.	**10%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **interact** in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **appropriately.** **Evidence:** Appropriate use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) according to different cultural contexts.	
	○ **Intermediate:** Students interact in accordance with different cultural context using ways of greetings, addressing, refusal, and closing remarks **partially**. **Evidence:** Partial use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) according to different cultural contexts.	
	□ **Elementary:** Students interact in accordance with different cultural contexts using ways of greetings, addressing refusal, and closing remarks **minimally**. **Evidence:** Limited/minimum use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (Best regards, thank you, bye, take care) according to different cultural contexts.	
Experience no : 10, 11	**Activities to be observed : 10.8; 11.6**	

Competency-2 (Grammar) : Ability to use appropriate vocabulary/expression (in form of synonyms, antonyms, phrases etc) in accordance with the context.

- **Required knowledge :** Linguistic features; different genres/type of texts; purpose of the text; target audience; stated grammar items; reading subskills; writing subskill
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Creative epression, creative and critical thinking, analytical sense
  - ✓ **Focus of the competency :** Context-specific use of grammar rule
  - ✓ **Performace Indicators (PI) :**

PI	**PI Details**	**%**

6.2.1	Students **analyse different linguistic** features in accordance with the purpose of the texts.	**30%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, analyse different linguistic features following the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, analyse different linguistic features following the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
	□ **Elementary:** Students, **with guidance**, analyse different linguistic features following the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
Experience no : 3, 7, 12	**Activities to be observed : 3.4; 7.6; 12.4**	

PI	PI Details	%
6.2.2	Students **use different linguistic** features according to the context in producing texts.	**70%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts. **Evidence:** Using different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts. **Evidence:** Using different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
	□ **Elementary:** Students, **with guidance**, use different linguistic features according to the contexts in producing texts. **Evidence:** Using different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, Articles, Nouns, Pronouns and Adjectives, Modal verbs, Assertive and Interrogative sentences, Simple Present, Past and Future tenses)	
Experience no : 3, 4, 6, 7, 9, 12	**Activities to be observed : 3.8; 4.5; 4,6; 6.8, 7.7, 9.7, 12.9**	

Competency-3 (Democratic Norm) : Ability to appreciate a democratic atmosphere in a communication and participate accordingly.

- **Required knowledge :** Features of interaction; local values; democratic norms/values; democratic attitude; inappropriate/rude attitude
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Democratic practice, culturally accepted local values, critical thinking, analytical sense, learners' empowerment
  - ✓ **Focus of the competency :** Maintaining a democratic atmosphere in communication
  - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
6.3.1	Students **practice** democratic skills in different situations.	**80%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **practice** different democratic skills **on most occasions**. **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.	
	○ **Intermediate:** Students **practice** democratic skills **on some occasions**. **Evidence:** Evidence: Listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.	
	□ **Elementary:** Students **practice** democratic skills **on rare occasions**. **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.	
Experience no : 5, 8, 10	**Activities to be observed : 5.9, 8.5, 10.8**	

PI	PI Details	%
6.3.2	Students **encourage** a democratic attitude in different situations.	**20%**

Level of PI	△ **Expert:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on most occasions**. **Evidence:** Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
	○ **Intermediate:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on some occasions**. **Evidence:** Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
	☐ **Elementary:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on rare occasions**. **Evidence:** Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
Experience no : 10, 16	**Activities to be observed : 10.9, 16.6**

Competency-4 (Literature) **:** Ability to comprehend and connect to a literary text using contextual clues.

- **Required knowledge :** Features of different types of literary texts; reading subskills, writing subwkills
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** A sense of aesthetics, critical thinking, creative thinking, analytical sense
  - ✓ **Focus of the competency :** Sense of aesthetics
  - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
6.4.1	Students **analyse** the features of the literary text.	**30%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **analyse almost all** of the features of any literary text. **Evidence:** Identifying different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
	○ **Intermediate:** Students **analyse some of** the features of any literary text. **Evidence:** Identifying different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
	☐ **Elementary:** Students **analyse a few** of the features of any literary text. **Evidence:** Identifying different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
Experience no : 2, 13, 15, 17, 18	**Activities to be observed : 2.5, 13.5, 15.6, 17.7, 18.7**	

PI	PI Details	%
6.4.2	Students **produce** texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination.	**70%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.	
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination	
	☐ **Elementary:** Students, **with guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.	
Experience no : 15	**Activities to be observed : 15.7**	

Performance Standards (PS)

PS	Class Six PS Details
PS-1	Students **comprehend and interpret** the texts according to the contexts.
Level of PS	△ **Expert:** Students, without any guidance, comprehend and interpret the texts according to the contexts.
	○ **Intermediate:** Students, with limited guidance, comprehend and interpret the texts according to the contexts.
	☐ **Elementary:** Students, with guidance, comprehend and interpret the texts according to the contexts.

Compiler: Saleh Uddin, BA Hon's & MA (English), NU; PGDIT, IIT, NSTU; Vashaguru Software (English), CSE, BUET
ITEC Course (Pedagogy, Advanced English & ICT), NITTTR, Chennai, India; Cell: 01724924388
Lecturer, English, Noakhali Karamatia Kamil Madrasah

PS	Class Six PS Details
PS-2	Students **express their points of view** (opinion/imagination/arguments).
Level of PS	△ **Expert:** Students, without any guidance, articulate their points of view.
	○ **Intermediate:** Students, with limited guidance, articulate their points of view.
	☐ **Elementary:** Students, with guidance, articulate their points of view.

Grade/Class : Seven; Subject : English

Competency-1 (Communication) : Ability to repair communication breakdown relating to the contexts.

- **Required knowledge :** Features of interaction; Reading subskills, Organizational features of different geres in writing, Contextuallly appropriate words and expressions; Features of formal and informal communications
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Politeness, democratic attitude, local values, acceptance of diversity
  - ✓ **Focus of the competency :** Strategies to minimize communication failure
  - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
7.1.1	Students **use various strategies** to repair oral communication breakdown	15%
Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown. **Evidence:** Using appropriate parts of speech, tenses, and body language in communication.	
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown. **Evidence:** Using appropriate parts of speech, tenses, and body language in communication.	
	☐ **Elementary:** Students, **with guidance**, apply various strategies to repair and minimize oral communication breakdown. **Evidence:** Using appropriate parts of speech, tenses, and body language in communication.	
Experience no : 6	**Activities to be observed : 6.9**	

PI	PI Details	%
7.1.2	Students **use various reading strategies** to infer meaning from the texts.	85%
Level of PI	△ **Expert:** Students, **independently**, use various reading strategies to infer meaning from the texts. **Evidence:** Using reading strategies such as rereading the text, using contextual clues (understanding of the title, illustrations, explanations) skimming, and scanning to understand a text.	
	○ **Intermediate:** Students, **with the help of their peers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts. **Evidence:** Using reading strategies such as rereading the text, using contextual clues (understanding of the title, illustrations, explanations) skimming, and scanning to understand a text.	
	☐ **Elementary:** Students, **with the help of their peers and teachers**, use various reading strategies to infer meaning from the texts. **Evidence:** Using reading strategies such as rereading the text, using contextual clues (understanding of the title, illustrations, explanations) skimming, and scanning to understand a text.	
Experience no : 6	**Activities to be observed : 6.9**	

Competency-2 (Grammar) : Ability to recognize and transform different sentence structures.

- **Required knowledge :** Linguistic features; purpose of the text; target audience; stated grammar items; reading subskills; writing subskill
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Analytical sense
  - ✓ **Focus of the competency :** Transformation of sentence structures
  - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
7.2.1	Students **use different linguistic features** in accordance with the purpose of the texts.	40%

Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, articles, parts of speech, modal verbs, appropriate sentences, tenses, active and passive forms of sentences, synonyms and antonyms)
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, articles, parts of speech, modal verbs, appropriate sentences, tenses, active and passive forms of sentences, synonyms and antonyms)
	☐ **Elementary:** Students, **with guidance**, use different linguistic features in accordance with the purpose of the texts. **Evidence:** Identifying different linguistic features (Capitalization and punctuation marks, articles, parts of speech, modal verbs, appropriate sentences, tenses, active and passive forms of sentences, synonyms and antonyms)
Experience no : 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15	**Activities to be observed : 2.6, 4.9, 7.6, 8.11, 11.8, 12.13, 14.10, 15.7**

PI	**PI Details**	**%**
7.2.2	Students **transform sentence structures** according to the situations	**60%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **independently**, transform sentence structures according to the situations. **Evidence:** Transforming sentences (affirmative to negative, assertive to interrogative, active to passive) tenses (present to past/future and vice versa) synonyms to antonyms and vice versa in writing.	
	○ **Intermediate:** Students, **with the help of their peers**, transform sentence structures according to the situations. **Evidence:** Transforming sentences (affirmative to negative, assertive to interrogative, active to passive) tenses (present to past/future and vice versa) synonyms to antonyms and vice versa in writing.	
	☐ **Elementary:** Students, **with the help of their peers and teachers**, transform sentence structures according to the situations. **Evidence:** Transforming sentences (affirmative to negative, assertive to interrogative, active to passive) tenses (present to past/future and vice versa) synonyms to antonyms and vice versa in writing.	
Experience no : 2, 4	**Activities to be observed : 2.10, 4.10**	

Competency-3 (Democratic Norm) : Ability to practice democratic norms by relevant social practices.

- **Required knowledge :** Local values; International norms/values; Democratic attitude; inappropriate/rude attitude
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** Democratic practice, culturally accepted local values, critical thinking, analytical sense, learners' empowerment
    - ✓ **Focus of the competency :** Maintaining a democratic atmosphere in communication
    - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	**PI Details**	**%**
7.3.1	Students **practice** democratic skills in different situations.	**80%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **practice** different democratic skills **on most occasions**. **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions, and responding logically.	
	○ **Intermediate:** Students **practice** democratic skills on some **occasions**. **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions, and responding logically.	
	☐ **Elementary:** Students **practice** democratic skills **on rare occasions**. **Evidence:** Listening to others attentively, respecting others' opinions, and responding logically.	
Experience no : 1, 9, 10	**Activities to be observed : 1.8, 9.9, 10.7**	

PI	**PI Details**	**%**
7.3.2	Students **encourage** a democratic attitude in different situations.	**20%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on most occasions**. **Evidence:** Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions, and responding logically.	
	○ **Intermediate:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on some occasions**.	

	Evidence: Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions, and responding logically.
	☐ **Elementary:** Students **encourage** others to practice democratic skills **on rare occasions**. **Evidence:** Creating scopes for others to share their thoughts/feelings in conversations (turn-taking), inviting, listening to others attentively, respecting others' opinions and responding logically.
Experience no : 1, 9, 10	**Activities to be observed : 1.8, 9.9, 10.7**

Competency-4 (Literature) : Ability to connect emotionally with a literary texts and express personal feelings about it.

- **Required knowledge :** Features of different types of literary texts; Reviewing literary texts; reading subskills, writing subwkills
- **Required Skills :** 4 language skills and alternative communication skills
- **Embedded values and attitude :** A sense of aesthetics, critical thinking, creative thinking, analytical sense, articulative
  - ✓ **Focus of the competency :** Articulation of feelings and preferences
  - ✓ **Performance Indicators (PI) :**

PI	PI Details	%
7.4.1	Students **analyse** the features of the literary texts.	**10%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **analyse almost all** of the features of any literary text. Evidence: Identifying different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
	○ **Intermediate:** Students **analyse some of** the features of any literary text. **Evidence:** Identifying different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
	☐ **Elementary:** Students **analyse a few of** the features of any literary text. **Evidence:** Identifying different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) from any literary text.	
Experience no : 3, 5, 16	**Activities to be observed : 3.7, 5.12; 16.12**	

PI	PI Details	%
7.4.2	Students **produce** texts following the features of the literary texts based on their experience/imagination.	**60%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **without any guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.	
	○ **Intermediate:** Students, **with limited guidance**, express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.	
	☐ **Elementary:** Students, **with guidance,** express their experience/imagination which reflects the features of the literary texts. **Evidence:** Using different literary features (central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in expressing experiences and imagination.	
Experience no : 3, 5	**Activities to be observed : 3.7, 5.13**	

PI	PI Details	%
7.4.3	Students **express their feelings/opinions** about the literary texts.	**30%**
Level of PI	△ **Expert:** Students, **independently,** express their feelings/opinions about literary texts. **Evidence:** Identifying the interesting things (in the form of central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in literary texts and expressing/articulating preferences (liking, disliking) with examples/evidence.	
	○**Intermediate:** Students, **with help of their peers**, express their feelings/opinions about the literary texts. Preference **Evidence:** Identifying the interesting things (in the form of the central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in literary texts and expressing/articulating preferences	

	(liking, disliking) with examples/evidence.
	☐ **Elementary:** Students, **with help of their peers and teachers**, express their feelings/opinions about the literary texts. **Evidence:** Identifying the interesting things (in the form of the central theme, point of view, plot, setting, character, rhymes, stanza, dialogue, act/scene) in literary texts and expressing/articulating preferences (liking, disliking) with examples/evidence.
Experience no :	**Activities to be observed :**

Performance Standards (PS)

PS	Class Seven PS Details
PS-1	Students **use different strategies** to comprehend the texts according to the contexts.
Level of PS	△ **Expert:** Students, without any guidance, use different strategies to comprehend the texts according to the contexts.
	○ **Intermediate:** Students, with limited guidance, use different strategies to comprehend the texts according to the contexts.
	☐ **Elementary:** Students, with guidance, use different strategies to comprehend the texts according to the contexts.

PS	PS Details
PS-2	Students **express their preferences** on the basis of evaluating any literary texts.
Level of PS	△ **Expert:** Students, without any guidance, express their preferences on the basis of evaluating any literary texts.
	○ **Intermediate:** Students, with limited guidance, express their preferences on the basis of evaluating any literary texts.
	☐ **Elementary:** Students, with guidance, express their preferences on the basis of evaluating any literary texts.

Grade/Class Six; Subject : Bangla

PI	PI Details	%
6.1.1	Students **interact** using appropriate expressions, according to the specific situation.	**45%**
Level of PI	△ **Expert:** Students **interact** with different age groups **using appropriate words and expressions** according to the contexts. **Evidence:** Appropriate use of greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), refusal (politely refusal), and closing remarks (thank you, bye, take care) in the interactions.	
	○ **Intermediate:** Students **interact** and subsequently modify their interaction according to the situations but **fail to demonstrate the appropriateness**. **Evidence:** Changing/modifying greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (thank you, bye, take care) in the interactions accordingly.	
	☐ **Elementary:** Students **interact** with people in different situations using their **limited vocabulary.** **Evidence:** Failure of using greetings (Hi/Hello), addressing (Dear/Sir/madam/by name), and closing remarks (thank you, bye, take care) appropriately in the interactions.	
Experience no : 1	**Activities to be observed : 1.11**	

ষষ্ঠ-বাংলা/Bangla

যোগ্যতা নং	যোগ্যতার বিবরণ	
৬.১	: পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারা।	
	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	পারদর্শিতার সূচক (PI)

	৬.১.১	নিজের এবং অন্যের প্রয়োজন ও আবেগ বিবেচনায় নিয়ে যোগাযোগ করতে পারছে।
	△ অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে পরিবেশ পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে।	
	○ অন্যের কাছে নিজের চাহিদা প্রকাশ করার সময়ে ঐ ব্যক্তির আগ্রহ, চাহিদা ও আবেগ বিবেচনায় নিতে পারছে।	
	□ অন্যের সাথে যোগাযোগের সময়ে নিজের চাহিদা প্রকাশ করতে পারছে।	
	৬.১.২	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করতে পারছে।
	△ মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরণ অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে।	
	○ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরণ অনুযায়ী যথাযথভাবে সম্বোধন করতে পারছে।	
	□ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কের ধরণ অনুযায়ী মর্যাদাপূর্ণ শারীরিক ভাষা প্রয়োগ করতে পারছে।	
৬.২	**: নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।**	
	৬.২.১	বাংলা ধ্বনি ও শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে।
	△ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দের আঞ্চলিক উচ্চারণ শনাক্ত করে সেগুলোকে প্রমিত রূপে উচ্চারণের অনুশীলন করছে।	
	○ পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন শব্দের প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে।	
	□ বাংলা ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে।	
	৬.২.২	প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারছে।
	△ কোনো বিষয়ের উপর প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারছে।	
	○ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলা কথা বলতে পারার দক্ষতায় ক্রমান্বয়ে উন্নতি করছে।	
	□ শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালে প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে	
৬.৩	**: শব্দের শ্রেণি ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করতে পারা।**	
	৬.৩.১	লেখায় শব্দের শ্রেণি বিবেচনায় নিতে পারছে।
	৬.৩.২	লেখায় শব্দের অর্থবৈচিত্র্য বিবেচনায় নিতে পারছে।
	৬.৩.৩	বিভিন্ন শ্রেণির বাক্য শনাক্ত করতে পারছে এবং বাক্যে যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারছে।
৬.৪	**: প্রায়োগীক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্দি করতে পারা।**	
	৬.৪.১	বিভিন্ন ধরনের লেখা বিশ্লেষণ ও তৈরি করতে পারছে।
৬.৫	**: সাহিত্যের প্লট, চরিত্রায়ণ, মূলভাব ও রূপনীতি বুঝতে পারা, নিজের জীবন ও পরিপার্শের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি ঘটানো এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি প্রয়োগ করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।**	
	৬.৫.১	সাহিত্যের বিষয় ও বক্তব্য বুঝে জীবনের সাথে সম্পর্কিত করতে পারছে।
	৬.৫.২	সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারছে।
	৬.৫.৩	নিজের কল্পনা ও অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ করতে পারছে।
৬.৬	**: কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়কে মনোযোগ সহকারে দেখে, শুনে বা স্পর্শ করে যথাযথভাবে বোঝার জন্য কৌতুহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা, নিজের অভিমতের যথার্থতা ফলাবর্তনের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করা।**	
	৬.৬.১	নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশ্নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে এর যথার্থতা নিশ্চিত করতে পারছে।
	৬.৬.২	নিজের মত প্রকাশ করছে ও অন্যের মতামত গ্রহণ করতে পারছে।

আচরণিক সূচক (Behavioral Indicator, BI) মূল্যায়ন নির্দেশিকা (রুব্রিক্স/Rubrics)	
আচরণিক সূচক নং	**আচরণিক সূচক (Behavioral Indicators, BI)**
BI-1	**দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে।
	○ **বিকাশমান :** দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথ পালন করছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মতো করে কাজে অংশ গ্রহণ করার চেষ্টা করছে।
BI-2	**নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সভার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে।
	○ **বিকাশমান :** নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোনো গুরুত্ব না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে।
BI-3	**নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথ অনুসরণ করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে।
	○ **বিকাশমান :** পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক করতে পারছে না।
	□ **প্রারম্ভিক :** নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না।
BI-4	**শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** শিখন অভিজ্ঞতা সমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি।
	○ **বিকাশমান :** শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিক ভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত সথানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে।
BI-5	**পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে।

	○ **বিকাশমান :** যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ করছে।
BI-6	**দলীয় ও একক কাজ বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন - তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণণায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে।
	○ **বিকাশমান :** কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন - তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণণায় নিরপক্ষেতার অভাব রয়েছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন - তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায় কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপক্ষেতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে।
BI-7	**নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না।
	○ **বিকাশমান :** দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে।
BI-8	**অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে।
	○ **বিকাশমান :** অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রকে স্বীকার করছে এবং অন্যেও যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে।
	□ **প্রারম্ভিক :** অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্রের প্রতিশ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদেও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে।
BI-9	**দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না।
	○ **বিকাশমান :** দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না।
	□ **প্রারম্ভিক :** দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে।
BI-10	**ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্রময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।**
	△ **দক্ষ/অভিজ্ঞ :** ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে।
	○ **বিকাশমান :** ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না।
	□ **প্রারম্ভিক :** ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্রময়তা ও নান্দকিতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

৩৮. বিষয় ও অধ্যায় ভিত্তিক পারদর্শিতার সূচক (PI) সমূহ

ষষ্ঠ : ইংরেজি

Experience No অভিজ্ঞতা নং	Experience No & Name অভিজ্ঞতার নং ও নাম	Competency Assessment (PI) পারদর্শিতার সূচক (পারদর্শিতার যে সূচক গুলো মূল্যায়ন করা হবে)	Active Experimentation সক্রিয় পরীক্ষণ (Activities to be obsereved-যে কার্যক্রমগুলো দেখে পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন করা হবে)
1	Talking to People	6.1.1	1.11
2	Little Things	6.4.1	2.6
3	Future Lies in Present	6.2.1 & 6.2.2	3.8
4	Ask and Answer	6.2.2	4.6
5	Together We are a Family	6.3.1	5.8-5.9
6	The Missing Tenth Man	6.2.2	6.7-6.8
7	A Day in the Life of Mina	6.2.1 & 6.2.2	7.7
8	Bangabandhu, My Inspiration	6.3.1	8.5
9	Politeness	6.2.2	9.7
10	The Boy Under the Tree	6.3.2 & 6.3.1	10.8
11	Meeting an Overseas Friend	6.1.3	11.7

12	Medha's Dream	6.2.1 & 6.2.2	12.9-12.10
13	My Books	6.4.1	13.7
14	Arshi's Letter	6.1.2	14.9
15	A Fresh Pair Eyes	6.4.1 & 6.4.2	15.6-15.7
16	Save Our Home	6.3.2	16.6
17	King Lear	6.4.1	17.7
18	Four Friends	6.4.1	18.7

সপ্তম : ইংরেজি

Experience No অভিজ্ঞতা নং	Experience No & Name অভিজ্ঞতার নং ও নাম	Competency Assessment (PI) পারদর্শিতার সূচক (পারদর্শিতার যে সূচক গুলো মূল্যায়ন করা হবে)	Active Experimentation সক্রিয় পরীক্ষণ (Activities to be obsereved-যে কার্যক্রমগুলো দেখে পারদর্শিতার সূচক মূল্যায়ন করা হবে)
1	A Dream School	7.3.1 & 7.3.2	1.8
2	Playing With the Words	7.2.1 & 7.2.2	2.6 & 2.10
3	If	7.4.2	3.7
4	The Frog and the Ox	7.2.1 & 7.2.2	4.9 & 4.10
5	Have You Filled a Bucket Today?	7.4.1 & 7.4.2	5.12 & 5.13
6	A Good Reader	7.1.1 & 7.1.2	6.9
7	Using Verbs Easily	7.2.1	7.6
8	Heroes of Bengal	7.2.1	8.11
9	Knowing Our Parents	7.3.1 & 7.3.2	9.9
10	Freedom of Choice	7.3.1 & 7.3.2	10.7
11	Let's Explore the Sentences	7.2.1	11.8
12	Subha's Promise	7.2.1	12.13
13	Be the Best of What 14. You Are	7.4.3	13.9
14	Our Language Movement	7.2.1	14.10
15	Write to Make Aware	7.2.1	15.7
16	As You Like It	7.4.3 & 7.4.1	16.11 & 16.12

ষষ্ঠ শ্রেণি : বাংলা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগ করি	৬.১১; ৬.১.২	
২	প্রমিত ভাষা শিখি	৬.২.১; ৬.২.২	

৩	শব্দের শ্রেণি	৬.৩.১	
৪	শব্দের অর্থ	৬.৩.২	
৫	যতি চিহ্ন	৬.৩.৩	
৬	বাক্য	৬.৩.৩	
৭	চার পাশের লেখার সাথে পরিচিত হই	৬.৪.১	
৮	প্রায়োগিক লিখা	৬.৪.১	
৯	বিবরণমূলক লিখা	৬.৪.১	
১০	তথ্যমূলক লিখা	৬.৪.১	

সপ্তম শ্রেণি : বাংলা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি	৭.১.১	
২	প্রমিত ভাষায় কথা বলি	৭.২.১	
৩	শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি	৭.৩.১	
৪	শব্দের গঠন	৭.৩.২	
৫	শব্দের অর্থ	৭.৩.৩	
৬	যতি চিহ্ন	৭.৩.৩	
৭	বাক্য	৭.৩.৩	
৮	চার পাশের লেখার সাথে পরিচিত হই	৭.৪.১	
৯	প্রায়োগিক লিখা	৭.৪.১	
১০	বিবরণমূলক লিখা	৭.৪.১	
১১	তথ্যমূলক লিখা	৭.৪.১	

ষষ্ঠ শ্রেণি : বিজ্ঞান

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	আকাশ কত বড়	৬.৭.১; ৬.৭.২	
২	আমাদের জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.১০.১; ৬.১০.২	
৩	পিকনিক পিকনিক	৬.৪.১; ৬.৪.২; ৬.৬.১; ৬.৬.২	
৪	আমাদের যারা প্রতিবেশি	৬.৮.১; ৬.৮.২; ৬.৩.১; ৬.৩.২	
৫	চল নৌকা বানাই	৬.৪.১; ৬.৪.২; ৬.৬.১; ৬.৬.২	
৬	রোদ জল বৃষ্টি	৬.৬.১; ৬.৬.২; ৬.৯.১; ৬.৯.২; ৬.৫.১; ৬.৫.২	
৭	গতির খেলা	৬.৬.১	
৮	সবার ইশকুল	৬.১০.১; ৬.১০.২; ৬.২.১	
৯	চাঁদ সূর্যের খেলা	৬.৬.১; ৬.৬.২	
১০	রান্নার ঘরেই ল্যাবরেটরি	৬.৪.১; ৬.৪.২; ৬.২.১; ৬.২.২	
১১	দেহ ঘড়ির কলকব্জা	৬.৪.১; ৬.৪.২; ৬.৬.২	
১২	পানির সাথে বন্ধুত্ব	৬.৯.১; ৬.৯.২	
১৩	বিশ্বভরা প্রাণ	৬.৪.১; ৬.৪.২	
১৪	রঙ্গের দুনিয়া	৬.৪.১; ৬.৪.২	
১৫	হারিয়ে গেছে যারা	৬৯.১; ৬.৯.২; ৬.৬.১; ৬.৬.২	
১৬	আপনার শিশুকে টিকা দিন	৬.১০.২	
১৭	বাঁচবে নদী তাতে জীবন থাকে যদি	৬.৬.১; ৬.৬.২; ৬.৯.১; ৬.৯.২	

সপ্তম শ্রেণি : বিজ্ঞান

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	ফসলের ডাক	৭.৮.১; ৭.৮২; ৭.১.১; ৭.১.২	
২	পদার্থের সুলুক সন্ধান	৭.২.২; ৭.৩.১; ৭.৩.২	
৩	কোষ পরিভ্রমন	৭.৩.১; ৭.৩.২	
৪	সূর্যালোকে রান্না	৭.৫.১; ৭.১.১; ৭.১.২	
৫	অদৃশ্য প্রতিবেশি	৭.৩.১; ৭.৩.২	
৬	হরেক রকম খেলনার মেলা	৭৩৫.১; ৭.১.১; ৭.১.২	
৭	ক্ষুদে বাগান	৭.৬.১; ৭.৬.২	
৮	ভূমিকম্প ভূমিকম্প!	৭.৪.১; ৭.৪.২	
৯	কল্পবিজ্ঞানের গল্প	৭.৭.১	
১০	ডাইনোসরের ফসিলে খোঁজে	৭.৪.১; ৭.৪.২	

১১	হজমের কারখানা	৭.৪.১; ৭.৪.২	
১২	রুদ্র প্রকৃতি	৭.৬.১	

ষষ্ঠ শ্রেণি : ডিজিটাল প্রযুক্তি

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	সমস্যা দেখে না পাই ভয় সবাই মিলে করি জয়	৬.১	
২	চলো বানাই উপহার	৬.৪	
৩	আমাদের বিদ্যালয়	৬.৬	
৪	তথ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় মানববন্ধন	৬.৭; ৬.৮	
৫	বন্ধুর সাথে ভ্রমন পরিকল্পনা	৬.২	
৬	শিখনের জন্য নেটওয়ার্কিং	৬.৩	
৭	চলো সাজাই জরুরী সেবা তথ্য কেন্দ্র	৬.৫; ৬.৯	
৮	সুপ্ত মনে মুক্ত আলোচনা	৬.৯	
৯	স্থানীয় বৈচিত্রপত্র	৬.১০	

সপ্তম শ্রেণি : ডিজিটাল প্রযুক্তি

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	ডিজিটাল সময়ের তথ্য	৭.১; ৭.৪	
২	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ব্যবহার	৭.৬	
৩	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ভার্চুয়াল পরিচিতি তৈরি	৭.৩	
৪	সাইবারে গোয়েন্দাগিরি	৭.৮	
৫	আমি যদি হই রোবট	৭.২	
৬	বন্ধু নেটওয়ার্কের বিনিময়	৭.৩.১; ৭.৩.২	
৭	গ্রাহক সেবার ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার	৭.৫	
৮	যোগাযোগ নিয়ম মানি	৭.৯	
৯	আঞ্চলিক বৈচিত্রপত্র	৭.১০	

ষষ্ঠ শ্রেণি : গণিত

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	সংখ্যার গল্প	৬.২.১; ৬.১.১; ৬.১.২	
২	দ্বিমাত্রিক বস্তুর গল্প	৬.৪.১; ৬.১.১; ৬.১.২; ৬.৩.১; ৬.৩.২	
৩	তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ	৬.৭.১; ৬.৭.২; ৬.২.১; ৬.১.২	
৪	মৌলিক উৎপাদকের গাছ	৬২.১	
৫	দৈর্ঘ্য মাপি	৬.৩.১; ৬.৩.২; ৬.২.১	
৬	পূর্ণ সংখ্যার জগৎ	৬.২.১	
৭	ভগ্নাংশের খেলা	৬.২.১	
৮	অজানা রাশির জগৎ	৬.৫.১; ৬.৫.২	
৯	সরল সমীকরণ	৬.৫.১; ৬.৫.২	
১০	ত্রিমাত্রিক বস্তুও গল্প	৬৪.১; ৬.১.১; ৬.১.২	
১১	ঐকিক নিয়ম, শতকরা ও অনুপাত	৬.৬.১	
১২	সূত্র খুঁজি সূত্র বুঝি	৬.৮.১; ৬.১.১; ৬.১.২	

সপ্তম শ্রেণি : গণিত

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	সূচকের গল্প	৭.২.১	
২	অজানা রাশির সূচক, গুণ ও তাদের প্রয়োগ	৭.৫১, ৭.৫.২	
৩	ভগ্নাংশের গসাগু ও লসাগু	৭.২.১	
৪	অনুপাত, সমানুপাত	৭.২.১	
৫	আকৃতি দিয়ে যায় চেনা	৭.৩১., ৭.৩.২, ৭.৪.১; ৭.৪.২	
৬	সর্বসমতা ও সদৃশতা	৭.৪.১; ৭.৪.২	
৭	বাইনারি সংখ্যার গল্প	৭.৬.১; ৭.৬.২	
৮	চল বৃত্ত চিনি	৭.৩.১; ৭.৩.২; ৭.৮.১	
৯	অজানা রাশির উৎপাদক, গসাগু ও লসাগু	৭.৫.১; ৭.৫.২	
১০	নানা রকম আকৃতি মাপি	৭.৩.১; ৭.৩.২; ৭.৮.১	

১১	অজানা রাশির ভগ্নাংশের গল্প	৭.৫.১; ৭.৫.২	
১২	অজানা রাশির সমিকরণ	৭.৫.১; ৭.৫.২	
১৩	তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ	৭.৭.১; ৭.৭২; ৭.১.২	

ষষ্ঠ শ্রেণি : জীবন ও জীবিকা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	কাজের মাঝে আনন্দ	৬.৪.১; ৬.৪.২	
২	পেশার রূপ বদল	৬.২.১; ৬.২.২	
৩	আগামীর স্বপ্ন	৬.৬.১; ৬.৬.২	
৪	আর্থিক ভাবনা	৬.৫.১	
৫	আমার জীবন আমার লক্ষ্য	৬.১.১; ৬.১.২	
৬	দশে মিলে করি কাজ	৬.৩.১	
৭	স্কিল কোর্স	৬.৭.১; ৬.৭.২	

সপ্তম শ্রেণি : জীবন ও জীবিকা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	কাজের মাঝে আনন্দ	৭.৪.১; ৭.৪.২	
২	পেশার রূপ বদল	৭.২.১; ৭.২.২	
৩	আগামীর স্বপ্ন	৭.৬.১; ৭.৬.২	
৪	আর্থিক ভাবনা	৭.৫.১;৭.৫.২	
৫	আমার জীবন আমার লক্ষ্য	৭.১.১; ৭.১.২	
৬	দশে মিলে করি কাজ	৭.৩.১	
৭	স্কিল কোর্স	৭.৭.১; ৭.৭.২; ৭.৭.৩	

ষষ্ঠ শ্রেণি : শিল্প ও সংস্কৃতি

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	আনন্দধারা	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.৪.১	
২	শীত প্রকৃতির রূপ	২ ও ৩ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ৪ এর মধ্যে সন্নেবিশত আছে, তাই ৪ নং মূল্যায়ন করলে একই সঙ্গে ২ ও ৩ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা মূল্যায়ন হয়ে যাবে)	
৩	পলাশের রঙ্গে রঙ্গিন ভাষা		
৪	স্বাধীনতা তুমি	৬.২.১; ৬.৪.১; ৬৫.১	
৫	নব আনন্দে জাগো	৬.৩.১; ৬.১.২; ৬.৪.১; ৬.৫.১	
৬	আত্মার আত্মীয়	৬.২.১; ৬.৪.১; ৬.৫.১	
৭	বৃষ্টি ধারায় বর্ষা আসে	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.৩.১; ৬.৪.১; ৬.৫.১	
৮	টঙ্গি পাড়ার সেই ছেলেটি	৮ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ৯ এর মধ্যে সন্নেবিশত আছে, তাই ৯ নং মূল্যায়ন করলে ৮ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা মূল্যায়ন হয়ে যাবে)	
৯	শরৎ আসে মেঘের ভেলায়	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.৪.১; ৬.৫.১	
১০	হেমন্ত রাঙা সোনার রঙ্গে	৬.১.১; ৬.৩.১; ৬.৪.১; ৬.৫.১	

সপ্তম শ্রেণি : শিল্প ও সংস্কৃতি

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	বিশ্বজোড়া পাঠশালা	৭.১.১; ৭.১.২	
২	নকশা খুঁজি নকশা বুঝি	৭.১.১; ৭.১.২	
৩	মায়ের মুখের মধুর ভাষা	৩ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ৪ এর মধ্যে সন্নেবেশিত আছে, তাই ৪ নং মূল্যায়ন করলে একই যোগ্যতা সমূহ মূল্যায়ন হয়ে যাবে)	
৪	স্বাধীনতা আমার	৭.২.১; ৭.৪.১; ৭.৫.১	
৫	বৈচিত্রে ভরা বৈশাখ	৭.৩.১; ৭.৪.১; ৭.৫.১	
৬	কাজের মাঝে শিল্প খুঁজি	৭.১.১; ৭.৩.১; ৭.৪.১; ৭.৫.১	
৭	প্রাণ-প্রকৃতি	৭.২.১; ৭.৪.১; ৭.৫.১	
৮	প্রাণের গান	৮ ও ৯ নং অভিজ্ঞতার যোগ্যতা ১০ এর মধ্যে সন্নেবেশিত আছে, তাই ১০ নং মূল্যায়ন করলে একই সঙ্গে ৩টি অভিজ্ঞতার যোগ্যতা মূল্যায়ন হয়ে যাবে)	
৯	চিত্র লেখা		
১০	শরত উৎসব	৭.১.২; ৭.৪.১; ৭.৫.১	
১১	সোনার রোদের হাসি	৭.১.১; ৭.২.১; ৭.৩.১	
১২	আমাদের দেশ আমার বিজয়	মূল্যায়ন নির্দেশিকায় এ অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন লিখা তথ্য নেই	

ষষ্ঠ শ্রেণি : স্বাস্থ সুরক্ষা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	সুস্থ থাকি, আনন্দ থাকি, নিরাপদ থাকি	৬.১.১; ৬.১.২	
২	আমার কৈশরের যত্ন	৬.২.১; ৬.২.২	
৩	চলো বন্ধু হই	৬.৩.১	
৪	চলো নিজেকে আবিস্কার করি	৬.৪.১	
৫	অনুভূতি ও প্রয়োজনের কথা বলি	৬.৫.১; ৬.৫.২	
৬	সম্পর্কের যত্ন খুঁজে পাই রত্ন	৬.৬.১; ৬.৬.২	

সপ্তম শ্রেণি : স্বাস্থ সুরক্ষা

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	নিরাপদ ও সুষম খাবার খাই, সুস্থ সবল জীবন	৭.১.১	
২	খেলাধূলায় গড়ি সুস্থ জীবন	৭.১.২	
৩	রোগ মোকাবিলায় খুঁজে পাই সুস্থ থাকার উপায়	৭.১.৩	
৪	কৈশরের আনন্দযাত্রা	৭.২.১	
৫	বেড়ে উঠি মন ও মননে	৭.৩.১; ৭.৩.২	
৬	আমি হব আমার স্থপতি	৭.৪.১; ৭.৪.২	
৭	যোগাযোগে সঠিকভাবে প্রয়োজন প্রকাশ করি	৭.৫.১	
৮	সম্পর্কের যত্ন করি ভালো থাকি	৭.৬.১; ৭.৬.২	

ষষ্ঠ শ্রেণি : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	আত্ন পরিচয়	৬.২.১	
২	সক্রিয় নাগরিক ক্লাব	৬.৬.১	
৩	বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.১.৩	
৪	বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব	৬.৭.১	
৫	আমাদের এলাকায় মুক্তিযুদ্ধ	৬.৪.১	
৬	বই পড়া ক্লাব	৬.৬.১	
৭	গোত্রবদ্ধ সমাজ থেকে স্বাধীন রাষ্ট্র		
৮	সামাজিক পরিচয়	৬.২.২	
৯	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো	৬.৭.১; ৬.৭.২	
১০	প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর আন্তঃসম্পর্ক এবং আমাদের দায়িত্বশীলতা	৬.৭.১; ৬.৭.২	
১১	সমাজ ও সম্পদের কথা	৬.৮.১	

সপ্তম শ্রেণি : ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

অভিজ্ঞতা নং	অভিজ্ঞতার নাম	পারদর্শিতার সূচ (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়	৭.১.১; ৭.১.২	
২	সম্প্রদায়	৭.২.১; ৭.২.২	
৩	মুক্তিযুদ্ধের দেশি ও বিদেশি বন্ধুরা	৭.৩.১; ৭.৪.১	
৪	সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি	৭.৫.১	
৫	সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা	৭.৬.১	
৬	টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা	৭.৭.১; ৭.৭.২	

ষষ্ঠ শ্রেণি : ইসলাম শিক্ষা

অভিজ্ঞতা নং	অধ্যায় নং	বিষয়বস্তু	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	১	আকাঈদ	৬.১.১; ৬.১.২; ৬.২.১; ৬.৩.১	**(PI) নং** ৬.১.১; পৃষ্ঠা নং ৪, ৯, ১২, ১২, ১৭
	২	ইবাদত		**(PI) নং** ৬.১.২; পৃষ্ঠা নং ২৪, ২৫
	৩	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা		**(PI) নং** ৬.২.১; পৃষ্ঠা নং ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪০, ৭৩
	৪	আখলাক		**(PI) নং** ৬.৩.১; পৃষ্ঠা নং ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮৩, ৮৫

২	৫	জীবনাদর্শ	৬.৩.২	পৃষ্ঠা ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০২, ১০৩
৩	৬	সহাবস্থান	৬.৩.২	ধর্মীয় সহাবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান অন্যকে জানানো পৃষ্ঠা ১০৭

সপ্তম শ্রেণি : ইসলাম শিক্ষা

অভিজ্ঞতা নং	অধ্যায় নং	বিষয়বস্তু	পারদর্শিতার সূচক (PI) নং	যে শিখন কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষন করবেন
১	১	আকাঈদ	৭.১.১; ৭.১.২; ৭.২.১; ৭.৩.১	**(PI) নং** ৭.১.১; পৃষ্ঠা নং ৩, ৮, ১০, ১৮ (শিক্ষক সহায়িকা পৃ: ৭)
	২	ইবাদত		**(PI) নং** ৭.১.২; শিক্ষক সহায়িকা পৃ: ১০
	৩	কুরআন ও হাদিস শিক্ষা		**(PI) নং** ৭.২.১; পৃষ্ঠা নং ৬২, ৬৪, ৬৯ (শিক্ষক সহায়িকা পৃ: ১৩, ১৪)
	৪	আখলাক		**(PI) নং** ৭.৩.১; শিক্ষক সহায়িকা পৃ: ২৪
২	৫	জীবনাদর্শ	৭.২.১; ৭.৩.২	**(PI) নং** ৭.২.১; পৃষ্ঠা নং ৪৪, ৪৬ (শিক্ষক সহায়িকা পৃ: ১৯)
				(PI) নং ৭.৩.২; পৃষ্ঠা ১১৫, ১১৮, ১২০, ১২২
৩	৬	সম্প্রীতি	৭.৩.২	**(PI) নং** ৭.৩.২; শিক্ষক সহায়িকা পৃষ্ঠা ৩৯

৩৯. নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মাঠপর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের করণীয় :

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের নিম্নোক্ত নির্দেশনা/করণীয় যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো:

[তথ্যসূত্র : www.dshe.gov.bd এ ২/৫/২০২৩ তারিখে আপলোডকৃত নোটিশ যার স্মারক নং : ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৩১.১৫০.২০২৩.৯৭৩ বিষয় : নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের করণীয় প্রসঙ্গে।]

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের করণীয় :

১। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া ও শ্রেণিকার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা।
২। সঠিকসময়ে পড়াশুনা করা, খাওয়া, ঘুমানো এবং মানসিক বিকাশের জন্য খেলাধূলায় অংশ নেয়া।
৩। এনসিটিভি কর্তৃক প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
৪। নতুনকে গ্রহণ করার উপযুক্ত মানসিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করা।
৫। সরকার প্রদত্ত শিখন সামগ্রী যথাসময়ে গ্রহণ করা।
৬। শ্রেণি কক্ষে এবং শ্রেণি কক্ষের বাইরে Activity Based Learning কার্যক্রমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করা।
৭। বিদ্যালয় শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে শ্রেণি শিক্ষকের সাথে আলাপ করা।
৮। অবসর সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সৃজনশীল বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
৯। নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শিখনের সর্বক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা।
১০। দলগত কাজে সহপাঠীদের মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা, সততা এবং নৈতিকতা বজায় রাখা।
১১। স্কুলে শিক্ষার্থীদের জন্য গঠিত ক্লাবসমূহের মধ্যে অন্তত দু'টি ক্লাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করা।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে অভিভাবকের করণীয় :

১। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের নিজের ও বাড়ির ছোট ছোট কাজগুলো করাণোর বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করা।
২। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের সময় দেওয়া, তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা।
৩। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের ভালো কাজে উৎসাহ দেওয়া এবং ভুল /অপ্রয়োজনীয় কাজকে নিরুৎসাহিত করা।
৪। কারিকুলাম বিস্তরণে অভিভাবকদের যে দায়িত্ব তা সঠিকভাবে পালন করা।
৫। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৬। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট বা কোচিং এ নিরুৎসাহিত করা।
৭। সন্তানদের /শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের বিষয়ে নিরপেক্ষতা, সততা এবং নৈতিকতা বজায় রাখা।
৮। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত থাকা।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শ্রেণি শিক্ষকের করণীয় :

১। টিচার্স গাইড (টিজি) ও পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা।
২। গতানুগতিক শিক্ষককেন্দ্রীক পদ্ধতি পরিহার করে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করা। প্রকৃতপক্ষে প্রচলিত ভূমিকার উর্ধ্বে গিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক হয়ে উঠবেন সহ-শিক্ষার্থী।
৩। হোম ভিজিট ও ওঠান বৈঠক করা।
৪। প্রকল্পভিত্তিক কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, ডায়েরি ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

৫। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়তামূলক একীভূত ও অর্ন্তভুক্তিমূলক শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করবেন যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিখনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
৬। শ্রেণি শিক্ষক যে সকল সমস্যা চিহ্নিত করবেন, তা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে প্রধান শিক্ষকের সাথে সাপ্তাহিক সভায় আলোচনা করা ও সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করা।
৭। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা।
৮। Slow Learners/Advanced Learners চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং তাদের শিখন পরিস্থিতি উন্নয়নে কার্যকর কৌশল প্রয়োগ।
৯। মূল্যায়নের নীতিমালা অনুসরণপূর্বক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিতকরণ ও মূল্যায়নের ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ।
১০। শিক্ষার্থীদের দলগত কাজসহ সামগ্রিক মূল্যায়নে নিরপেক্ষতা, সততা এবং নৈতিকতা বজায় রাখা।
১১। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পরিবেশ তৈরি করতে শিক্ষককে মূলত সহায়তাকারী /Facilitator এর ভূমিকা পালন করা।
১২। শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে কারিকুলাম সংশ্লিষ্ট বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের একটা অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা।

নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠান প্রধানের ভূমিকা :

১। এনসিটিবি কর্তৃক প্রদত্ত রুটিন /গাইড লাইন অনুযায়ী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে শ্রেণি কার্যক্রম নিশ্চিত করা।
২। শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করা।
৩। শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করা।
৪। শিক্ষাক্রমে নির্দেশিত কৌশল ও পদ্ধতি শ্রেণি পাঠদানে অনুসৃত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা।
৫। শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের হাতে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে অভিভাবক, শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে ছোট পরিসরে শিক্ষা উপকরণ মেলার আয়োজন করা।
৬। শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষকসহ অংশিজনের সক্রিয় সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য সমন্বিত গণযোগাযোগ কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৭। বছরে তিনটি অভিভাবক সমাবেশ নিশ্চিত করা এবং অভিভাবকদের সুবিধাজনক গ্রুপ করে শ্রেণি কার্যক্রম দেখার ব্যবস্থা করা।
৮। যে সকল শিক্ষকদের লেখার অভ্যাস রয়েছে তাদের লিখনীতে নতুন কারিকুলামের পজিটিভ দিক তুলে ধরার জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
৯। প্রতি তিন মাসে কমপক্ষে একবার শিক্ষকদের ইনহাউজ/In-House প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
১০। প্রতিষ্ঠানে নতুন কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়ই যথাসম্ভব বুঝার চেষ্টা করা। এতে তিনি আন্তঃ বিষয় (Inter Subject Relation) সম্পর্কটি বুঝতে ও যথাযথ বাস্তবায়ন করতে পারবেন।
১১। প্রাত্যহিক সমাবেশে নীতি বাক্যের সাথে নতুন কারিকুলাম বাস্তবায়নে শপথ নিশ্চিত করা।
১২। প্রতিষ্ঠানের ফটকে দৃষ্টিগোচর স্থানে কারিকুলাম বাস্তবায়নের শ্লোগান/স্বপ্ন/প্রত্যয় লেখা।
১৩। নতুন শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে শিখন-শেখানো কার্যক্রম নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা ও শিক্ষকগণকে পরামর্শ দেয়া।
১৪। শিক্ষার্থীদের দ্বারা কম্পিউটার ক্লাব, ক্রীড়া ক্লাব, হেলথ ক্লাব গঠন ও সক্রিয় রাখায় উৎসাহিত করা।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল এ নিম্নোল্লিখিত প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক করণীয় ১১টি দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

১। শিক্ষাক্রম রূপরেখা মূলত যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম, শিখন-শেখানো সামগ্রী, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখা।
২। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।
৩। শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণপূর্বক শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।
৪। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ এর মূল্যায়ন কৌশল ও নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিতকরণ।
৫। নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিখন শিখানো কার্যক্রম ও মূল্যায়ন কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রী ও উপকরণ সরবরাহ করা।
৬। এনসিটিবি ও মাউশি কর্তৃক প্রেরিত ক্লাস রুটিন অনুযায়ী শ্রেণিকার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।
৭। বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকের নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা। (অনলাইন ও অফলাইন)
৮। নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান। এক বিষয়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা অন্য বিষয়ের শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না। প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো শিক্ষককে নতুন শিক্ষাক্রমের আওতায় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির কোনো শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া যাবে না।
৯। নতুন শিক্ষাক্রম সম্পর্কে অভিভাবক ও স্থানীয় জনসাধারণকে অবহিত করার জন্য অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা।
১০। নতুন শিক্ষাক্রমের শিখন শিখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় বিভিন্ন কমিউনিটি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবি ও অংশীজনের (পাঠ সংশ্লিষ্ট রিসোর্স পারসন যেমন মুক্তিযোদ্ধা, ডাক্তার, বুদ্ধিজীবি, সমাজ সেবক, কৃষক, পেশাজীবি ব্যক্তি ইত্যাদি) সাথে বিদ্যালয়ের সম্পর্ক স্থাপন ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করা।'
১১। শিক্ষক সহায়িকা (টিজি) অনুযায়ী অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিখন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন নিশ্চিত করতে দলীয় কাজ ও ক্লাসরুম একটিভিটি করার জন্য শ্রেণিকক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা ও ফ্লেকজিবল (Flexible) বসার ব্যবস্থা করা।

[তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ বিস্তরণ : প্রধান শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল]